

জগন্নাথবল্লভ নাটকং ।

কবিবর রামানন্দ রায় প্রণীতং ।

মোচেন্দাস ঠাকুরশ্র

পদাবলী সহ ।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নেনানুবাদিতং

প্রকাশিতক ।

চতুর্থ সংস্করণং ।

মুর্শিদাবাদ ।

বহরমপুর, —হরিভক্তি প্রদায়িনী সভাস্থ

রাধারমণযন্ত্রে

প্রিণ্টার—শ্রীব্রজনাথ মিশ্র দেব শর্ম্মা মুদ্রিতং ।

১৩২৮, ফাল্গুনে ।

42

43

নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম ।

শ্রীকৃষ্ণ	নায়ক ।	
শ্রীরাধা	নায়িকা ।	
বিদূষক	শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা মধুমঙ্গল ।	
মাধবিকা	}	শ্রীরাধার প্রিয়সখী ।
শশিমুখী		
অশোকমঞ্জরী		
মদনমঞ্জরী		
মদনিকা		পৌর্ণমাসী ।
বনদেবতা		বৃন্দা ।

ত্রিগ্রহরিঃ ।

জগন্নাথবল্লভ নাটকং ।

প্রথমাক্ষঃ ।

স্বরাস্কিত বিপক্ষিকা মুরজবেণু সঙ্গীতকং
ত্রিভঙ্গতনুবল্লরী বনিত বহুহাসোন্ময়ং ।
বয়স্করতালিকারণিতনূপুরৈরুজ্জ্বলং
মুরারিনটনং সদা দিশভু শার্ঙ্গ লোকত্ৰয়ে ॥ ১ ॥

বিপক্ষিকা বীণা । বল্লরী লতা ॥ ১ ॥

বাহাতে নিবাদ প্রভৃতি সপ্তস্বরাস্বিত বীণা বেণু মৃদঙ্গের
বাদ্যসহকারে উৎকৃষ্ট সঙ্গীত হইতেছে, বাহা ত্রিভঙ্গীকৃত
অঙ্গলতিকায় অবলম্বিত গোপাপ্ননাকুলের মনোহর হাস্তে
বর্দ্ধিত হইতেছে এবং সখাগণের করতালিকা ও শঙ্কাংমান
নূপুর দ্বারা বাহার উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাইতেছে, সেই মুরারির
নর্তন ত্রিভুবনের আনন্দ বর্দ্ধন করুক ॥ ১ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

যথা রাগ ।

স্বমধুর কণ্ঠস্বর, তাহে যুক্ত বীণারব, মৃদঙ্গ বেণুর গীত
যাতে । তার মধ্যে নাচে হরি, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা করি, গোপীগণ

অপিচ ।

স্মিতং নু ন সিতদ্যুতিস্তরলমক্ষি নাস্তোরুহং

শ্রুতির্ন চ জগজ্জয়ে মনসিজস্য মৌব্বীলতা ।

মুকুন্দ মুখমণ্ডলে রভস মুগ্ধ গোপাপনা

দৃগঞ্চলভবো ভ্রমঃ শুভ শতায় তে কল্পতাং ॥ ২ ॥

স্মিতেতি অপহু ত্যালঙ্কারোহয়ং । রভসো হর্ষবেগোর্যোরিতি কোষঃ ॥ ২ ॥

অপর শ্রীকৃষ্ণ মুখমাদুর্য্য দর্শন করিতে করিতে গোপিকা-
গণ পরস্পর বিতর্ক করিয়া কহিতে লাগিলেন, সখি ! মুকুন্দ-
মুখমণ্ডলে যে হাস্য দেখিতেছ, উহা হাস্য নয়, সাক্ষাৎ শীত-
কিরণ (চন্দ্র) । আর ঐ যে চঞ্চল লোচন দেখিতেছ, উহা
চঞ্চল লোচন নয়, ভ্রূঙ্গচুম্বিত অস্তোরুহ (পদ্ম) তথা ঐ যে
শ্রুতি (কর্ণ) দেখিতেছ, উহা শ্রুতি নয়, জগজ্জয়কারি-

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

চিত্তি আহ্লাদিতে ॥ অধরে ঈষত হাস, দশদিক্ পরকাশ,
অরুণ কমল ছুটী আঁখি । অলকা আবৃত ভাল, যেমত নক্ষত্র
জাল, তার সহ মুখশশী দেখি ॥ চুড়ায় ময়ূরের পাখা, তাতে
শোভে ইন্দুরেখা, চুড়াবেড়া নানাবুল দাম । শ্রবণে কুণ্ডল
দোলে, গলে মুকতার মাংলে, বল্লীজিত তনু অনুপম ॥ নব নব
সখী মেলি, দেই সবে করতালি, নৃপুরে পঞ্চম স্বর গায় ।
এমত মুরারি নৃত্য, ত্রিজগৎ আহ্লাদিত, লোচন দেখিবে কবে
ভ্রায় ॥ ১ ॥

অপিচ ।

কামং কামপয়োনিধিং যুগদৃশামুদ্ভাবয়মিভরং
চেতঃকৈরবকাননানি যামিনাগত্যন্তমূল্যায়ন ।

রক্ষঃকোককুলানি শোকবিকলান্তেকান্তমাকল্পয়-
মানন্দং বিতনোতু বো মধুরিপোর্বত্ন । পদেদ্যঃ শশী

উদ্ভাবয়ন্ বদয়ন্ । যামিনাং যোগিনাং । কোকচক্রবাকঃ নাট-
কুর্সন্ ॥ ৩ ॥

মনোভবের ধনুগুণ, এইরূপ আনন্দমুগ্ধা গোপাঙ্গনা-
নয়নাঞ্চলে যে যে ভ্রম উপস্থিত হইতেছে, তাহা গোপাবতার
শত শত আনন্দ বিস্তার করুক ॥ ২ ॥

অপিচ (আরো বলি) যাঁহা হইতে কুরঙ্গনয়না গোপাঙ্গনা-
গণের অনঙ্গ সাগর বর্দ্ধিত হইতেছে, যিনি যোগীগণের চিত্ত-
রূপ কুমুদ-কাননকে নিরতিশয় হর্ষিত করিতেছেন, যাঁহা

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

যথারাগ ।

এক দিন গোপীগণ, হেরি কৃষ্ণ স্রবদন, প্রেমাবেশে কহে
হাসি হাসি । কি দেখিছু ওনা রূপ, অগিয়া রসের কূপ, মুখ
নহে শরদের শশী ॥ কে বলে চঞ্চল আঁখি, আঁখি নহে পদ্ম
সখি, ভাসি গেল লাবণ্য সলিলে । হেন মোর মনে লয়, জগৎ
করিয়া জয়, অনঙ্গের গুণ শ্রুতিমূলে । হেরিয়া নয়ন কোণে,
নানা ভয় হয় মনে, প্রেমেতে প্রলাপময় বাদ । গোপিকার
ভ্রম যত, ভঞ্জে দিতে শুভ শত, লোচনের পরম আহ্লাদ ॥ ২ ॥

নটনরাগেণ ॥

মৃদুল মলয়জপবন তরলিত চিকুর পরিগতকলাপকং ।

সাচি তরলিত নয়ন মন্থা শঙ্কু শঙ্কুলচিত্ত সুন্দরী-

জন জনিত কৌতুহং ॥ মনসিজকৌমল্যদিত মানসং ॥

সাচি তরলিতনয়নচ্চাসৌ মন্থাশঙ্কুলচিত্তশ্চৈব সাচি তরলিতনয়ন-
মন্থাশঙ্কুলচিত্তঃ এবভূতেন সুন্দরীজনেন জনিতং বৌদ্ধকং যন্ত তং ॥ ৪ ॥

হইতে রান্ধস সমতুল কোককুল (চক্রবাক্ সকল) শোকা-
কুল হইতেছে, সেই মুরারির মুখশশী ভোম্বাদের আনন্দবর্দ্ধন
করুন ॥ ৩ ॥

নটনরাগ ।

যাঁহার সুন্দর মলয়ানীলের মন্দ মন্দ সঞ্চরণে কুন্তলোপরি
নিবদ্ধ ময়ূরপুচ্ছ সকল সঞ্চলিত হইতেছে, কন্দর্পশঙ্কুবিদ্ধ-
শুক্লচিত্তা ব্রজসুন্দরীগণ আপনাদের কুটিল অথচ চঞ্চল নয়না-

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

যথারাগ ।

কেহ বলে শুন সখি, চাঁদে নানাগুণ দেখি, এ চাঁদে সে
সব গুণ কোথা । হাসি কহে আর জন, না ভাবিহ অন্য মন,
সেই গুণে পূর্ণচন্দ্র এথা ॥ দেখিয়া ব্রজের ইন্দু, উথলয়ে প্রেম-
সিকু, গোপিকার জানিহ নিশ্চয় । মুনির কুমুদ চিত, যেবা
করে প্রফুল্লিত, সেই চন্দ্র ব্রজেতে উদয় ॥ অম্বরাদি চক্রবাক,
চাঁদে হেরি পায় শোক, দুঃখ পাইয়া চাঁদে নিন্দা করে । জগৎ
উজ্জ্বল কর, মুখচ্ছলে শশধর, মনের তিমির করে দূরে ॥ ৩ ॥

ভজত মধুরিপুসিন্দুসুন্দরবল্লবীমুখলালসং ॥ ধ্রু ॥

লঘু তরলিত কঙ্করং হসিভনবসুন্দরং গজপতি

প্রতাপরুদ্র হৃদয়ানুগভগ্নুদিনং । সরসং রচরতি

রামানন্দরায় ইতি চারু ॥ ৪ ॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ অলমতিবিস্তরেণ ।

গুরু দেব বিজ্ঞাতীনাং স্তুতিৰ্যত্র প্রবর্ততে । আশীৰ্ব্বচনসংযুক্তা সা নান্দী
পরিকীর্তিতা ॥ ৫ ॥

ঞ্চল দ্বারা যাঁহাকে কৌতুকাক্ষিত করিতেছেন, যিনি স্রুধাংশু
মুখী গোপবোধিৎদিগের বদনলোলুপ এবং যাঁহার চিত্ত
কন্দর্পকেলিরসেই একান্ত আক্রান্ত ও গ্রীবাদেশে ঈষৎ
কম্পিত, সেই গজপতি প্রতাপরুদ্রের হৃদয়স্থ মধুসূদনকে
ভজনা কর । এই সূত্রার সরস সঙ্গীত রামানন্দরায় কর্তৃক
বিরচিত হইল ॥ ৪ ॥

অভীক্টদেবের মঙ্গলস্তুতি পাঠানন্তর সূত্রধার কহিলেন ।

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

নটনরাগ ।

ভজহুঁ নন্দকি নন্দনা । মলয়জ পবনে চলিত শিখিচন্দ্রক
টাদ মুরছে হেরি বদনা ॥ অলকা আবৃতহার, তিলক মনোহর,
বালমল বদন উজোর । মকরাকৃতি কুণ্ডল, শ্রবণহি লোলত,
দোলত থোহরি থোর ॥ কুটিলদৃগঞ্চল, মদনকুসুমশর, ভালে
শোভিত ভাঁউ কামান । কুলবতীমরমে, ভরমে যদি পৈঠই,
তব কিয়ে রহই পরাণ ॥ মধুর মনোহর, রসভরে ঢর ঢর
মুরছিত কত শত কাম । লোচনদাস ভণ, ব্রজকুল নন্দন,
নিখিল ভুবন গুণধাম ॥ ৪ ॥

প্রিয়ে ইত ইতঃ ॥ ৫ ॥

প্রবিশ্য নটী ।

নটী । অজ্ঞ এস স্মি নিঅ কিঙ্করীঅণং চরণ-

পড়িদং বিলোঅণপসাদেহিং পসন্ন-

হিঅঅং কাহুং ভট্টা পরং প্রমাণং ॥ ৬ ॥

সূত্র । সহর্বং চিরসময়ং বিদম্ভোচিতবেশেণ

যৌবনবিলাসমমুভবতু ভবতী ।

নটী । অজ্ঞেণ কুদো আহুদল্লি ॥ ৭ ॥

সূত্র । প্রিয়ে ন বিদিতং ভবত্যাঃ প্রসাদকথনেনেতং ।

আর্য্য-এষান্মি নিজকিঙ্করীজনং চরণপতিতং বিলোকনপ্রদাদৈঃ প্রসন্নহৃদয়ং
কর্তুংভর্তা পরং প্রমাণং ॥ ৬ ॥

আর্য্যেণ কস্মাদাহতান্মি ॥ ৭ ॥

সম্প্রতি তৎশ্রোতুং মম হৃদয়ং কুতূহলৈর্বিষ্কারিতং বর্ততে ॥ ৮ ॥

এই পর্য্যন্তই ভাল, আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই ।

প্রিয়ে ! এস, এস ॥ ৫ ॥

নটীর প্রবেশ ।

নটী । আর্য্য ! এই আমি এলেম্ । আপনকার চরণে প্রণাম
করি, চরণপতিত নিজকিঙ্করীজনকে অবলোকন প্রসাদ
দান দ্বারা প্রসন্নহৃদয় করাইতে ভর্তাই পরম প্রমাণ ॥ ৬ ॥

সূত্রধার । (সহর্ষে) প্রিয়ে ! তুমি চিরকাল বিদম্ভোচিত-
বেশ দ্বারা যৌবনবিলাস অনুভব করহ ? ।

নটী । আর্য্য ! কি নিমিত্ত আমাকে আস্থান করিলেন ॥ ৭ ॥

নটী । সম্প্রতি তা সোজ্জং যম হিঅঅং কুতুহলেহিং
বিপ্কারিদং বটুদি ॥ ৮ ॥

সূত্র । প্রিয়ে শৃণু । অন্য খলু বসন্তবাসরাবসরে তরুণ-
ভাস্বদ্বিমুক্ত—দক্ষিণদিগ্ধিলাসিনী স্তনমলয়াচলাবলম্বিত-বেণী
ভুজঙ্গসঙ্গিসমীরণমূর্ছিতবিরহিণীজনজীবাতু বয়স্শাস্বাসবচঃ
প্রসরে । বিকসিতশীতকিরণপ্রসূনে চ বিমল-নভোবন-
প্রোজ্জ্বল্যমান-নবনবোন্মীলিত-নিস্তলমুক্তাফলভুলিততারা
মুকুল-মধ্যাবলম্বিনি মানুষ্য-নির্ভর-নিরীক্ষমাণ-বিরহিণীজন-

সূত্র । প্রিয়ে ! তাহা কি তুমি জান না, এ অত্যন্ত আনন্দের
কথা ।

নটী । সম্প্রতি তাহা শুনিবার নিমিত্ত আগার হৃদয়ে কুতুহল
হইতেছে ॥ ৮ ॥

সূত্র । প্রিয়ে ! শ্রবণ কর, এই বসন্তবাসরের অবসান (সন্ধ্যা)
কাল, ইহাতে তরুণভাস্করবিরহিত দক্ষিণ দিক্‌রূপা সীম-
স্তিনীর স্তনকলম সদৃশ মলয়াচলের উপরি অবলম্বিত
বেণীর আয় ভুজঙ্গ সকলের সংসর্গি সমীরণের সংস্পর্শে
যে সকল বিরহিণীজন মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের
জীবনোপায় স্বরূপ সখীজনের আশ্বাসবাক্য চতুর্দিকে
বিস্তার হইতেছে এবং নিশ্চল গগনকাননে শ্রোদ্দীপ্ত নব
নব প্রকাশিত তলরহিত (বর্তুল) মুক্তাফলের আয়
তারকাকলিকা সকলের মধ্যবর্তি পূর্ণহৃদাকর স্বরূপ বিক-
সিত শ্বেতপুষ্প, ক্রোধভরে নিরীক্ষমাণা বিরহিণীজনের

চঞ্চললোচনাকলগতা গ্রবর্তিনি । নিরুপমকান্তিলক্ষ্মীলুক-
লক্ষ্মীরমণাবস্থানোচিত-চিত্তদুষ্কাহিনী । বিভাবাদিপরিণত-
রসরসাল-মুকুলরসাস্বাদকোবিদ-পুংকোকিলেন শ্রীকণ্ঠ-
হারসহচরগুণমুক্তাফলমণ্ডিতহৃদয়েন কিং বহুনা ॥ ৯ ॥

যন্মাণাপি নিশম্য সন্নিবিশতে সেকন্দরঃ কন্দরং
স্বং বর্গং কলবর্গভূমিভিলকঃ শাস্রং সমুদীক্ষতে ।

মেনে গুজ্জরভূপতির্জরদিবারণ্যং নিতং পত্নং
বাতব্যগ্রপয়োষিপোতগমিব স্বং বেদ পৌড়েস্বরঃ ॥ ১০ ॥

চঞ্চল লোচনাকলগপিণী-লতার অগ্রভাগে শোভা পাই-
তেছে, এবম্বিধ বসন্তবাসরান্তে মহারাজ প্রতাপরুদ্র,
যাঁহার নিরুপম কান্তি সন্দর্শনে লক্ষ্মীপতি লুক্কহৃদয়
হইয়া তদীয় চিত্তরূপ ক্ষীরসাগরে বাস করিতেছেন, যিনি
বিভাবাদি পরিণত রসরূপ রসাল (আত্ম) মুকুল সকলের
আস্বাদ বিষয়ে বিদগ্ধ (রমিক) পুংকোকিল, যাঁহার
হৃদয় রাধাকণ্ঠহার সহচর (সঙ্গী) শ্রীকৃষ্ণের গুণরূপ
মুক্তাফলে ভূষিত ॥ ৯ ॥

অধিক কি ! যাঁহার নাম শুনিয়াই সেকন্দর নামা যবন
ভূপাল ভীতচিতে গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিয়াছেন, কলবর্গ-
দেশীয় নরপাল আপনার পরিবারবর্গকে শাস্রমন্ত্রে দেখিতে-
ছেন, যাঁহার নামমাত্র শ্রবণে গুজ্জরদেশীয় ভূপতি আপনার
নগরকে জীর্ণ অরণ্যের স্রায় ছানিতেছেন এবং গোড়দেশীয়
ক্ষীতপাল আপনাকে প্রবল বাত্যা (ঝড়) বেগে সমুদ্রস্থ
ঘূর্ণিত পোতারুড়ের স্রায় বোধ করিতেছেন ॥ ১০ ॥

কায়বুহবিলাস জৈশ্বরগিরে বৈতং সুধাদীধিতে-
 নির্ধাসন্তুহিনাচলন্ত বসকং ফীরাবুরাশেরনো ।
 সারঃ শারদবারিদন্ত কিনগি সর্বাহিনী-বারিণো
 দৈরাজ্যং বিনশীকরোশি সততং বৎ কীর্তিরাশির্জগৎ ॥ ১১ ॥
 যদানাম্মুকদম্বনিম্বিতবলীনংগ্রেষহর্ষাদমো
 রিস্তন্তুঙ্গবরঃ- নিম্বলমিয়াং প্রভোতি বৎ বারিধিঃ ।
 নিত্যং সন্ততমন্ততস্ততিরতিমুতং যনোনাকিনাং
 বৈনৈতং প্রাণিমাংসং ন সতী যুক্তি ন প্রাণং ॥ ১২ ॥

তেন প্রতিভট দুপবট কালাগ্নিরুদ্রেন শ্রীমৎপ্রতাপ-
 রুদ্রেন শ্রীহরিচরণমবিকৃত্য কমপি অবন্ধমভিনেতু-
 মাদিষ্টৌহস্মি ॥ ১৩ ॥

আর যাঁহার কীর্তিবাণি ফৈলাসশৈলের কায়বুহ স্বরূপ,
 হিমালয়ের নির্ধাস সদৃশ, ফীরবারিধির ফেনসম, শারদবারি-
 দের সার সমতুল, জৈশ্বরগির (পদার) নীরের আয় প্রভাব-
 শালী হইয়া জগৎ নির্ধাস করিতেছে ॥ ১১ ॥

অপর যাঁহার দানোৎসর্গ জল নিম্বিত নদী সকলে সঙ্গ-
 লাভ করিয়া হর্ষান্বিত সরিৎপতি (সরুদ্রে) তরলিত ও উচ্চ-
 ধ্বনিচ্ছলে যাঁহাকে স্তব করিতেছে, যাঁহার নিত্য অনুষ্ঠিত
 যজ্ঞ দ্বারা দেবতা সকল বদ্ধচিহ্ন হইয়া প্রতিগাচ্ছলে ক্ষণ-
 কালের নিমিত্তও যাঁহার প্রাণ ত্যাগ করেন না ॥ ১২ ॥

সেই বিপক্ষ রাজগণের কালাগ্নিরুদ্র স্বরূপ শ্রীমান্
 প্রতাপরুদ্র হারচরণাশ্রিত কোন একটী অভিনব অবন্ধ অভি-
 নয় করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

যত্নতঃ ।

মধুরিপুপদলীলাশালি ভক্তদগুণাঢ্যঃ

সহৃদয়সহৃদয়ানাং কামমামোদহেতুঃ ।

অভিনবকৃতিমন্ডলচ্ছায়য়া নো নিবন্ধঃ

সমভিনয় নটানাং বর্য্য কিকিৎ প্রবন্ধঃ ॥ ১৪ ॥

নটী । তং কথয় ।

নট । কথমারাদনীয়ো বিদ্যানাং নিধিঃ ।

যতোহস্মিন্নভিধাহুকামো বাক্পতিরাপি প্রতিপত্তি-

মূঢ়ঃ স্যাৎ । (ক্ষণং বিমূঢ়্য) আঃ স্মৃতং ॥ ১৫ ॥

নটী । তা কিং সো ॥ ১৬ ॥

প্রিয়ে ! যাহা বলিয়াছেন, বলি শ্রবণ কর । অহে নট-
শ্রেষ্ঠ ! যাহা শ্রীকৃষ্ণলীলাযুক্ত এবং যাহা সঙ্গুণান্বিত হইয়া
সামাজিকদিগের চিত্তের আনন্দজনক হয়, এমন একটী অভি-
নব প্রবন্ধ অভিনয় কর, কিন্তু তাহা যেন অন্যান্য কোন পুরা-
তন প্রবন্ধকে আদর্শ করিয়া প্রতিচ্ছায়া স্বরূপে নির্মিত না
হয় ॥ ১৪ ॥

নটী । বলিতে আঁজা হউক ।

নট । প্রিয়ে ! আমি কি প্রকারে সেই বিদ্যা সকলের
নিধিকে আরাধনা করিব ? যেহেতু এতাদৃশ কার্য্য সম্পা-
দন করিতে বাসনা করিলে বাক্পতি বৃহস্পতিও কর্তব্য-
বিমূঢ় হইয়া পড়েন । (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) আঃ !
প্রিয়ে ! স্মরণ হইল ॥ ১৫ ॥

নটী । তাহা কি প্রকার ? ॥ ১৬ ॥

সূত্র । প্রিয়ে সর্ববিদ্যা--নদী-বিলাস-গান্ধীৰ্য্যমৰ্যাদাস্বৈৰ্য্য-
 প্রসাদাদিগুণরত্নাকরস্য সুরগুরুপ্রণীতনীতি-কদম্বকরাশ্বত-
 মন্ত্রাশ্রবীকৃতপ্রগুণ পৃথ্বীশ্বরস্য শ্রীভবানন্দরায়স্য তনুজেন
 শ্রীহরিচরণপরাযণতমাসেন শ্রীরামানন্দরায়েন কবিনা তত্তৎ
 গুণালঙ্কৃতং শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাম গজপতি প্রতাপরুদ্র-
 প্রিয়ং রামানন্দসঙ্গীতনাটকং নির্মাণ্য সমর্পিতমভি-
 নেয়ামি ॥ ১৭ ॥

তথা চায়ং কবিঃ সদিনকমিদমবাদীং ।

ন ভবতু গুণলঙ্কাইপ্যত্র ভাস প্রবন্ধে

নৃত্ত । প্রিয়ে ! বিমি বিদ্যা নদী সকলের বিলাসস্বরূপ
 ধৈর্য্য, গান্ধীৰ্য্য, মৰ্যাদা ও প্রসাদাদি গুণে রত্নাকর সদৃশ,
 বাঁহার দেবগুরু (বৃহস্পতি) প্রণীত নীতি সন্দোহান্বিত
 মন্ত্রণা প্রভাবে ঋজুগুণালঙ্কৃত ক্ষিতীশ্বর বাক্যবশম্বদ হইয়া-
 ছেন, সেই ভবানন্দরায়ের তনুজ হরিচরণপরাযণ কবি-
 শ্রেষ্ঠ রামানন্দরায় ভগবৎগুণালঙ্কৃত জগন্নাথবল্লভ নামক
 বাহা-গজপতি প্রতাপরুদ্রপ্রিয় রামানন্দসঙ্গীতনাটক
 বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে, তাহা নির্মাণ করিয়া আমাকে
 প্রদান করিয়াছেন ।

নরনাথ প্রতাপরুদ্র যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, এপ্রবন্ধটী
 তদনুরূপই গুণালঙ্কৃত । অতএব অদ্য তাহাই অভিনয়
 করিতেছি ॥ ১৭ ॥

অপর কবির রামানন্দ সদিনয়ে ইহা বলিয়াছেন ।

যদিচ সংস্কৃত এই প্রবন্ধে গুণলেশও নাই, তথাপি

• মধুরিপুপদপদ্মোৎকীৰ্ত্তনং নস্তথাপি ।

• সহৃদয়হৃদয়স্থানন্দসন্দোহহেতু-

নিয়তমিদমতোহ্মং নিফলো ন প্রয়াসঃ ॥ ১৮ ॥

• তদাদিশ্যন্তাং কুশীলবা নণিকাপরিগ্রহায় ।

নটী । (সংস্কৃতমাপ্রিত্য) যদাজ্ঞাপরতি স্বামী (পুরোহব-
লোক্য) পশ্য পশ্য ॥ ১৯ ॥

মুহূলমলয়বাতাচাস্তবীচিপ্রচারে

সরসি নবপর্যগৈঃ পিঙ্করোহ্মং ক্রমেন ।

প্রতিকমলমধুনি পানমত্তো হিরেকঃ

স্বপিত্তি কমলকোষে নিশ্চলঃ প্রদোষে ॥

সূত্র । (সহর্ষঃ) প্রিয়ে নাথু নাথু মমতঃ কুতুহলজননিধি-
শ্রীকৃষ্ণগুণকীৰ্ত্তন জন্তু সহৃদয় (সামাজিক) বর্গের হৃদয়ে
প্রচুর আনন্দপ্রদ হইবে, একারণ আমার এ প্রয়াস বিফল
হইবে না ॥ ১৮ ॥

অতএব নট সকলকে উপযুক্ত বেশ করিবার নিমিত্ত
আজ্ঞা দাও ? ॥

নটী । (সংস্কৃতবাক্যে) স্বামী বাহা আজ্ঞা করিলেন । অনন্তর

• সম্মুখে অবলোকন করিয়া কাঁহিল, দেখ দেখ ? ॥ ১৯ ॥

রজনীমুখে পুষ্পমূলিধূসরিভাগ ভূগবর প্রত্যেক কমলের
মধুপানে অতীব মত্ত হওত মন্দ মলয়ানীলের সঞ্চারণ হেতু মুহু
মুহু তরঙ্গায়িত সরোবরমধ্যবর্ত্তি কমলকোষান্তরে অঙ্গ-
সকল সংযত করিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে ॥

সূত্র । (সহর্ষে) প্রিয়ে! ভাল ভাল! তুমি যে আমার

বিবর্ত্তেনিহিতং ভবতা । যতো গোপাঙ্গনাশতাধরমধুপান-
নির্ভরকেলিক্রমালসাপঘনঃ কচিং প্রোঢ়বধূস্তনোপধানীয়-
মণ্ডিতহৃদয়পর্য্যকশায়ী পীতাম্বরো নারায়ণঃ স্মারিতঃ ॥২০॥
নেপথ্যে ।

দ্বাত্রিংশলক্ষণৈযুক্তো দেবদেবেশ্বরো হরিঃ ।

গোপালবালকঃ সাক্ষিঃ জগাম যমুনাবনং ॥ ২১ ॥

কেদাররাগেণ ।

মুহূতর-আরুত-বোল্লভ-পল্লববল্লী-বলিত-শিখণ্ডঃ ।

তিলকবিড়ম্বিত মরকতমণিতলবিম্বিত-শাধরখণ্ডঃ ॥

নেপথ্যে বেষোচিত হানে ॥ ২১ ॥

চিত্তকে কুতূহল জলনিধির বিবর্ত্তে (ঘূর্ণায়) নিক্ষেপ
করিলে, যে হেতু তোমার এই রণনে সেই পীতাম্বর
নারায়ণ, যিনি শত শত গোপাঙ্গনাগণের অধরমধু পান
করত অতিশয় ক্রীড়াশ্রমে অলসাপ হইয়া কোন প্রোঢ়
গোপবধুর স্তনরূপ উপধানাম্বিত (বালিসযুক্ত) হৃদয়-
পর্য্যকে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তিনি আমার স্মৃতিপথে
আরুঢ় হইলেন ॥ ২০ ॥

এমন সময়ে নেপথ্যে (সাক্ষ্যগৃহে) ।

দ্বাত্রিংশ লক্ষণাম্বিত দেবদেবেশ্বর হরি গোপবালক সঙ্গে
লইয়া যমুনাতীরবর্ত্তি কাননে গমন করিতেছেন ॥ ২১ ॥

কেদার রাগে ।

ঐ যুবতীমনোহরবেশধারী মুররিপুকে অবলোকন কর ।
যেন শারদশশী অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াই ভূতলে অবতীর্ণ

যুবতিমনোহরবেশং ।

কলয়কলানিধিমিব ধরণীমমু পরিণতরূপবিশেষং ॥ ধ্রু ॥

খেলাদোলায়িতমণিকুণ্ডল-রুচিরুচিরাননশোভং ।

হেলাতরলিত-মধুরবিলোচনজনিতবধূজনলোভং ॥

গজপতিরুদ্র-নরাধিপ-চেতসি জনয়তুমুদনুবারং ।

হইয়াছেন । আহা ! ইহাঁর স্মন্দ সমীরণের মন্দ মন্দ সঞ্চ-
রণে মস্তকস্থ চূড়ার পল্লবগুচ্ছ সহ ময়ূরপুচ্ছ সকল ঈষৎ
কম্পিত হইতেছে, ললাটে তিলক এরূপ উজ্জ্বল যে, তদ্বারা
মরকতমণিদর্পণে প্রতিবিম্বিত পূর্ণসুধাংশুও বিড়ম্বিত হইতে-
ছেন, অপর ইহাঁর লীলাবশতঃ আন্দোলিত মণিকুণ্ডলের
ছটা মুখমণ্ডলের শোভা বিস্তার করিতেছে, আর ইনি হেলা-
নিবন্ধন এরূপ মধুররূপে লোচন চঞ্চল করিতেছেন, যেন
তাহাতেই গোপবধূজনের লোভ জন্মিতেছে । রাগানন্দ রায়

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

কেদার রাগ ।

যুবতীমনোহর ওনা বেশ গো । অবনিমণ্ডলে সখি
চাঁদের উদয় যেন সুধাময় রূপের বিশেষ গো ॥ ধ্রু ॥ চূড়ার
উপরে শোভে নানাফুলদাম গো, তাহে উড়ে ময়ূরের পাখা ।
যেন চাঁদের উপরে চাঁদ উদয় করিল গো, ললাটে চন্দনবিন্দু
রেখা ॥ সঘনে দোলায় কানে মকরকুণ্ডল গো, কুলবতীর
কুল মজাইতে । উহার নয়ন কুসুমশর মরমে পশিল গো,
ধৈরজ ধরিতে নারি চিতে ॥ এমন সুন্দর রূপ কোথা হইতে

রামানন্দরায় কবিভণিতং মধুরিপুরুষমুদারং ॥ ২২ ॥

সূত্র । (সচকিতং) প্রিয়ে গংকনীয়ান্ শ্রীকৃষ্ণবৃন্দাবনগমন-
মাবেদয়তি । তদ্বয়মপি স্বনেপথ্যোপচিতায় যাম ইতি
নিজ্জান্তো ॥ ২৩ ॥

প্রস্তাবনা ॥ ২৪ ॥

ততঃ প্রবিষ্ণতি যথা নির্দিষ্টঃ কৃষ্ণঃ ।

কৃষ্ণঃ । সখে রতিকন্দল পশ্য পশ্য রামণীয়কং বৃন্দাবনম্ ॥ ২৫ ॥

অর্থঃ প্রতিপাদ্য তীর্থং প্রস্তাবনোচ্যতে । তীর্থমারম্ভঃ ॥ ২৪ ॥

কবি বর্ণিত এই মধুরিপুরুষ মধুর রূপ প্রতাপরুদ্রের চিত্তে
নিরন্তর আনন্দ বিস্তার করুক ॥ ২২ ॥

সূত্র । (সচকিত হইয়া) প্রিয়ে ! আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা
শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন গমন আবেদন করিতেছে, অতএব
আমরা আপনার নেপথ্যের (সাজঘরের) সমৃদ্ধি বৃদ্ধির
নিমিত্ত গমন করি । (এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান) ॥ ২৩ ॥

প্রস্তাবনা ।

অর্থাৎ বক্তব্য প্রস্তাবের আরম্ভ ॥ ২৪ ॥

অনন্তর নির্দিষ্ট স্থানে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

কৃষ্ণ । সখে রতিকন্দল ! (মধুমঙ্গল) দেখ দেখ বৃন্দাবনের
কি আশ্চর্য্য রমণীয়তা ॥ ২৫ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

এল গো, মনোভোর ভুলিল দেখিয়া । লোচন মজিল সেই
ওরূপ সাগরে গো, কিবা সে নাগর বিনোদিয়া ॥ ২২ ॥

তথাহি ।

উদ্যমভূতিপল্লবাবলিচলং পাণিস্পৃশোহমী স্মরুং

ভূপালিঙ্গিত পুষ্পসাজ্জনদৃশোমাদ্যং পিকানাং রবৈঃ ।

আরকোংকলিকা লতাশ্চ তরবশ্চালোলমৌলীপ্রিয়ঃ

প্রত্যাশং মধু সন্মদাদিব রসালাপং মিথঃ কুর্বতে ॥ ২৬ ॥

বিদু। ভো বয়স্য তুজ্বাএদং বৃন্দাবনং রমণিজ্জং মম উণ-

ভোঅণালও স্লেজব। জথ কহিম্পি শিখরিণী কহিম্পি

রসালা কহিম্পি সুরহি ঘিওং কহিম্পি মালিভক্তং ॥ ২৭ ॥

ভো বয়স্য তবেদং বৃন্দাবনং রমণীয়ং মম পুনর্ভোজনালয় এব। যত্র কুত্রাপি শিখরিণী কুত্রাপি রসালা কুত্রাপি সুরভিরতং কুত্রাপি মালিভক্তং ॥ ২৭ ॥

তথাহি (উক্ত বিষয়ের প্রমাণী করণ) ।

ইহার চতুর্দিকস্থ বৃক্ষ লতা সকল বসন্ত ঋতুর সমাগমে অতিশয় প্রমুদিত হইয়া আপনার অভিনব পল্লবযুক্ত চঞ্চল শাখারূপ পরস্পর দ্বারা ভ্রমরালিঙ্গিত বিকশিত কুসুম স্বরূপ অঞ্জনারিত লোচনে পরস্পর যেন অবলোকন করিতেছে এবং বায়ুবেগে চঞ্চল শিরা হইয়াই যেন মত্ত কোকিলের নিনদ-
চ্ছলে পরস্পর রসালাপ, তথা কলিকা সকলের উদ্যমহেতু রোমাঞ্চিত হইয়া নিরতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছে ॥ ২৬ ॥

বিদু। ভো বয়স্য ! তোমার সম্বন্ধেই এই বৃন্দাবন রমণীয়, কিন্তু আমার পক্ষে যেখানে কোথাও শিখরিণী, কোথাও রসালা, কোথাও সুরঙ্গি ঘৃত, কোথাও বা শাল্যন্ন এমনত
ভোজনালয়, তাহাই আমার প্রিয় ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণ । সখে ।

বসন্তরাগেণ ।

অপরিচিতং ভব রূপমিদং বত পশ্যদিবোচিতথেলং ।

ললিতবিকস্মরকুঙ্কমচরৈরিব হসতি চিরাদতিবেলং ॥

কলয় সখে ভুবি সারং ।

মুহূপগমাদিব মনসমিদং ময় বৃন্দাবনমনুবারং ॥ ধ্রু ॥

মুহূপবনাহিতি-চঞ্চলপারবকরনিকরৈরিব কামং ।

নর্ত্তিহুমুপাদিশাভীব ভবন্তঃ সন্ততমিদমভিরামং ॥

কৃষ্ণ । সখে !

বসন্তরাগ ।

অবলোকন কর, আমার বৃন্দাবনের তুল্য পৃথ্বীতলে আর
সার নাই, ঐ দেখ তোমার খেলায়িত অদৃষ্টচর রূপ দেখিয়াই
যেন এই বৃন্দাবন মনোহর বিকশিত কুঙ্কম সকলের সুষমা-
ছলে বহুক্ষণ যাবৎ উচ্চ হাস্য করিতেছে এবং তোমার সমা-
গমে মকৌতুক হইয়া হুহুমারুতকম্পিত পল্লবরূপ কর দ্বারা
নিরন্তর যেন তোমাকে নৃত্য করিতে আদেশ করিতেছে ।

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

বসন্তরাগ ॥

স্বধাময় বৃন্দাবন ভুবনের সার । নয়ন ভরিয়া সখা দেখ
একবার ॥ দেখিয়া তোমার রূপ ভাবের আবেশে । ফুল
ফল ছলে মোর বৃন্দাবন হাসে ॥ দেখিতে তোমার সনে মনে
করে সাধ । মলয় পবন ছলে করে উচ্চ নাদ ॥ চঞ্চল পল্লব

সুখয়তু গজপতিরুদ্ধ-মনোহরনন্দিনমিদমভিধানং ।

রামানন্দরায়-কবি-রচিতং রসিকজনং সুবিধানং ॥ ২৮ ॥

সখে অতিমধুরোহয়ং কোকিলানাং রবঃ ॥ ২৯ ॥

বিদু । ভো বয়স্ তুজ্জ বংশীএ রও ইদো বি মছরো । তদো
বি অক্ষাণং কণ্ঠরও তা তুএ বংশীবাদিতঅতু মএ বি কণ্ঠরও
কাদবেবা ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণঃ । যদভিরুচিতং বয়স্মায়েতি বংশীং বাদয়ন্তে ॥ ৩১ ॥

ভো বয়স্য তব বংশ্য রব ইতোহপি মধুরঃ । ততোহপি অস্মাকং কণ্ঠরবঃ ।
তস্মাৎ ত্বয়া বংশী বাদ্যতাং ময়াপি কণ্ঠরবঃ কৰ্ত্তব্যঃ ॥ ৩০ ॥

অতএব হে বয়স্য ! পৃথ্বীতলে বৃন্দাবনই রমণীয় । রামানন্দ-
রায় বিরচিত এই সঙ্গীত যাহা গজপতি প্রতাপরুদ্ধের মনো-
রম, তাহা রসিকজনকে নিরতিশয় সুখ প্রদান করুক ॥ ২৮ ॥

সখে ! এই কোকিল সকলের কি সুমধুর রব ! ॥ ২৯ ॥

বিদু । বয়স্য ! তোমার বংশীরব ইহা অপেক্ষাও মধুর ।

তদপেক্ষা আবার আমার কণ্ঠস্বর অতি মনোহর, অতএব
তুমি বংশীবাদ্য কর, আমিও কণ্ঠরব করি ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণ । বয়স্য ! তোমার যাহা অভিরুচি । এই বলিয়া
বংশীবাদ্য করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

করে ডাকে বারে বারে । নৃত্য করিবারে বলে কোকিলের
স্বরে ॥ নিখিল ভুবন সার বিপিন আমার । নয়ন ভরিয়া সখা
দেখ একবার ॥ ২৮ ॥

বিদু। ভো সুদো দে বংশীরও মমাবি কণ্ঠরও স্রুণীঅছু ।

ইতি (মুখবৈকৃত্য) পরুবাং নদতি ॥ ৩২ ॥

(তরুশিখরানবলোক্য) ভো জিদং অন্ধেহিং তুজ্ব
বংশীএ রএহিং এদে দাসীএ পুত্রআ কোইলা নিহদং টিদা ।
মহ উণ কণ্ঠরএহিং কাহিং বি পলাইদা । তা বঅস্
মা গব্বেদা দে হোহু ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণ । সখে পশ্য পশ্য কেনাপ্যকরণেন ভগ্যানি নবামশোক-
পল্লবানি চেতঃ খেদয়ন্তি ॥ ৩৪ ॥

শ্রুতন্তে বংগাঃ রবঃ মমাপি কণ্ঠরবঃ শ্রুতভাং ॥ ৩২ ॥

জিতমস্মাভিঃ তব বংশ্য রবৈবেরেত দাস্যঃ পুত্রকাঃ কোকিলা নিভৃতং স্থিতাঃ
মম পুনঃ কণ্ঠরবৈঃ কুত্রাপি পদারিতাঃ তং বরচ্ছ মা গর্হন্তে ভবতু ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

বিদু। অহে ! তোমার বংশীরব শুনিলাম, আমারও একবার
কণ্ঠস্বর শ্রবণ কর। এই বলিয়া বিকটাকার মুখে
চিৎকার করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

(পরে বৃক্ষের অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া) সখে ! দেখ দেখ
আমাদেরই জয় হইল, যে সকল দাসীপুত্র কোকিল তোমার
বংশীরবে আপনাদিগকে পরাজিত মানিয়া নিলীন ছিল, তাহা-
রাই আবার আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া কে কোথায় পলায়ন
করিল, অতএব হে সখে ! তোমার আর গর্বেের কারণ
নাই ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণ । সখে ! দেখ দেখ কোন্ অকরণ ব্যক্তি এই সকল
অশোকপল্লব ভগ্ন করিল দেখিয়াই আমার চিত্ত অতিশয়
ব্যথিত হইতেছে ॥ ৩৪ ॥

বিদু । ভো বয়স্য হৃদং মএ দাসীএ ধীদাও গোবীআও এথ
কুসুম্মাণি আহরন্তি (সপরিহাসং) তুম্মিপি তদো জ্জিব
এদং বৃন্দাবণং ন মুঞ্চসি ॥ ৩৫ ॥

নেপথ্যে ।

বৃন্দাবনে বিহরতো মধুনূদনশ্চ
বেণুশ্বনং শ্রুতিপুটেন নিগীয় কাম্বঃ ।
উদ্যম্মানোজশিথিলীকৃতগাঢ়লজ্জা
রাধা বিবেশ কুতূকেন সখীকদম্বং ॥ ৩৬ ॥
গোণ্ডকিরীরাগেণ ।
কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতং ।

বয়স্য শ্রুতং ময়া দাস্তা পুত্রিকা গোপিকা অত্র কুসুম্মাণি আহরন্তি ।
ত্বমপি তত এব ইদং বৃন্দাবনং ন মুঞ্চসি ॥ ৩৫ ॥

বিদু । বয়স্য ! আমি শ্রুত হইলাম, দাসীপুত্রী গোপিকা
সকল এখানে আসিয়া কুসুমচয়ন করে । (সপরিহাসে)
বুঝিলাম, তুমিও এই কারণে বৃন্দাবন ত্যাগ কর না ॥ ৩৫ ॥
(নেপথ্যে ।)

এদিকে বৃন্দাবনে বিহারশীল মধুনূদনের নুরলীধ্বনি কর্ণা-
ঞ্জলি দ্বারা পান করাতে শ্রীরাধার হৃচ্ছয় (কন্দর্প) জাগরুক
হইল এবং তন্নিবন্ধন তিনি কুতূহল বশতঃ গাঢ়লজ্জা বিসর্জন
দিয়া সখীগুণীতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

গোণ্ডকিরীরাগ ।

অনন্তর ক্ষণে ক্ষণে কন্দর্পবাধায় আক্রান্ত হইয়া শ্রীরাধা

পঙ্কজমিব মৃদুমারুতচলিতং ॥
 কেলিবিপিনং প্রবিশতি রাধা ।
 প্রতিপদসমুদিত-গনসিজবাণা ॥ ৩৬ ॥
 বিনিদধতী মৃদুমহুরপাদং ।
 রচয়তি তুঙ্গরগতিমনুবাদং ॥
 জনয়তু রুদ্রগজাধিপমুদিতং ।
 রামানন্দরায়কবিগদিতং ॥ ৩৭ ॥

মৃদু পবন চঞ্চলিত পঙ্কজের ন্যায় দিকে দিকে দৃষ্টিপাত এবং
 মত্ত করীন্দ্র ভুল্য মহুরপাদ বিক্লেপ করত ক্রীড়াকাননে
 আসিয়া প্রবেশ করিলেন । রামানন্দরায় বিরচিত এই সঙ্গীত
 গজপতি প্রতাপরুদ্রের চিত্তে আনন্দ বিস্তার করুক ॥ ৩৭ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

গান্ধার রাগ ।

চললি ব্রজমোহিনী ধনী কুঞ্জরবর গমনী । কেলি বিপিনে
 সাজলি রঙ্গ সঙ্গ বরজরমণী ॥ ৩৮ ॥ মদন আতপে পুলক
 অঙ্গ, নব অনুরাগে প্রেমতরঙ্গ, চঞ্চলযুগনয়নী ॥ কবরীমণ্ডিত
 মালতীমাল, নবজলধরে তড়িত জাল, শ্বকিত চকিত অমনি ।
 বদনমণ্ডল শরদচন্দ্র, মদনের মনে লাগিল ধন্দ, নিখিল ভুবন-
 মোহিনী ॥ নীল বসন রতন ভূষণ, মণিময় হার দোলয়ে সঘন,
 কটিতে বাজে কিঙ্কিনী । চরণকমলে মাতল ভঙ্গ, মধুপান
 করি না ছারে সঙ্গ, সদা করে গুণ গুণ ধ্বনি ॥ চকিত যুগল
 নয়নপন্দ, খঞ্জন মনে লাগল ধ্বন্দ, চম্পক কাঞ্চন বরণী ।
 হেলিয়া ছুলিয়া চললি রঙ্গ, নব নব নব নাগরী সঙ্গ, লোচন
 মনরঞ্জনী ॥ ৩৭ ॥

বিদু। (কর্ণ দ্বা) ভো স্মৃষ্টু মএ জানিদং ।

কৃষ্ণঃ । কিং ।

বিদু। মং জ্জৈব পুচ্ছসি ॥ ৩৮ ॥

ততঃ ২৭ বিশতি সখীভিরনুগম্যমানা রাধিকা মদনিকা

বনদেবতা চ ॥

বিদু। (পুরতোহবলোক্য) ভো বরদগ্গ পেক্খা পেক্খা
কেগাবি ইন্দ্রজালিএণ সৎচালিদো কণ্ঠ পুত্তলিকা গিঅর
ইপ জ্জৈব আঅচ্ছদি । ত্বা এদং একং গেহ্লিঅ পলা-
ইসুং মম দরিদ্র বড়ুঅনুং এদাএ জ্জৈব বিদাংদা

স্মৃষ্টু নয়া জাতং । নামেব পৃচ্ছসি ॥ ৩৮ ॥

বরদ পশু পশু কেনাপি ইন্দ্রজালিকেন সংস্পৃষ্টঃ কনকপুত্তলিকানিকর
ইত এব আগচ্ছতি । তত ইত একাঃ পৃথীক্কা পলায়িত্বা মম দরিদ্রবটুকশ্চ

বিদু। (কর্ণ পাতিয়া) অহে ! আমি ভানরূপে জানিতে
পারিলাম ।

কৃষ্ণ । কি জানিলে ?

বিদু। আনাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছ ? ॥ ৩৮ ॥

ইত্যনন্তে সখীগণ সঙ্গে করিয়া স্ত্রীরাম মদনিকা ও
বনদেবী এই তিনজন আসিয়া প্রবেশ করিলেন ॥

বিদু। (অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া) বরদ ! দেখ দেখ কোন
ইন্দ্রজালিক এই সকল স্বর্ণপুত্তলিকা ছাড়িয়া দিয়াছে ।

ইহারা যে এই খানেই আসিতেছে ? অতএব এই স্থান
হইতেই একটি লইয়া পলায়ন করি । সখে ! আমি

ছবিমুন্দ । ইতি স্বৈরং স্বৈরং পৰ্ত্তুগুপনপতি ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণঃ । ধিগ্ধূৰ্খ নারং কনকপুতলিকানিকরঃ কিন্তু গোপী-
কদম্বকম্বিদং ॥ ৪০ ॥

বিদু । (নিরুপ্য বিহস্য) ভৃষ্ঠু ভূএ তক্বিদং তা ফলিদং দে
বুন্দাঅগাগমনং ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণঃ । ধিগ্ধূৰ্খ কিং কনং মম বুন্দাবনাগমনশ্চ ।

বিদু । এদাণং দাসীএ দীদানং সমাদাদো বুন্দাঅগগঅপল্লবাণং
পড়িমানং তি ভণাসি ॥ ৪২ ॥

এতঃস্বর কৃতার্থতা ভবিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥

স্বই স্বরা তর্কিতং তস্যং ফলিতং তে বুন্দাবনাগমনং ॥ ৪১ ॥

এতানং দাস্যঃ পুত্রিকাণাং সকাশাব্দাবননবপদ্বানাং প্রতিপালনমিতি
ভণাসি ॥ ৪২ ॥

দরিদ্র আকনবালক, একটী পাইলেই কৃতার্থ হইব । এই
বলিয়া বীরে বীরে ধরিতে চলিলেন ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণ । অরে দুৰ্খ ! এ সকল কনকপুতলিকা নয়, ইহার
গোপীবৃন্দ ॥ ৪০ ॥

বিদু । (স্থির করিয়া হাঁসবদনে) বয়স্য ! ভাল-নিশ্চয়
করিয়াছ, তোমারই বৃন্দাবনে আসা সফল হইল ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণ । অরে দুৰ্খ ! আমার বৃন্দাবন আগমনের কি ফল
হইল ?

বিদু । সখে ! এই সকল দাসীপুত্রিকা গোপিকা হইতেই
বৃন্দাবনের নবপত্রব গুলি প্রতিপালন হইতেছে, ইহাই
বলিতেছি ॥ ৪২ ॥

রাধা । (পুরতোহবলোক্য) অজ্ঞে মঅগিএ কো এসো
 নীলুপ্পলদলকোমলচ্ছই কণঅগিঅরবিচ্ছবসণো ঈসিঅ
 অলম্বিঅ কন্ধরং মহুরমহুরং বেণুং বাদেই ॥ ৪৩ ॥

মদ । সখি ন জানাসি যস্তব ময়া কথিতঃ ।

সোহয়ং যুবা যুবতিচিভবিহঙ্গশার্থী
 সাক্ষাদিব স্ফুরতি পঞ্চশরো মুকুন্দঃ ।

আর্যো মদনিকে ক এষ নীলোৎপলকোমলচ্ছবিঃ কনকনিকরসদৃশবসনঃ
 ঈষদবলম্বিতকন্ধরং মধুরমধুরং বেণুং বাদয়তি ॥ ৪৩ ॥

রাধা । (অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া) আর্যো মদনিকে ! ঐ যে
 স্নকোমল নীলোৎপলকান্তি পুরুষটী দেখিতেছ, যিনি
 কনকরাশি-সদৃশ বসন পরিধান করিয়া স্বীয় কন্ধরদেশে
 ঈষৎ অবলম্বিত বংশীর মধুর মধুর বাদ্য করিতেছেন,
 ইনি কে ? ॥ ৪৩ ॥

মদ । সখি ! জান না, আগি যাঁহার নাম করিয়াছিলাম,
 ইনি সেই যুবা, যুবতিগণের চিত্ত-বিহঙ্গ ইহাঁকেই তরু
 জ্ঞানে আশ্রয় করিয়াছে, ইহাঁর নাম মুকুন্দ, সাক্ষাৎ

লোচনদান ঠাকুরের গীত ।

মালব শ্রীরাগ ।

সখি কেও নাগর, রসের সাগর, দাঁড়ায়ে অশোক মূলে ।
 সেরূপ লহরী, লাবণ্য মাধুরী, হেরিয়া নয়ন ভুলে ॥ নীল
 উপতল, দল স্নকোমল, জিনিয়া বরণ শোভা । দলিত কাঞ্চন,
 জিনিয়া বসন, কুলবতী মনোলোভা ॥ নব নব মালা, শশি

যস্মিন্ গতে নয়নয়োঃ পথি স্তন্দরীণাং

নীবিঃ স্বয়ং শিখিলভামুপযাতি সদ্যঃ ॥ ৪৪ ॥

কন্দর্পরূপে বিরাজ করিতেছেন । ইনি নয়নগোচর
হইলে তৎক্ষণাৎ স্তন্দরীহৃন্দের নীবি (বস্ত্রবন্ধন রজ্জু)
আপনা হইতেই খাসিয়া পড়ে ॥ ৪৪ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

ষোলকলা, গাঁগিয়া দিয়াছে গলে । হাসির হিল্লোলে, নাসি-
কার তলে, সঘনে নুকুতা দোলে ॥ চঞ্চল নয়ন, কামের সন্ধান,
যাহার মরমে হানে । তাহার ভরম, ধরম সরম, সব দূরে যায়
মেনে ॥ জ্ববেণে কুণ্ডল, করে বালমল, সঘনে কাম্পত চূড়ে ।
তাহার উপার, ভ্রমরা ভ্রমরা, মুলোভে বৈশে উড়ে ॥ ত্রিভঙ্গ
হইয়া, করে বেণু লঞা, মধুর মধুর বায় । লোচন বচন, ভুবন-
মোহন, সেই শ্যামচাঁদ রায় ॥

ধানশ্রী রাগ ।

এ কথা শুনিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, মদনিকা কয় বাণী ।
যার গুণাগুণ, তোমার সদন, সতত বালিল ধ্বনি । সেই সে
নাগর, রূপের সাগর, নয়নে দেখিলে এবে । দেখ নয়ন ভরি,
ওরূপ মাধুরী, সব ছুঃখ দূরে যাবে ॥ সেই সে নাগর, রসের
সাগর এবটে কনপশাখী । এ তরুর ডাণ্ডে, বৈশে কুতূহলে,
যুবতিহৃদয়পাখী ॥ এই নটবর, পরম স্তন্দর, কিবা সে সাক্ষাৎ
কাম । কিবা রসময়, কি মাধুরী হয়, কিবা সে গুণের ধাম ॥
ওরূপ মধুর, নয়নে যাহার, লাগয়ে পরাণ সাথ । সেই নারী-

কৃষ্ণঃ । (মনাগবলোক্য স্বগতং) অহো শুভসময় জাতং
কস্মচ্চিদ্বস্তনঃ ॥ ৪৫ ॥

তথাহি ।

যদপি ন কলং নিশাকরো বা

ভবতি মুখপ্রতিনো হৃগেক্ষণায়াঃ ।

রচয়তি ন তথাপি জাতু ভাষ্য-

মুপাংগতিরনুপাদে পদং যদস্ম ॥ ৪৬ ॥

কৃষ্ণ । জীরাধাকে (জিহ্বা অবলোকন করিয়া মনে মনে)
অহো ! এই বস্তুটী কি শুভক্ষণে জন্মিয়াছে ॥ ৪৫ ॥

তথাহি ॥

যদিচ এই হৃগেক্ষণের বদনসদৃশ কল ও নিশানাথ না
হউক, তথাপি ঐ দুই ব্যক্তিরেকে অথ একটী এ মুখের উপমা
স্থল বলিয়া নির্গিত হয় নাই ॥ ৪৬ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

গণ, নীবির বন্ধন, সহজে শিথিল দেখি ॥ হৃদয়ে বাহার, লাগে
একবার, তার কুল শীল নাশে । সেরূপ তরঙ্গে, মগন হইয়া,
লোচন প্রেমেতে ভাসে ॥ ৪৪ ॥

যথারাগ ।

অতুল রূপের রাই, তুলনা দিবার নাই, নিখিল ভুবনে
নাহি সীমা । হেন বস্তু ত্রিভুবনে, নাহি কৈল বিস্মজনে, এ
রূপের কি দিব উপমা ॥ কিন্তু শুভক্ষণ জাত, পদ্য আর নিশা-
নাথ, সেই এই মুখ তুল্য নয় । তা বিনা তুলনা স্থান, নাহি

বিদু। জাগিৎ ন এ দাসী এ দীনা এহিঃ গোবিআহিঃ উকৃষ্টিদ-
 হিঅও সংবৃত্তোভবঃ । তা এহি এদাগং দংশনপথাদো
 গদুঅ সিহরিণীহিঃ রসানীহিঃ বি অশ্রাণং নিব্বুদং করেম্ম ।
 পেক্খ মজ্জাবাণো জাদো ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণঃ । সখে সন্মাতপলান্ধ ইং ॥ ৪৮ ॥

তথাহি ।

কথমিব পরিপিত্তা বোমানমাত্ৰ প্রায়াহুঃ

জাতং ময়া দাশ্যঃ পুরীতিগোপিকাকৃষ্ণকৃষ্টিতহদয়ঃ সংবৃত্তো ভবান ।
 তস্মাৎ এহি এতাবাৎ কণীমপণ্যং গৃহ্য শিহরিণীভিঃ রসাদাভিরপি আত্মানং
 নিবৃত্তং কৃষ্ণঃ । পশু মজ্জাবাণো জাতঃ ॥ ৪৭ ॥

বিদু। সখে! জানিলাম, এই সকল দাসীপুত্ৰী গোপিকা
 কর্তৃকই তুমি উৎকৃষ্টিত হৃদয় হইয়াছ? অতএব আইস,
 এই সকল দাসীপুত্ৰী গোপিকাদিগের দৃষ্টিপথ হইতে
 যাইয়া শিখরিণী রসান্না পান করত আপনার আত্মাকে
 পরিতৃপ্ত করি। ঐ দেখ মধ্যাহ্ন হইল ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণ। সখে! ভাল লক্ষ্য করিয়াছ ॥ ৪৮ ॥

তথাহি ।

ঐ যে সূর্য্যাদেব গগনমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

আর বর্তমান, এই হেতু শুভ অতিশয় ॥ এতেক বিচারি কৃষ্ণ,
 হইলেন সতৃষ্ণ, প্রেমজল বহে ছুনয়নে । ভাবে ভ্রঙ্গ গদগদ,
 অশ্রুকম্প সনিষাদ, এ দাস লোচনের রস ভিণে ॥ ৪৬ ॥

যদিহ গলিতবেগা বাজিনো যুয়মিখং ।

ইতি বিততকরান্তঃ সন্মুপালঙ্কুমশ্বান্

গগননিব মিমীতে মধ্যমধ্যাস্ত ভানুঃ ॥ ৪৯ ॥

বিদু। (আকুঞ্চিত লোচনশিচরং নিরীক্ষ্য) বয়স্ মএবি
বল্লিদবে। রইমগুলো। আরোবিঅ চক্রভমিং ভমিদো
জহ বিস্ কস্মণা সূরো। অজ্জবি তহ সকারং ভমিদং রই
মগুলোং তকেমি ॥ ৫০ ॥

মদ। সখি চিরবিহারপরিশ্রান্তাসি তদেহি গচ্ছাব ইতি ।

বয়স্ ময়্যপি বর্ণয়িতব্যো রবিসগুলোং আরোপ্য চক্রভমিং ভমিতো যং
বিশ্বকর্মা সূর্য্যঃ । অদ্যপি তস্ম সংদারভ্রমিতং রবিসগুলোং তর্কয়ামি ॥ ৫০ ॥

আপনার পরিশ্রান্ত অশ্বদিগকে “অহে বাজিবল্লভ ! তোমরা
কি এই ব্যোমমাত্র পরিভ্রমণ করিয়াই ক্লান্ত হইলে ? তোমা-
দের গতি যে স্থলিত দেখিতেছি ?” এই বলিয়া তিরস্কার
করিবার নিমিত্তই যেন আপনার বাহুদ্বয় বিস্তার করিয়া গগন-
মণ্ডলের পরিমাণ করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥

বিদু। (সঙ্কুচিত নেত্রে বহুক্ষণ যাবৎ গগনের দিকে দৃষ্টিপাত
করিয়া) বয়স্ ! আমিও রবিসগুলোর বর্ণন করিতেছি ।
দেখ দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা সূর্য্যমণ্ডলকে চক্র ভ্রমিতে
(ঝুঁদে) আরোপণ করিয়া ঘুরাইয়াছিলেন, তাহাতেই
সেই সংস্কারবশতঃ ইনি অদ্যপি ঘুরিতেছেন । ইহাই
অনুমান হয় ॥ ৫০ ॥

মদ। (শ্রীরাধাকে কহিলেন) সখি ! বহুক্ষণ যাবৎ ক্রীড়া

নিব্রুতান্তাঃ সর্কে ॥ ৫১ ॥

॥ * ॥ ইতি পূর্বরাগো নাম প্রথমোহঙ্কঃ ॥ ১ ॥ * ॥

করায় পরিশ্রান্তা হইয়াছ, আইস আগরা গমন করি ।

এই বলিয়া সকলের প্রস্থান ॥ ৫১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরাঘনানারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিত জগন্নাথ-
বল্লভ নাটকে পূর্বরাগ নাম প্রথমঙ্ক ॥ * ॥

— ০ঃ*ঃ০ —

জগন্নাথবল্লভ নাটকঃ ।

দ্বিতীয়ঃ ।

ততঃ প্রবিশতি মদনিকা ।

মদ । (পুরতোহিবলোক্য) কথনিয়মশোকমঞ্জরী ॥ ১ ॥

অশোক । দেই বন্দিজ্জসি । গহিদকড্জভারব কিম্পি

চিস্তঅন্তী কহিং পথিদাসি ॥ ২ ॥

মদ । বচ্ছে মহতী খন্নিয়ং বার্তা ॥ ৩ ॥

অশোক । কথম্বিঅ ॥ ৪ ॥

দেবি বন্দাসে । গৃহীতকার্য্যভারব কিমপি চিস্তয়ন্তী কুত্র প্রস্থিতাসি ॥ ২ ॥

বৎসে ॥ ৩ ॥

কথমিব ॥ ৪ ॥

অনন্তর মদনিকার প্রবেশ ।

মদ । (অগ্রে অবলোকন করিয়া) এই যে অশোকমঞ্জরী
আসিতেছে ? ॥ ১ ॥

অশোক । দেবি । বন্দনা করি, কার্য্যভার-গৃহীত-ব্যক্তির ন্যায়
কোন চিন্তা করিতে করিতে কোথা যাইতেছেন ? ॥ ২ ॥

মদ । বৎসে ! এ কথা অতিগুরুতর ॥ ৩ ॥

অশোক । সে কি প্রকার ? ॥ ৪ ॥

মদ । বচ্ছে ন জানাসি প্রিয়সখীঃ রাধামাদায় কুসুমবিহারার্থং
গতাঃ স্ম ॥ ৫ ॥

অশোক । অথ ইং তথ ॥ ৬ ॥

মদ । তত্রাশোকতরুণলে তয়া লোচনাতিথিকৃতোহয়ং
মুকুন্দঃ ॥ ৭ ॥

অশোক । এ কথু বিলসিতং কিমপি কুসুমাউহেণ ॥ ৮ ॥

মদ । অথ কিং ॥ ৯ ॥

অশোক । তা এষ কিং পড়িবধ্বং তথ ভোদীত্র ॥ ১০ ॥

অথ কিং তত্র ॥ ৬ ॥

ন থলু বিনসিতং কিমপি কুসুমাউহেণ ॥ ৮ ॥

তস্মাদত্র কিং প্রতিপন্নং ভবত্য ॥ ১০ ॥

মদ । বাছা ! তুমি জান না ! প্রিয়সখী শ্রীরাধাকে সঙ্গে
লইয়া পুষ্পোদ্যানের গিয়াছিলাম ॥ ৫ ॥

অশোক । তাহাতে কি হইল ? ॥ ৬ ॥

মদ । সেখানে অশোকতরুতলে নন্দতনয় বসিয়াছিলেন,
দৈবাৎ আমার প্রিয়সখীর নয়নপথে পতিত হইলেন ॥ ৭ ॥

অশো । কুসুমাউহ (কন্দর্প) কোন বিলাস কি প্রকাশ করেন
নাই ? ॥ ৮ ॥

মদ । করেছেন বই কি ? ॥ ৯ ॥

অশোক । অতএব আপনি এবিষয়ে কি প্রতিপন্ন করিয়া-
ছেন ? ॥ ১০ ॥

মদ । অয়ি সরলে অত্রাপি প্রস্টব্যাস্মি ॥ ১১ ॥

অশোক । অগ্নুসরিদবো নুউন্দো ॥ ১২ ॥

মদ । অথ কিং ॥ ১৩ ॥

অশো । অথ কথং তাএ লজ্জাতরলাএ হিঅসং তুএ ণাদং ॥ ১৪ ॥

মদ । বচ্ছে তাবদেব ত্রপাবর্গ বাণানাং হৃদয়ে স্থিরং ।

যাবদ্বিমবানশ্য ন পতন্তি শিনীমুখাঃ ॥ ১৫ ॥

অশোক । তহবি কিং তাএ জেহা ক্ষুটীকিদং তুন্নেহিং বা

অগ্নুমিদং ॥ ১৬ ॥

অগ্নুসরিদবো নুউন্দো ॥ ১২ ॥

অথ কথং তস্য লজ্জাতরলাঃ হৃদয়ে তত্র জাতং ॥ ১৪ ॥

বৎসে ॥ ১৫ ॥

তথাপি কিং তত্রৈব ক্ষুটীকৃতং যুগ্মভির্বা অগ্নুদিতং ॥ ১৬ ॥

মদ । অয়ি সরলে ! এই খানেই জিজ্ঞাসা করিতেছ ? ॥ ১১ ॥

অশো । আপনি কি এক্ষণে যুকুন্দের নিকট যাচ্ছেন ? ॥ ১২ ॥

মদ । হাঁ বাছা ॥ ১৩ ॥

অশো । আপনি কি করিয়া লজ্জাতরলা ক্রীরাধার হৃদিকার

জান্তে পারিলেন ? ॥ ১৪ ॥

মদ । বাছা ! যাবৎ পুষ্পধনুর (কন্দর্পের) বিমল-শর হৃদয়া-

কাশে অবকাশ না পায়, তাবৎকালই বালারমণীদিগের

হৃদয়ে লজ্জাকবচ স্থির থাকে ॥ ১৫ ॥

অশো । তবু আপনার নিকট ক্রীরাধা কি মানস প্রকাশ

করিলেন এবং আপনারই বা কি অনুভব হইল ? ॥ ১৬ ॥

মদ । ময়েবানুমিতং ॥ ১৭ ॥

অশোক । কথং বিদ্মঃ ॥ ১৮ ॥

মদ । শশিনি নয়নপাতে। নাদরানুগদানাং

রুতমনুচ পিকানাং কর্ণরোধচ্ছলেন ।

প্রতিবচনমপার্থং যৎ সখীনাং কথাস্ত্ৰ

স্বরবিলসিতমস্ত্যাস্তেন কিঞ্চিৎ প্রতীতং ॥ ১৯ ॥

কথমিহ ॥ ১৮ ॥

তেন হেতুনঃ ॥ ১৯ ॥

মদ । বাছা ! আমিই অনুভব করিয়াছি ॥ ১৭ ॥

অশো । কি প্রকার ? ॥ ১৮ ॥

মদ । শ্রীরাধা চন্দের প্রতি নেত্রপাত করিতে অমাদর করি-

তেছেন, মদমত্ত কোকিলের কলধ্বনি শুনিয়া ছলপূর্বক

কর্ণরোধ করিতেছেন । সখীগণ কোন কথা জিজ্ঞাসা

করিলে তাহার বিপরীত প্রত্যুত্তর দিতেছেন, অতএব এই

সকল কারণেই তাঁহার হৃদিকার অনুভব হইতেছে ॥ ১৯ ॥

নোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

সিন্ধুরা রাগ ।

সখি ! কি কব সে সব কথা । রাধার অন্তর হয় জ্বর জ্বর
পাইয়া সে সব বাণী ॥ ধ্রু ॥

সেই সে অবলা, হৃৎভানুবালা, কখন না জানে দুখ ।
তার দুখ দেখি, শুন প্রাণসখি, বিদরে আমার বুক ॥ না
করে আদর, হেরি শশধর, দেখিলে মুদয়ে আঁখি । শুনি
পিকবাণী, কর্ণে দিয়া পাণি, ছল করি রোদে দেখি ॥ সখীর

গান্ধার রাগেণ ।

হরিহর চন্দনগারুত-পিকরুতমনুতনুরতনু-বিকারঃ ।

তিরয়িতুমিব সা কতি কতি সহসা রচয়তি ন শিশুবিহারঃ ॥ ১ ॥

উপনতমনসিজবাধা । অভিনবভাবভরানপি দধতী শিব-
শিব সীদতি রাধা ॥ ধ্রু ॥

অবিধয়-নিশ্চল-নয়নযুগল-গলদধুকগাননুবারঃ ।

হরিহরিত্যব্যয়ং খেদে বর্ততে ॥ ১ ॥

শিবশিবিত্যব্যয়ং খেদে বর্ততে ॥ ২ ॥

গান্ধার রাগ ।

আহা ! সেই ক্ষীণাগ্রীর্ণ চন্দনতরুসংসর্গি মলয়ানিলের
সংস্পর্শ ও কোকিলের কলনাদ শ্রবণ করায় যে কন্দর্পবিকার
আবির্ভাব হইতেছে, তাহা তিরোহিত করিবার নিমিত্ত তিনি
সহসা কত কত না বালচেষ্টা বিস্তার করিতেছেন ॥ ১ ॥

হায় ! ঐ কন্দর্প বাধান্বিতা শ্রীরাদা অভিনব ভাব সকল
সম্পোপনার্থ কতই না খেদান্বিতা হইতেছেন, হরিহরি !
ঊঁহার অবিরল নিশ্চল নয়নযুগল হইতে বারম্বার যে অম্লকণা

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

বসনে, থাকে অশ্রু মনে, ডাকিলে না কয় কথা । উত্তরে উত্তর,
কহে কথান্তর, চিত আদোষিত তথা ॥ অতএব শুন, মদন
বেদন, জানিলাম অনুমানে । তার দুখ দেখি, প্রাণ কঁাদে
সপি, এ দাস লোচন ভণে ॥ ১৯ ॥

কর্ণটি রাগ ।

কি কহব রে সখি মনসিজবাধা । নব নব ভাবভরে তনু
পুংগবিত শিবশিব জপতহি রাধা ॥ ধ্রু ॥

রহসি হঠাৎপযাতি সখীমনুরচয়তি সৌহৃদসারং ॥ ২ ॥

গজপতিরুদ্ধ-মনোহরমহরহরিদমনুরসিকসমাজং ।

রামানন্দরায়কবিভণিরং বিহরতু হরিপদভাজং । ৩ ॥ ২০ ॥

মদ । স্বং পুনঃ কুত্র প্রস্থিতাসি ॥ ২১ ॥

অশো । অহং পি তাএ ভণিদা সহি অহিণঅ-পউমদল-সেজ্জা

অহমপি তয়্য ভণিতা সখি অভিনবপদদলশয্যাপাখুৎসুকাস্মি তস্মাদুপ-

বিগলিত হইতেছে, তাহাই সম্বরণ করিবার জন্য হঠাৎ নির্জন প্রদেশে গিয়া সখীজনের প্রতি অতিশয় প্রীতি প্রকাশ করিতেছেন ॥ ২ ॥

রামানন্দরায় কবি বর্ণিত সঙ্গীত যাহা গজপতি প্রতাপ-রুদ্ধের মনোহর তাহা হরিতরঙ্গপরায়ণ রসিকজনসমাজে নিরন্তর বিহার করুক । ৩ ॥ ২০ ॥

মদ । তুমি আবার কোথা যাইতেছ ? ॥ ২১ ॥

অশো । আমাকে ক্রীরাধা আজ্ঞা করিয়াছেন ?

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

শীতল-চন্দন-পরসে সমাকুল পিকরুতে শ্রবণহি ঝাপ ।
মলয়সমীর পরসে হই জ্বর জ্বর থর থর নিশি দিশি কাঁপ ॥
অলিকুল গান শুনি বরনাগরী উথলত মদনবিকার । গুরু-
পরিবাদ গোপত লাগি নাগরী রচয়তি বালকবিহার ॥ নয়ন-
যুগলে গল বারি নিরন্তর বামরু বদন সরোজে । তিমির-
তিরোহিত নিভৃত নিকেতনে চিন্তাই ব্রজকুলরাজে ॥ রায়িক
বদন বেদন হেরি সুন্দরি ফাটত হৃদয় হামারি । পামরি
লোচনদাস মরি যায়ব সো দুখ সহই না পারি ॥ ২০ ॥

পঙ্কজসুঅঙ্গি তা উবণে হি তাবিসাইং পউমদলাইং অদো
উদখং পখিদাঙ্গি ॥ ২২ ॥

মদ । (স্বগতং) অয়ে অতিনিষ্ঠুরং বিলসতি পুষ্পচাপঃ শ্রুতং
ময়া ।

স। দক্ষিণানিল-কুহুরুত-ভৃঙ্গনাদ-

ব্যাঙ্কুস্তমাগদনা সূচিরং বিচার্যং ।

কিঞ্চিৎ সখীং শশিমুখীং স্মৃখী বিবিক্তে

পর্য্যাকুলাক্ষরমিদং নিজগাদ রাধা ॥ ২৩ ॥

তোড়ী বরাড়ী রাগেণ ।

বিদলিত-সরসিজ-দলচয়-শয়নে ।

বারিত-সকল-সখীজননয়নে ॥

নয় তাদৃশানি পদ্মদলানি অতন্তদর্থং প্রস্থিত্যস্মি ॥ ২২ ॥

“সখি ! আজ আমার অভিনব কমলদলের শয্যায় শয়ন
করিতে ইচ্ছা হইতেছে অতএব সেই প্রকার সুকোমল কমল-
দল লইয়া আইস” এ কারণ যাইতেছি ॥ ২২ ॥

মদ । (স্বগত অর্থাৎ মনে মনে) অহো ! পঞ্চশর কি নিষ্ঠুর-
রূপে বিলাস করিতেছে । আমি শুনিয়াছি শ্রীরাধা দক্ষি-
ণানিল, কুহুরব ও ভৃঙ্গনাদে প্রোদীপ্ত মদনাতুরা হইয়াছেন
এবং বহুকণ যাবৎ বিচার করিয়া পরে আপনার কোন
শশিমুখী সখীকে নির্জনে গদগদবাক্যে এই বলিয়াছেন ॥২৩

তোড়ী বরাড়ী রাগ ।

সখি শশিমুখি ! সখীগণের নেত্রপাত না হয় এমনরূপে

বলতি মনো মম সত্বরবচনে ।

পূরয় কামমিমং শশিবদনে ॥ ২ ॥

অভিনব-বিষ-কিশলয়চয়-বলয়ে ।

মলয়জরস-পরিষেবিত-নিলয়ে ॥ ৩ ॥

সুখয়তু রুদ্রগজাদিপচিভং ।

রামানন্দরায়কবিভণিতং ॥ ৩ ॥ ২৪ ॥

বিকশিত শতদলের দলসমূহে একটী উৎকৃষ্ট শয্যা সত্বর রচনা করিতে আমার মম অভিষয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু যে গৃহে শয়নস্থান নির্মাণ হইবে সেখানে যেন অভিনব কমল সকলের দলসংযুক্ত থাকে এবং তাহাতে যেন দক্ষিণসমীরণের মন্দ মন্দ সঞ্চার হয়, অতএব হে সখি ! তুমি আমার এই বাসনাটি পূর্ণ কর । কবির রামানন্দ রায় বর্ণিত এই সঙ্গীত গজপতি প্রতাপরুদ্রের চিহ্নে সুখ বিস্তার করুক ॥ ৩ ॥ ২৪ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

তোড়ী রাগ ।

আর নিবেদন, চন্দ্রাসখি শুন, পুরাও মোর মন কাম ।
শয়নমন্দিরে, আনহ সত্বরে প্রফুল্ল নলিনীদাম ॥ ৩ ॥

গোপত করিয়া, শেষ বিছাইয়া, দেহ না স্নন্দরি মোরে ।
যেন অণুজনে, না হেরে নয়নে, বিরলে বলিল তোরে ॥
মন্দির মাঝারে, মলয়জনীরে, সেচন করলো ধনি । না কর
বিলম্ব, কুসুম কদম্ব, শীঘ্র দেহ মোরে আনি ॥ ৩ ॥ ২৪ ॥

[৬]

মদ । সাধয় শিবাঃ সন্ত তে পস্থানঃ । অহমপি মুকুন্দ-
মনুসরিষ্যাগি ॥ ২৫ ॥

অশো । তা বন্দিজ্জনীতি নিজ্জান্তা ॥ ২৬ ॥

মদ । (পরিক্রম্য আকাশে লক্ষ্যং বদ্ধা) ভোঃ শুকা জানীত
কুত্রায়ং দ্রষ্টব্যো মুকুন্দঃ । কিং ক্রত ভাগীরতরুমূলে
শশিমুখীদ্বিতীয়ঃ প্রতিবসতীতি । ভবতু নিয়োজিতা
ময়েব তত্র শশিমুখী প্রেত্য কিং ক্রত স্বং কুত্র প্রস্থিতা-
সীতি । তত্রৈবাত্মানমপবার্য্য শ্রোতব্যেহয়ং বৃত্তান্তঃ ।
ইতি তত্রৈব গচ্ছামীতি নিজ্জান্তা ॥ ২৭ ॥

তস্মাৎ বন্দ্যসে ॥ ২৭ ॥

মদ । বাছা যাত্রা কর, তোমার পথ সকল মঙ্গলপ্রদ হউক,
আমিও মুকুন্দের নিকট যাইতেছি ॥ ২৫ ॥

অশোক । দেবি ! বন্দনা করি (এই বলিয়া প্রস্থান) ।

মদ । (পরিভ্রমণপূর্ব্বক আকাশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) অহে
শুক পক্ষিগণ ! তোমরা কি জান ? কোথায় গেলে
মুকুন্দের দর্শন পাইব । কি বলিতেছ ? কৃষ্ণ শশিমুখীর
সহিত দ্বিতীয় হইয়া ভাগীর তরুমূলে বাস করিতেছেন ।
ভাল, আমি সেখানে শশিমুখীকে নিযুক্ত করিয়াছি ।
(পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্তন করিয়া) কি বলিতেছ ? তুমি
কোথা যাইতেছ ? আমি সেই স্থানেই গোপনভাবে
থাকিয়া বৃত্তান্ত শুনিব, একারণ তথায় যাইতেছি । (এই
বলিয়া প্রস্থান) ॥ ২৭ ॥

বিকল্পকঃ ॥ ২৮ ॥

ততঃ প্রবিশতি শশিগুণীদ্বিতীয়ঃ কৃষ্ণঃ ।

কৃষ্ণঃ । ইতইতঃ ।

শশি । অনঙ্গপত্রিকামর্পয়তি ।

কৃষ্ণঃ । বাচয়তি ।

সুইরং বিজ্জসি বিভাঅং লম্বইমঅণোকুখু ছুজ্জসং বলিঅং ।
দীসসি সঅলদিমাসু ভুমং দীমই মঅণো ৭ কুত্তাবি ॥ ২৯ ॥

বিকল্পকো ভবেদ্যবিভূতবস্ত্রাংশূচক ইতি । বৃত্ত বর্ত্তিষ্যমাণানাং কথ্যা-
শানাং নিদর্শকঃ । সংক্ষিপ্তার্থস্ত বিকল্পঃ আদাবন্ধস্ত দর্শিতঃ ॥ ২৮ ॥

সুদৃঢ়ং বিধাসি হৃদয়ং লভতে মদনঃ খলু দুর্য়শোবলীয়ঃ । দৃশ্যসে সকলদিশু
ঐ দৃশ্যতে মদনো ন কুত্রাপি ॥ ২৯ ॥

বিকল্পক অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ বস্তুর অংশশূচক ॥ ২৮ ॥

অনন্তর শশিগুণী ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

কৃষ্ণ । এস এস ।

শশি । অনঙ্গপত্রিকা অর্পণ করিলেন ।

কৃষ্ণ । পাঠ করিতে লাগিলেন ।

যথা—কৃষ্ণ ! তুমি আমার হৃদয় দৃঢ়রূপে বেধ করিতেছ,
কিন্তু মদনকেই বলবৎ দুর্য়শঃ লাভ করিতে হইল, আমি
সকল দিকে তোমাকেই দেখিতেছি, কিন্তু মদনকে কোন
স্থানে দেখিতে পাই না ॥ ২৯ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

গোণ্ডকিরী রাগ ।

শুনবর নাগর কান । তুঁহু মঝু দঢ় করি বিক্সসি পরাণ ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণঃ । (স্বগতং) অয়ে অতিভূমিং গতৌ রাগঃ । তদাকলয়া-
ম্যোদাস্তেনাস্তা হৃদয়স্বৈর্য্যং ।

(প্রকাশং সাবহিৎসং) সখি ।

কোবাহয়ং মদনাভিধঃ কথমিতঃ কিং বাপরাঙ্কং তয়া

যেনায়ং বিদয়ং ছুনোতি স্মৃদংশং কংসস্ত কিং কোহপ্যসৌ ।

(সাটোপং) তদাদেশয় কাসৌ ।

নিদয়ং নির্দয়ং ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণঃ । (স্বগত) অহে ! কি অনুরাগ অসীম ! তথাচ ঐদাস্ত
প্রকাশ করিয়া ইহাঁর হৃদয়ের স্বৈর্য্য বিধান করি । এই
মনে করিয়া প্রকাশ্যরূপে অবহিত্য পূর্ব্বক (ভাব গোপন
করিয়া) কহিলেন, সখি ! এই মদন নামক ব্যক্তি কে ?
কি জন্য ঐ দুফ্ট এখানে আসিয়াছে, আর স্নলোচনাই বা
তাহার নিকট কি অপরাধ করিলেন যে, সে তাঁহার হৃদয়ে
নির্দয়রূপে বেদনা দিতেছে ? ও কি কংসের কেহ বটে ?
এই বলিয়া সাটোপ পূর্ব্বক কহিলেন, বলিয়া দাও ও

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

তুয়া রূপ হেরি যুবো বিরহ ছতাস । মদনক দোষ ভরমে
পরকাশ ॥ কোথু নাহি হেরলু এত অবিচার । তুঁছ করো
দোষ অপযশ হউ তার ॥ দিগ বিদিগে হাম তুয়া রূপ দেখি ।
কৈছন মদন হামকাঁছ নাহি পেখি ॥ অবজাতি জীবন লেখি
দিল মোর । লোচন বচন সকল ভেল তোর ॥ ২৯ ॥

অদৈন্যং ভুজযুগ্মমাত্রশরণঃ সম্মদ্য বালামিমা-

মব্যগ্র্যাং রচয়ামি কিং ময়ি সতি ত্রাসো ব্রজদ্বীজনে ॥৩০॥

আপটী ক্ষেপেণ প্রবিষ্টা ।

বিদু । ভো বয়স্ম এ কখু এসো কংসস্ম কো বি অহং জ্জিব

মঅণাভিহো তা ভুএ কিং মহ বন্ধগস্ম কাদবং ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণঃ । বিজ্ঞূৰ্থ অলং পরিহাসেন ।

বিদু । ভোঅদি অক্ষাণং পিঅবয়স্মস্ম হথে লড্ডু অজুঅলং

তুএ দাদবং পিঅবঅস্ম তখ গহুঅ মঅণং নিরাকরি-

স্মদি ॥ ৩২ ॥

ভো বয়স্য ন খলু এষ কংসস্য কোহপি অহমেব মদনাভিধস্তং কিং স্বয়া
মম ব্রাহ্মণস্য কর্তব্যং ॥ ৩১ ॥

ভবতি অস্মাকং প্রিয়বয়স্যহস্তে লড্ডুকযুগলং স্বয়া দাতব্যং প্রিয়বয়স্য
তত্র গন্তা মদনং নিরাকরিত্যতি ॥ ৩২ ॥

দুরাত্মা কোথায় আছে, আজি আমি আপনার বাহুদ্বয়

আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ একাকী ঐ দুর্মদ মদনের মর্দন

পূর্বক এই বালাকে অব্যগ্রা (অস্থির) করিব, কি

আশ্চর্য্য ! আমি বর্তমানে ব্রজদ্বীজনের এত ত্রাস ? ॥৩০॥

অনন্তর উত্তরীয় ক্ষেপণ করিতে করিতে বিদুষকের

প্রবেশ ।

বিদু । ভো বয়স্য ! এ কংসের কেহই নয়, আমারই নাম মদন,

আমি ব্রাহ্মণ, তুমি আমার কি করিতে পারিবে ! ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণ । অরে মূর্থ ! আর পরিহাসের প্রয়োজন নাই ।

বিদু । অহে শশিমুখি ! তুমি আমাদের এই প্রিয়বয়স্যের

মদ । (কর্ণ দ্বা) অয়ে নিস্ফটার্থেহয়ং দূতী । যতঃ ।

ইয়ং তব্ধচো বৃন্দাবনে মাধবসন্নিধৌ ।

রাধারূপকথাব্যাজাছুবাচাসত্তিকোবিদা ॥

(নিরূপ্য বিহস্ম) ।

অনুঘ্যাঃ শ্রোত্মীলং কমলমধুধারা ইব গিরো

নিপীয় ক্ষীবত্বং গত ইব চলন্যোলিরধিকং ।

উদঞ্চং কামোহপি স্বহৃদয়কলাগোপনপরো

হরিঃ সৈরং সৈরং স্মিতস্তভগমূঢ়ে কথমিদং ॥

বিত্তস্বকার্যভারা স্যাদ্ধরোরেকতরেণ বা । যুক্ত্যভৌষটয়েদেষা নিস্ফ-
টার্থা নিগদ্যতে ॥

হাতে দুইটী লড্ডুক দাও, তাহা হইলেই ইনি সেই
খানে গিয়া মদনকে পরাজিত করিবেন ॥ ৩২ ॥

মদ । লতাজালে অবস্থিতি পূর্বক (কর্ণ পাতিয়া) অহো !

এই দূতী নিস্ফটার্থা অর্থাৎ আদেশানুসারে কার্য্য করিয়া
থাকে, যে হেতু এই মেলক-কোবিদা (পণ্ডিতা) দূতী
বৃন্দাবনে মাধবসন্নিধানে যে যে বাক্য কহিয়াছে,
তাহাতে ছল পূর্বক শ্রীরাধার রূপের কথাই বলিয়া
থাকিবে ॥

(নিরূপণান্তর উচ্চ হাস্য করিয়া) ।

অহো ! শশিমুখীর বিকশিত-কমল-মধুধারার ন্যায় বাক্য
সকল সাদরে শ্রবণ করত শ্রীকৃষ্ণ মত্ত তুল্য হইয়া শিরঃকম্পন
করিতেছেন এবং মদনাবেশে বিবশ হইয়া আপনার হৃদ্বিকার
সকল গোপন পুরঃসর হাস্যবদনে কহিলেন, এ কি প্রকার ? ॥

তদ্ববতু অতিভূমিং গতৌ রাগৌ মাধুর্য্যমাবহতি ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণঃ । পুনরপি পত্রিকাং বাচয়িত্বা সখিসম্যাগদং নাবকলিতং ।

গোপালবালকবৃত্তৌ যমুনাতটান্তে

বৃন্দাবনে কিমপি কেলিকলাং ভজামি ।

কস্মাদিয়ং দিশি দিশি স্ফুটরূপভাজং

মামেব পশ্চতি কুরঙ্গকিশোরনেত্রা ॥ ৩৪ ॥

সামগুজ্জরী রাগেণ ।

গোপকুমারসমাজমিমাং সখি পৃচ্ছ কদাহলুগতোহহং ।

কথমিব মামনু পশ্চতি দিশি দিশি কথমিব কলয়তিমোহং ॥ ১ ॥

সখি পরিহর বচনবিলাসং । গোপশিশূনাং বিদিতমিদং

মম জনয়তি গুরুপরিহাসং ॥ ২ ॥

তাহাই হউক । অনুরাগ অসীমরূপে বদ্ধিত হইয়াই
মাধুর্য্য বহন করে ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণ । (পুনরায় পত্রিকা পাঠ করিয়া) সখি ! ইহা সম্যক
রূপে বোধগম্য হইল না ।

আমি গোপবালক সঙ্গে লইয়া যমুনাতীরবর্ত্তি বৃন্দাবনে
কোন কেলিকলা ভজনা করিয়া থাকি, কি রূপে এই বাল-
হরিণনেত্রা দিগ্বিদিকে স্ফুর্তিরূপশালি আমাকে দেখিতে
পাইলেন ॥ ৩৪ ॥

সামগুজ্জরী রাগ ।

সখি ! এই গোপকুমারসমাজে জিজ্ঞাসা কর, আমি কখন
সেখানে গিয়াছি, কি প্রকারেই বা শ্রীরাধা আমাকে দেখিলেন,
কেনই বা তাঁহার মোহ জন্মিতেছে, সখি ! বাখিলাস ত্যাগ

যদিচ কুলাচলয়াপি কুলস্থিতিরনয়া পরিহরণীয়া ।

কি মতি তদা ময়ি রতিরতিবিকলা বালে কিল করণীয়া ॥২

গজপতিরুদ্ৰ-মুদে মধুসূদনবচনদ্বিধং রসিকেষু ।

রামানন্দরায়কবিভণিতং জনয়তু মৃদমথিলেষু ॥ ৩ ॥ ৩৫ ॥

কর, ইহা যদি গোপশিশু সকলের বিদিত হয়, তাহা হইলে আমার গুরুতর পরিহাস জন্মিবে । যদিচ তিনি আপনার কুলাচল অপেক্ষাও কুলমর্ঘ্যাদাকে বিসর্জন দিতেছেন, তথাপি আমি বালক, আমার প্রতি তাঁহার অযোগ্য রতি বিধান করা উচিত নয় । গজপতি প্রতাপরুদ্রের সন্তোষ নিমিত্ত রামানন্দ-রায় রচিত এই মধুসূদনের বচন রসিকসমাজের আনন্দ বর্দ্ধন করুক ॥ ৩৫ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

সামগুজ্জরী রাগ ।

সখি তেজ হাস পরিহাস । যদি এ বচন, শুনে সখাগণ,
মোর হবে সর্বনাশ ॥ ৫৫ ॥ অহে শশিমুখি, জিজ্ঞাসহ দেখি,
ব্রজবালকের স্থানে । তার অনুগত, কভু নন্দমূত, নহে স্বপনে
শয়নে ॥ এ সব চাতুরি, সখি পরিহরি, যাহ আপনার বাস ।
সেই কুলবালা, অবলা অথলা, রটাইবি তার হাস ॥ আর
নিবেদন, চন্দ্রাসখি শুন, সেই পতিব্রতা বালা । তেজি কুলধর্ম,
মোর সনে মর্ম, করিলে না যাবে জ্বালা ॥ হাম অতি বালা,
পিরিতে বিকলা, না হবে তাহাতে স্তখ । মদনদাহনে, দগধি
পরাণে, বিদরিবে তার বুক ॥ চতুর নাগর, কপট সাগর,
চাতুরি তরঙ্গে ভাষে । শুনি শশিমুখী, ছল ছল আঁখি, লোচন-
দেখিয়া হাঁসে ॥ ৩৫ ॥

শশি । (স্বগতঃ) অহো! পিতামহীএ অথাগানুরাও তা কিং এখ
কাদবং ॥ ৩৬ ॥

বিদু । ভো কিং এদাএ ছুট্ট গোবীন্দীদাএ ভণিদাএ বহস্
পেক্খ পেক্খ ।

রইঅরচলিদা হংসী যগ্গই চ্ছাঅং কমলগুচ্ছস্ ।

প্রিয়সখ্যাঃ অস্থানানুরাগঃ তং কিনত্র কৰ্ত্তব্যং ॥ ৩৬ ॥

ভোঃ কিমেতরা ছুটে গোপীপুত্রিকার । ভণিত্যা বয়স্ত পশ্ত পশ্ত । রবি-

শশি । (স্বগত) অহো ! প্রিয়সখীর অস্থানে অনুরাগ, অত-
এব এ বিষয়ে কি কৰ্ত্তব্য ? ॥ ৩৬ ॥

বিদু । বয়স্ত ! এই ছুটে গোপীপুত্রিকার কথায় প্রয়োজন
কি ? দেখ দেখ এই হংসী খরতর রবিকরে চলিতা
হইয়া কমলগুচ্ছের ছায়া অব্বেষণ করিতেছে, কিন্তু ঐ

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

পঠমঞ্জরী রাগ ।

কানুক কঠিন বচন শুনি শশিমুখী থরথর অঙ্গহি কাঁপ ।
হেট যুগু করি রহলি ধরণীধরি রাগি স্মৃতির করু তাপ ॥ ধ্রু ॥
হরি হরি কাছে চিন্তলি ধনী শ্যামক লেহ । পীযুষ ভরম
করি কালকূট ইচ্ছলি অব জ্বলি যাঅব দেহ ॥ স্নানীতল চাঁদ
ভরমে হই আকুল স্ফূট করলি অনুরাগ । গগইতে চাঁদ না
ভেল মোই নাগর ভৈগেল যনু উপরাগ ॥ এসব সম্বাদ শুনব
যব নাগরী তব কিয়ে হোএ না জান । লোচনবচন শুনহ বর
সুন্দরি কানুক কঠিন পরাগ ॥ ৩৬ ॥

মারুতধুত্ৰঅরআভা পেচ্ছখসি জং তং নিআরেদি ॥ ৩৭ ॥
 কৃষ্ণঃ । (স্বগতং) অহো বচনভঙ্গী ধূর্তস্ত্র । (প্রকাশং)
 ধিদ্ভূর্থ কিমপ্রস্তুতমালপসি ॥ ৩৮ ॥
 বিদূ । ভো বঅস্ স মএ জ্জৈব পথুদং ভণিতং ॥ ৩৯ ॥
 মদ । (স্বগতং) সৰ্ব্বথা কৃতার্থাসি অয়ে রাধিকে ॥ ৪০ ॥
 শশি । (প্রকাশং) মহাভাঅ অসরিসং তুম্কারিসাণং অনু-
 গদবঞ্চণং ॥ ৪১ ॥

করচলিতা হংসী মৃগয়তি ছায়াং কমলগুচ্ছস্ত । মারুতধুততরায়া পশুসি যভাং
 নিবারয়তি ॥ ৩৭ ॥

ভো বয়স্ত্র মঠৈব প্রস্তুতং ভণিতং ॥ ৩৯ ॥

মহাভাগ অসদৃশং স্বাদৃশানাং অনুগতবঞ্চনং ॥ ৪১ ॥

কমলগুচ্ছ বায়ুবেগে আপনার আত্মাকে কম্পিত দেখি-
 যাই যেন কম্পনচ্ছলে ঐ হংসীকে নিবারণ করি-
 তেছে ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণ । (বিদূষকের বাক্য শুনিয়া মনে মনে কহিলেন) অহো !
 এই ধূর্তের কি বাগ্ভঙ্গী (অনন্তর প্রকাশ করিয়া) অরে-
 মূর্থ ! ধিক্ তোরে, কি অপ্রাসঙ্গিক আলাপ করিতে-
 ছিস্ ? ॥ ৩৮ ॥

বিদূ । অহে বয়স্ত্র ! আমি প্রাসঙ্গিকই বলিতেছি ।

মদ । (এতৎ শ্রবণে স্বগত) অয়ে রাধিকে ! তুমি সৰ্ব্বপ্রকারে
 কৃতার্থা হইলে ॥ ৪০ ॥

শশি । (প্রকাশ করিয়া) অহে মহাভাগ ! ভবাদৃশজনের
 অনুগত বঞ্চনা অসদৃশ ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণঃ । ভদ্রে অন্তদপ্যাকলয় ।

দয়িতো দয়িতস্তৃপ্তা বালেয়ং কুলপালিকা ।

অকাণ্ডে কিমসৌ যুগ্মে ধন্যমাচারবিপ্লবং ॥ ৪২ ॥

বিদু । ভোদি অস্মাকং পিঅবঅস্মো ধম্মসরণো তাওসরু

ভবতি অস্মাকং প্রিয়বয়স্শো ধম্মসরণং তদপসরতু ভবতী । ভবতি মা

কৃষ্ণ । ভদ্রে ! আর দেখ, তিনি কুলপালিকা বালী, তাঁহার

পতি অতিশয় প্রিয়, অতএব হে যুগ্মে ! তবে কেন তিনি

অনবসরে সদাচারে জলাঞ্জলি দিতেছেন ॥ ৪২ ॥

বিদু । অরে দুষ্ক গোপালিকে ! আমাদের প্রিয়বয়স্শ ধার্মিক

হইয়াছেন অতএব তুই এখান হইতে পলায়ন কর ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

কামোদ রাগ ।

ছাড়হ চাতুরি, শুনল সুন্দরি, তোরে বলি আমি সার ।

সে কুলকামিনী, ভুবনমোহিনী, দয়িতবল্লভ তার ॥ ধ্রু ॥ তাহে

রাজসূতা, রূপ গুণে যুতা, সকল ভুবনসীমা । কি সুখ লাগিয়া,

রাখালে ভজিয়া, কুল হারাইবে রামা ॥ এ সব বচন, না শুন

কখন, শুনলো পরাণ সখি । তোর পরিহাসে, এই হবে শেষে,

কলঙ্ক রটিবে দেখি ॥ নাগরের কলা, না বুঝে অবলা, সরল

তাঁহার মন । হৃদয়ে বিষাদ, গণয়ে প্রমাদ, আশ্বাসয়ে দাস

লোচন ॥ ৪২ ॥

সামগুজ্জরী রাগ ।

শুন বর নাগর কান । তুহ চরিত হাম কিছুই না জান ॥ ধ্রু

ভোদী । (কৃষ্ণশ্রু হৃদি হস্তং দৃষ্ট্বা) ভোদী মা উত্তম্ম
সো জ্জব । পিঅবঅস্‌স্‌স্‌ হিঅএ কুরকুরাঅদি । তা
মএ জ্জব ফুড়ং কাদবং সৰ্ব্বং । (কর্ণে ভো বঅস্‌স্‌)
তুন্‌নোহিং পি মা সিবিণে বারসহস্‌সং দিট্‌টা । এহিং কীস
অথি জ্জন্তো অণ্ণা অথাবিজ্জদি ॥ ৪৩ ॥

উত্তাম্য সৈব প্রিয়বয়শ্চ হৃদয়ে কুরকুরায়তে তস্মাৎ মনৈব ক্ষুটং কর্তব্যং
সৰ্ব্বং । ভো বয়শ্চ বুয়াভিরপি মা স্বপ্নে বারসহস্রং দৃষ্ট্বা ইদানীং কস্মদৰ্থা-
মান আত্মা অৰ্থাপয়সি ॥ ৪৩ ॥

(অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে হস্তপ্রদানপূর্বক কহিলেন)
অয়ি গোপালিকে ! উত্তরলা হইও না, এই দেখ আমার প্রিয়-
বয়শ্চের হৃদয়ে সেই কুরঙ্গনয়না কুর কুর করিতেছে । অতএব
আমাকেই সেই সকল ব্যক্ত করিতে হইল । (তদনন্তর
শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে বলিতে লাগিলেন) বয়শ্র ! তুমি যাহাকে
স্বপ্নাবস্থায় সহস্রবার দেখিয়া থাক, এখন সেই প্রার্থ্যমানা
বরাঙ্গনাকে প্রত্যাখান করিতেছ ? ॥ ৪৩ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

শয়নে স্বপনে তুঁহ হেরি রূপ তার । রাধে রাধে বোলসি
লাখ লাখ বার ॥ হৃদয়ক মাঝে ভাবসি তাক নাম । কাহে
কপট অব কর গুণধাম ॥ অব সো অনুরাগিণী ভেজল দূতী ।
তুঁহ কাহে উপেখল তাকর পাঁতি ॥ যাচত লছমী চরণে কর
দূর । শেষে দুখ পাওবী মুরখ চতুর ॥ স্জজনক না হোই
এত অবিচার । লোচনদাস কহত রসমার ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণঃ । দ্বিদ্ধার্থ গম স্বপ্নবৃত্তান্তঃ কথং ত্বয়া জ্ঞাতঃ ।

বিদু । সিবিনে বি কিং পরিহরসি তহিং জ্জিব অন্ধেহিং পি
দিট্ঠং ॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণঃ । (স্বগতঃ) যদ্যপ্যনেন বাচাটবটুনা পরিহাসশীলতয়া
আলাপিতং তথাপি মহাদো বৃত্তঃ । ভবতু তথাপি জিজ্ঞা-
সনীরস্বভাবা হি বালারমণ্যঃ । (প্রকাশং) ভদ্রে তন্নি-
বর্ত্যতাং অসদৃশাং সাহসাদিয়ং বালা । বিদুষকং প্রতি ।
বয়স্তু তদেহি বয়সপি বৎসাহরণায় যামঃ ।

স্বপ্নেপি কিং পরিহরসি অপি তু ন তন্নিম্নেবাস্বাভিরপি দৃষ্টং ॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণ । অরে মূর্থ ! দ্বিক্ তোরে, তুই আমার স্বপ্নবৃত্তান্ত কি
প্রকারে জান্নি ?

বিদু । বয়স্তু ! ভূমি কি আমাদিগকে স্বপ্নে পরিত্যাগ করিয়া
থাক ? কখনই কর না, অতএব স্বপ্নেতেই আমার দেখি-
য়াছি ॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণ । (মনে মনে বিচার করিলেন) যদিচ এই বাচাল
ব্রাহ্মণবালকটা পরিহাসরূপে আলাপ করিল, তথাপি
যথার্থ বৃত্তান্তই উদ্ভাবিত হইল, হউক, কিন্তু বালা রমণীর
স্বভাব সকল জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য ।

(অনন্তর প্রকাশ করিয়া শশিমুখীর প্রতি কহিলেন)
ভদ্রে ! সেই বালাকে অসদৃশ সাহস হইতে নিবর্ত্ত কর ।
(পরে বিদুষকের প্রতি কহিলেন) বয়স্তু ! আইস আমরা
বৎস অন্বেষণ করিতে যাই । (শশিমুখীর প্রতি) ভদ্রে !

ভদ্রে হুমপি সানুনয়মেনাং নিবর্তয়েতি ॥ ৪৫ ॥

মল্লার রাগেণ ।

শশিনি ন রাগং ভজতে নলিনী । রবিনু নৈব ব্যস্ততি
রজনী ॥ ১ ॥ কুলবনিতানামিদমাচরিতং । পরপুরুষাধিগমে
গুরুত্বরিতং ॥ ২ ॥ শশিমুখি বারয় বারিজবদনাং । অনু-
চিতবিষয়বিকস্মরমদনাং ॥ ধ্রু ॥ মা যদি গণয়তি ন কুল-

কুলস্বীণামিদমাচরণং কাক্য নৈবেত্যর্থঃ । কথং তজ্জাহ পরপুরুষেতি ।
গুরু ছরিতমিতি উৎকটং পাপং ভবতীত্যর্থঃ ॥

তুমিও সেই বালাকে অনুনয় করিয়া নিবর্ত কর ॥ ৪৫ ॥

মল্লার রাগ ।

সখি ! মনোমধ্যে বিচার করিয়া দেখ, যেমন শশধরের
প্রতি নলিনী অনুরাগিণী হয় না, রজনী যেমন দিবাকরকে
পতি বলিয়া মানে না, তদ্রূপ কুলবনিতাদিগেরও আচরণ,
কেন তাহারা পরপুরুষের প্রতি রতি বিধান করিবে ?
তাহাতে নিশ্চয়ই গুরুতর পাপ হয় । অতএব হে শশিমুখি !
সেই বারিজবদনাকে নিবারণ কর, কেন তিনি অনুচিত বিষয়ে
উদ্দীপ্ত মদনবিকারা হইতেছেন ? অপর তিনি যদি কুলা-

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

মঙ্গলরাগ ।

সখি বিচারিয়া দেখ মনে । নিজপতি বিনে, সতী
অন্মজনে, না হেরে নয়নকোণে ॥ ধ্রু ॥ দেখ অনুমানি, কখন
নলিনী, শশধরে নাহি ভজে । হেরি দিনমণি, সেই সে
যামিনী, স্বপনে না কভু মজে ॥ যে বা কুলবতী, তার এই
রীতি, নিশ্চয় বলিল তোরে । সেই পদ্মমুখী, শুন প্রাণ সখি,

চরিত্রং । কিমিতি বয়ং কলয়াম ন চিত্রং ॥ ৩ ॥ উদয়তু
রুদ্রগজাধিপল্লদয়ে । রাগানন্দভণিতমতিসদয়ে ॥ ৪৬ ॥

ইতি নিজ্জান্তাঃ সর্বে ॥ ৪৭ ॥

॥ * ॥ ইতি ভাবপরীক্ষা নাম দ্বিতীয়োহঙ্কঃ ॥ ২ ॥ * ॥

চারকে গণনা না করেন, তবে আগরাই বা কেন আশ্চর্য্য না
দেখিব, অবশ্য তাঁহাকে নিবারণ কর ? এই রাগানন্দরায়
ভণিত সঙ্গীত গজপতি প্রতাপরুদ্রের সদয়হৃদয়ে উদিত
হউক ॥ ৪৬ ॥

এই বলিয়া সকলের প্রস্থান ॥ ৪৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকে শ্রীরামনারায়ণ
বিষ্ণুরত্নানুবাদিতে ভাবপরীক্ষা নাম দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ * ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

বিনয়ে বুঝাবে তারে ॥ তেজি কুলধর্ম্ম, অনুচিত কর্ম্ম, সে
ধনীর উচিত নয় । এ কথা শুনিয়া, কাঁপে মোর হিয়া, সখি
নিবেদিবে তায় ॥ কৃষ্ণের বচন, শুনিয়া তখন, সজল শশির
জাঁখি । আশ্বাসি লোচন, করে নিবেদন, তব কিবা দোষ
সখি ॥ ৪৬ ॥

জগন্নাথবল্লভ নাটকং ।

তৃতীয়াঙ্কঃ ।

ততঃ প্রবিশতি অশোকমঞ্জরী ।

অশোক । অত্র স্মদং মএ মঅগিতাএ বনদেঅদাএ সসিগুহীএ
সদ্ধং কিম্পি রহসং কুণন্তী । মাহবীলদামণ্ডব সআসে
পিঅসহী চিট্ঠদি তা পেক্ক্ষিঅ গমিসং । (অত্রতো-
হবলোক্য সমুপসর্প্য চ) অএ এদাও লহ্ লহ্ কিম্পি
ওম্পন্তি তা এ জুজ্জদি এথ পবিসিদং । ইতি নিষ্কান্তা ॥ ১

অয়ে ক্রতং ময়া মদনিকয়া বনদেবতয়া শশিমুখ্যা চ সর্দিং কিমপি রহস্যং
কুর্কতী মাধবীলতামণ্ডপসকাশে প্রিয়সখী তিষ্ঠতি তৎপ্রেক্ষ্য গমিষ্যামি ॥

অয়ে এতা লঘু লঘু কিমপি জল্পন্তি তন্ন যুজ্যতেহত্র প্রবেষ্টুং ॥ ১ ॥

অনন্তর অশোকমঞ্জরীর প্রবেশ ।

অশো । অয়ে ! আমি শুনিতে পাইলাম, মদনিকা বন-
দেবতা ও শশিমুখীর সহিত শ্রীরাধা কোন রহস্য করিতে
করিতে মাধবীকুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন, অতএব তাঁহাকে
দেখিয়াই গমন করি । (অনন্তর অগ্রে অবলোকন করত
নিকটে গিয়া) অহে ! ইহারা ধীরে ধীরে কি কথা
কহিতেছেন, অতএব এখানে প্রবেশ করা উচিত নয় ?
এই বলিয়া প্রস্থান ॥ ১ ॥

ততঃ প্রবিশতি শশিমুখী মদনিকাভ্যাং প্রবোধ্যমানা-রাধা ।
রাধা । (দীর্ঘমুষ্ণক নিশ্বস্ত) সচ্চকং জ্জিব পরিহিদ্দস্মি
মাহবেণ ॥ ২ ॥

সামগুজ্জরী রাগেণ ।

কুলবনিতাজন-ধৃতমাচারং । তৃণবদগণয়ং গলিত-
বিচারং ॥ ১ ॥ শিবশিব কিম্বাচরিতমশস্তং । বিধিরধুনা
বদ বশয়তু কস্তং ॥ ধ্রু ॥

শিশুরপি যুবতিরিবাহিতভাবা । বিগলিত লজ্জিতমহমিব

সত্যকম্বেব পরিহৃতাস্মি মাহবেণ ॥ ২ ॥

বিধিবিধানং । তং কৃষ্ণং ॥ ৩ ॥

অনন্তর শশিমুখী ও মদনিকা-কর্তৃক প্রবোধ্যমানা হইয়া
শ্রীরাধার প্রবেশ ।

রাধা । (দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সত্যই মাদব
আমাকে পরিত্যাগ করিলেন ? ॥ ২ ॥

সামগুজ্জরী রাগ ।

হায় ! আমি কুলবনিতাদিগের গৃহীত আচার অবিচার
পূর্বক তৃণতুল্য গণ্য করিলাম । হরি হরি ! কি অযোগ্য
কার্য্যই করা হইল, সখি ! এক্ষণকার বিধান কি বল, কে

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

যথা রাগ ।

সখি বল উপায় কি করি । প্রাণ মোর সদা কান্দে, মন-
স্থির নাহি থাকে, কে মোরে মিলায়ে দিবে হরি ॥ কুলভয়
ত্যাগিল, তৃণ করি না মানিল, আগে হাম না কৈল বিচার ।

কা বা ॥ ২ ॥ গজপতিরুদ্ৰমুদে সমুদিতং । রামানন্দরায়-
কবিগীতং । ৩ ॥ ৩ ॥

শশি । বিগ্নিদো জ্জিব সকো বৃত্তন্তো তা সঅং জ্জিব
বিআরী অদূ ॥ ৪ ॥

রাধা । (সংস্কৃতমাশ্রিত্য)

শ্রাবঃ শ্রাবঃ স্তসাম শ্রুতিসমিতপরব্রহ্ম বংশীপ্রসূতং
দর্শং দর্শং ত্রিলোকীবরতরুণকলাকেলিলাবণ্যসারং ।

বর্ণিত এব সর্ববৃত্তান্তঃ তং স্বপ্নমেব বিচার্যতাং ॥ ৪ ॥

স্তন্যাম শাস্ত শ্রুতিসমিতং বেদভূসাং চ যৎ বংশীপ্রসূতং পরব্রহ্ম তং পুনঃ

কৃষ্ণকে বশীভূত করিবে ? শিব শিব ! শিশু হইয়া যুবতির
ভাব লাভ করিয়াছি, হা কষ্ট ! আমার তুল্য আর লজ্জাহীনা
কে আছে ? রামানন্দরায় বর্ণিত এই সঙ্গীত গজপতি এতাপ-
রুদ্ৰের আনন্দ সম্পাদন করুক ॥ ৩ ॥

শশি । সকল বৃত্তান্তই বর্ণন করিলাম, যাহা কর্তব্য বিচার
করুন ॥ ৪ ॥

রাধা । (সংস্কৃতভাষায়) সখি ! মনোহর সামবেদ তুল্য

দোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

এবে হইল বিপরীত, নিদারুণ ভেল নাথ, নিশ্চয় না কৈল
অঙ্গীকার ॥ হায় সখি কি মোর করম গতি মন্দ । হাম অতি
শিশুমতি, যুবতির সম রীতি, আচরিয়ে না মিলে গোবিন্দ ॥
গোকুলমণ্ডল মাঝে, কোন ধনী ত্যজে লাজে, মোর সম নহে
বাউলিনী । লোচন বচন মন, জাতি কুল সমর্পণ, তবু নাহি
হেরি নীলমণি ॥ ৩ ॥

ধ্যায়ঃ ধ্যায়ঃ সমুদ্যদ্যুগ্মণিকুমুদিনীবন্ধুরোচিঃ সরোচি-

শ্চায়ঃ শ্রীকান্তসঙ্গঃ দহতি ময় মনো মাং কুকুলাগিদাহং ॥ ৫

শশি । সহি মুঞ্চ অস্থানাগ্রহং ॥ ৬ ॥

পুনঃ শ্রবণা । ছায়ণিঃ স্বর্ঘ্যঃ । কুমুদিনীবন্ধুশ্চন্দ্রঃ । কুকুলাগিস্তবাগ্নিঃ ॥ ৫ ॥

সখি মুঞ্চ অস্থানাগ্রহং ॥ ৬ ॥

তরুণ, যিনি সাক্ষাৎ কেলিকলা (কম্পর্প) সমতুল,
বংশীপ্রসূত নাদি ব্রজা শুনিয়া শুনিয়া ত্রিলোকসুন্দর নবীন
তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া এবং এককালীন উদিত দিন-
নাথ ও নিশানাথের সদৃশ শোভাশালি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান
করিয়া ধ্যান করিয়া আমার মন তুম্বানলের ন্যায় আমাকে
দগ্ধ করিতেছে ॥ ৫ ॥

শশি । প্রিয়সখি ! অস্থানে আগ্রহ পরিত্যাগ কর ? ॥ ৬ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

যথা রাগ ।

সখি কৃষ্ণরূপ গুণ ধ্যান, সে মুখের বেণুগান, শুনি মন
সতত উল্লাস । মদন কুসুমবাণ, তাহে করে সন্ধান, ঘুচাইল
জীবনের আশ ॥ বল সখি কি দোষ আমার । ভেজাইয়া
বেণু দূতী, হরিনিল মোর মতি, প্রাণনাথ নন্দের কুমার ॥ ৬ ॥
সেই পদ্মলোচন, যবে কৈল দরশন, সেই হইতে প্রাণ মোর
কান্দে । সে লাবণ্যায়ত নিধি, কবে মিলায়ব বিধি, মন মোর
স্থির নাহি বান্ধে ॥ তাহাতে প্রবল রিপু, সদা দহে মোর বপু,
তুম্বানলে যেমতি দগ্ধি । হাম নারী অবলা, তাহে সখি এত
জ্বালা, হায় হায় এই কৈল বিধি ॥ ৫ ॥

(সংস্কৃতমাশ্রিত্য)

যদ্যদ্যজ্ঞিতমজ্ঞানপ্রতিকৃন্তো কৃষ্ণে তদর্থং ময়া

তত্ত্বেন নিবারিতং শিশুদশাভাবপ্রকাশৈরলং ।

আস্তামুৎকলিকাপ্রসূনবিগলশ্মাদধীকনঙ্কং বিষং

কৃষ্ণাধ্যানমিতোহন্যতঃ শ্রবদনে সঙ্কল্পমাকল্পয় ॥ ৭ ॥

ব্যক্তিং প্রকাশিতং । ইতোহন্যতঃ শ্রীকৃষ্ণাদনুগমিন্ পুরুষে । শ্রবনে হে
শ্রমুখি । সঙ্কল্পং মানসং কল্প ॥ ৭ ॥

(সংস্কৃতভাষায়) তোমার জন্ম সেই অজ্ঞনাকৃতি কৃষ্ণের
নিকট যাহা যাহা ব্যক্ত করিলাম, তিনি তাহা তাহাই নিবারণ
করিয়া আপনার শৈশবভাব প্রকাশ দ্বারা তৎসমুদায়কে ব্যর্থ
করিলেন । হে শ্রবদনে ! শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান থাকুক, উহা
চিন্তাকুহুমগলিত মধুমিশ্রিত বিষ, অতএব কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য
পুরুষে মানস কর ? ॥ ৭ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

সিন্ধুড়া রাগ ।

রাধিকা হে তুহুঁ বৃথা কর অনুতাপ । শ্যামক নাম ছোড়ি,
আন ভজ সুন্দরি, হামে করহ ধনি মাপ ॥ ধ্রু ॥ তুয়া গুণ গাঁথি
হাম, নাগর নিয়রে, कहलि विविध परकार । শুনইতে কর
হাস, নিঠুর সোই নাগর, না বুঝল পিরিতি বেভার ॥ শ্যাম
গোঁয়ার, হাম বুঝল রে সখি, শুন তুহুঁ বচন স্ঠাম । তুহুঁ
বর নাগরী, রূপে গুণে আগোরি, হাসাওবি আপনার নাম ॥
অজ্ঞন সদৃশ, হৃদয় তহুঁ অজ্ঞন, সরল হৃদয় নহুঁ কান । অজ্ঞন
তুহুঁ রাই, কুজ্ঞন সোই নাগর, তাকর প্রেম গরল সমান ॥ বহু
উত্তরোল, না হই বর নাগরি, সহজে সহজে লেহ কাজ ।
লোচন বচন, শুনহ বরমোহিনি, মিলব নাগররাজ ॥ ৭ ॥

স্বহয়ী রাগেণ ॥

হীনং পতিমপি ভজতে রমণী । কেশরিণং কিম্বু কলয়তি
হরিণী ॥১॥ রাধিকে পরিহর মাধবরাগময়ে ॥ ধ্রু ॥ ক্ষীণে
শশিনি চ কুমুদবনীযং । ভজতি ন ভাবং কিম্বু রমণীয়ং ॥২॥
স্বথ্যতু গজপতিরুদ্র নরেশং । রাগানন্দরায়সীতমনিশং ॥৩॥ ॥৮॥

স্বহয়ী রাগ ।

সখি ! পতি যদি হীনও হয়, তথাপি রমণী তাহাকেই
ভজনা করে, হরিণী কি সিংহের শৌর্য্যবীৰ্য্য দেখিয়া তাহাতে
অনুরক্তা হয় ? হে রাধিকে ! মাধবের প্রতি অনুরাগ পরি-
ত্যাগ কর ? শশিকে ক্ষীণ দেখিয়া কুমুদবন কি রমণীয় ভাব
ভজনা করে না ? রাগানন্দরায় বর্ণিত এই সঙ্গীত গজপতি
রুদ্র নরনাথের হৃদয়কে স্মৃতি করুক ॥ ৮ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

স্বহয়ী রাগ ।

আর মঝু বাণী শুনহ বর রাই । মাধবরাগ পরিহর ঘর
যাই ॥ ধ্রু ॥ ভুঁহু বর সুন্দরী অখিল জগত সার । কুল শীল
ধৈর্য্য ধরমে অপার ॥ পতিবরতাক এমত নহ রীত । নিজ
পতি ছোড়কে না করু অমুচিত ॥ অকৃতি পতি যদি হয়
গুণ হীন । তবু কুলকামিনী তাক অধীন ॥ কেশরী অলখি
না ভুলত হরিণী । স্মৃতিতল চাঁদ না ভজত নলিনী ॥ কুল
বনিতাগণ এমত বেভার । পরপুরুষাধিগমন ছুরাচার ॥ এত
শুনি নাগরী হওল উদাস । আশ্বাস করত দীন লোচনদাস ॥৮॥

স্নাধা । (সাত্ৰং) দেবি মদনিকে কঃ প্রকারঃ ।

প্রেমচ্ছেদরুজোহবগচ্ছতি হরিনায়াং ন চ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ ।
অন্যো বেদ ন চান্য দুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং
দ্বিত্রীণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হাহা বিধেঃ কা গতিঃ ॥২॥

বাশ্রবং বশীভূতং । বচনেস্থিত আশ্রব ইত্যমরঃ ॥ ২ ॥

স্নাধা । (শশিমুখীর বাক্য শুনিয়া সজ্জননয়নে কহিলেন)
দেবি মদনিকে ! প্রকার কি ?

হরি ত প্রেমচ্ছেদের বেদনা অবগত নহেন, প্রেমও স্থানা-
স্থান বোঝে না, মদনও আবার আগাদিগকে দুর্ব্বলা বলিয়া
জানিতেছে না । হা কষ্ট ! অন্যে কি কখন অন্যের দুঃখ সকল
অবগত হয় ? জীবনও আবার আমার বশীভূত নয়, যৌবন ত
দুই তিন দিন মাত্র, হরি হরি ! বিধাতার কি গতি ? ॥ ২ ॥

লোচনদাম ঠাকুরের গীত ।

দুঃখী বরাড়ী রাগ ।

সখি হে কি কহব সে সব দুখ । আগার অন্তর, হয় জর
জর, বিদরিয়া যায় বুক ॥ ৫ ॥ প্রেমের বেদন, না জানে কখন,
নিদ্রয় নিচুর হরি । কুলিশ সগান, তাহার পরাণ, বধিতে অবলা
নারী ॥ প্রেম ছরাচার, না করে বিচার, স্থানাস্থান নাহি জানে ।
সে শঠ লম্পট, কুটিল কপট, নিশি দিশি পরে মনে ॥ হাম
কুলবতী, নবীনা যুবতি, কান্নুর পিরিতি কাল । তাহাতে মদন,
হইয়া দারুন, হৃদয়ে হানয়ে শেল ॥ আনের বেদন, আনে
নাহি জানে, শুনলো পরাণসখি । মোর মনোদুখ, তুমি নাহি

মদ । কথমেবং উদ্ভাগ্যসি যতঃ ।

সমাকৃষ্টা দূরাং কিমপি যদি সা কেতকিবন-
প্রনূনেনোন্মীলং সুরভিভরসারেণ নিয়তং ।

অথ ভ্রামং ভ্রামং রজসি রসমালোক্য ন মনা-

গপিপ্রান্তপ্রাপ্তা পরিহরতি তমো মধুকরী ॥ ১০ ॥

রাধিকা । (ধৈর্য্যাবলম্ব্য) পরিত্যক্ত এবৈত্যকৌন্তেন
(সমাধ্বসোৎকম্পং) দেবি নাযং মমাপরাধঃ যতঃ ॥

তং কেতকিবনপ্রস্থং নো নিবেদ্যার্থে নো পরিহরতি অপি তু হর-
ত্যেব ॥ ১০ ॥

মদ । কেন এ প্রকার উদ্ভরণা হইতেছ ? দেখ নববিকশিত
কেতকিবনকুসুমের মনোহর সৌরভ দ্বারা মধুকরী দূর
হইতে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু যখন সে ঐ কুসুমের উপর
ঘুরিতে ঘুরিতে পুষ্পরঞ্জে রস দেখিতে না পায়, তখন ঐ
মধুকরী নিকটে আসিয়াও কি তাহাকে ত্যাগ করে না ?
অবশ্য ত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

রাধা ! (ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক) তবে ভ্যাগই করিলাম, এই
বলিয়া ভীতচিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে গদগদস্বরে কহি-

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

দেখ, আন জনে কাঁহা লখি ॥ কি দোষ তোমার, পরাণ
আমার, সেহ মোর বশ নয় ॥ কান্থ বিরহেতে, বলিলে যাইতে,
তথাপি প্রাণ না যায় ॥ নারীর যৌবন, দিন দুই তিন, যেন
পদ্মপত্রের জল ॥ বিধি মোরে বাম, না হেরিল শ্যাম, আমার
করম ফল । সখীর সদন, করি বিলপন, সজলনয়ন ধনী ।
হেরিয়া লোচন, আশ্বাস বচন, কহে যুরি দুই পাণি ॥ ৯ ॥

যদা যাতো দৈবান্মধুরিপূরসৌ লোচনপথঃ
 তদাস্মাকং চেতো মদনহতকেনাহুতমভূৎ ।
 (ক্ষণং স্থিত্বা দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য)
 পুনর্যগ্নিম্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীঃ
 বিধাস্থ্যামস্তগ্নিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতা ॥ ১১ ॥

মদ । (স্বগতং) অতিভূমিং গতৌহস্যা অনুরাগস্তদতিপ্রিয়-
 কথনেনান্যমানসং রচয়ামি । (প্রকাশং) বৎসে পশ্য
 পশ্য ॥ ১২ ॥

যস্মিন্ সময়ে এষ মধুরিপুঃ । বর্ধমানপ্রারে নট্ এষাভীতার্থঃ । তস্মিন্
 সময়ে ॥ ১১ ॥

লেম, দেবি ! আগার কোন অপরাধ নাই, কেননা
 অকস্মাৎ যখন মধুরিপু আমার নয়নগোচর হইয়াছিলেন,
 তখনই পোড়া মদন সহসা আগার চিত্ত হরণ করিয়া
 লইল ।

অনন্তর (স্তব্ধ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক)
 কহিলেন, দেবি ! পুনরায় যে সময়ে ঐ মধুরিপু ক্ষণ-
 কালের নিমিত্তও আমার নয়নপদবী গত হইবেন, তদগেই
 সেই সকল দণ্ডকে রত্ন দিয়া খচিত করিব ॥ ১১ ॥

মদ । (স্বগত) অহো ! ইহাঁর অনুরাগ কি অসীম ! যাহা
 হউক, অতিশয় প্রিয়কথন দ্বারা ইহাঁকে অন্তমনস্ক করি ।
 অনন্তর (প্রকাশ করিয়া বলিলেন) বাছা ! দেখ
 দেখ ! ॥ ১২ ॥

যোহিযং ত্বয়া স্বকরপুঙ্করসিক্তমূলঃ

সম্বন্ধিতঃ স্ততনু বালরসালশাখী ।

জাতঃ স তে মুকুলদন্তরমৌলিরীয-

ম্মাত্রে তদেব মধুপাঃ প্রিয়মালপস্তু ॥ ১৩ ॥

রাধা । (সত্রাসোৎকম্পং) হলা শশিগুণি স্মর্তব্যাস্মি ।

মদ । (স্বগতং) অহো কেয়মনর্থপরম্পরা স্বয়মুপস্থিতা ।

(প্রকাশঃ) বচ্ছে মাতিবির্রবাত্তঃ উপলক্ষিতমেবাস্ত্র

সামুরাগহৃদয়ং ॥ ১৪ ॥

পুঙ্করং জলং । রসালশাখী আগ্রবৃক্ষঃ । স রসালশাখী । তদেব তস্মা-
দ্ব্যতোঃ ॥ ১৩ ॥

বৎসে । অশ্রু শ্রীকৃষ্ণঃ ॥ ১৪ ॥

তুমি আপনার করকমল দ্বারা যাহার মূলদেশে জল সেচন
করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছ, সেই এই রসাল (আগ্র) তরুর
অগ্রভাগ ঈষৎ মুকুলিত হইয়াছে । হে স্ততনু ! আমার
বোধ হয়, তাহাতেই এই সকল মধুকর মধুর আলাপ করি-
তেছে ॥ ১৩ ॥

রাধা । (ত্রাসের সহিত উৎকম্পিত হইয়া) কহিলেন, অলৌ-
শশিগুণি ! আমাকে স্মরণ রাখিও ?

মদ । (স্বগত) আঃ ! কি সর্বনাশ ! এ কি অনর্থ পরম্পরা
স্বয়ং উপস্থিত হইল ? (অনন্তর প্রকাশ করিয়া কহি-
লেন) বৎসে ! ব্যাকুলা হইও না, তোমার প্রতি মাধ-
বের হৃদয় সামুরাগ লক্ষিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

দেশাগরাগেণ ।

সরসকথাহু কথং পুলকাচিতগাননকমলমজস্রং ।

কলয়তি চারু হসিত নব বলিতং পরিহৃতকেলিসহস্রং ॥ ১

মুগ্ধে পরিহর শঙ্কিতমধিকমহয়ে ॥ ৬ ॥

আদর-মধুরমিগামনুবলং কথমালপতি সমারং ।

স্বমুখি সখীং তব তদপি মনো বত কলয়তি কিমু ন বিচারং ॥২

গজপতিরুদ্রনরাধিপহৃদয়ে বসতু চিরং রসসারে ।

রামানন্দরায় কবিভণিতং পরিচিতকেলি বিচারে । ৩ ॥১৫॥

চিরং চিরকালং বাপ্য ॥ ১৫ ॥

দেশাগরাগ ।

বাছা ! তোমার প্রতি যদি শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় অনুরক্তই না হইবে, তবে কেন তোমার শশিমুখী সখীর সরস কথা সকলে তাঁহার বদনসরোজে নিরন্তর পুলকাচিত হইবে ? কেনই বা তিনি সহস্র সহস্র ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া মন্দ মন্দ হাস্য করিবেন। অতএব হে মুগ্ধে ! অতিশয় শঙ্কা পরিত্যাগ কর, এই সকল কারণ আলোচনা করিয়া কি তোমার মন বিচার করিতেছে না ? রামানন্দরায় কবি বিরচিত এই সঙ্গীত রসকেলি বিচার চতুর গজপতিরুদ্র নরেন্দ্রের হৃদয়ে বিরাজ করুক ॥ ১৫ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

ধানসী ।

রাধে কাহে কর হৃদয়ে অনুতাপ । শঙ্কিত পরিহর মিলব

রাধা । দেবি ।

অনুমিতমম্মুপয়োদে তনুপরিকলিতা দাগানলজ্বালা ।

বপুরতিললিতং বালা শিবশিব ভবিতা কথং হরিণী ॥ ১৬ ॥

ভবিতা জীবিত্যতি ॥ ১৬ ॥

রাধা । দেবি ! খরতর দাবদাহে দহমান দেহা হইয়া স্নকু-
মারী হরিণবালা কি প্রকারে জীবন ধারণ করিবে ! হায় !
উদিত ঘনে ঘন বর্ষণ হইবে অনুমান করিয়া কি জীবন
রক্ষা পায় অর্থাৎ হে সখি ! জীবন গেলে জলে আর কি
করিবে ॥ ১৬ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

নাগরবর শুন মনু বচন আলাপ ॥ ধ্রু ॥ শশিমুখী সখী যব
ভেজলি বর মোহিনী তহুঁ নিকুঞ্জে হাম থেহ । তিরই নিজ
অঙ্গ শুনল শঠ চাতুরী যত যত कहलहि नाह ॥ রসময় বচন
শুনই বর নাগর পুলকবদনে করু হাস । নিশি অবশেষে
অরুণকিরণে যনু সরসী সরোজ পরকাশ ॥ সতত কেলিরস,
পরিহরি মাধব, আদরে শুন তুষা নাম । মদনশরাসনে, জর
জর অন্তর, অকুশল শত নাহি মান ॥ মন্দ বিচলিত, মলয়জ
চন্দন, ভেলি সখি ভসম সমান । বিরহ ছতাসনে, জর জর তনু
মন, ছটফট করত পরাণ ॥ ফলল মনস্তরু, শুন বর নাগরি,
অব সখি না হও উদাস । ধৈর্য ধর চিতে, আনব সেই
নাগর, कहत दीन लोचनदास ॥ ১৫ ॥

যথা রাগ ।

সখি চাতকিনী আছে জল আশে । উদয় নবীন ঘন,

মদ । বৎসে নিযোজিতাপি ময়া মাধবী তৎপরিজ্ঞানায় স্বৎ-
প্রতিচ্ছন্দক সনাথ চিত্রফলকহস্তা ॥ ১৭ ॥

(ততঃ প্রবিশতি চিত্রফলকহস্তা মাধবী ।)

মাধবী । দেবি বন্দে ॥ ১৮ ॥

মদ । বচ্ছে স্বাগতং তেহপি বিদিতং রহস্যং ॥ ১৯ ॥

মাধবী । অথ কিং ॥ ২০ ॥

প্রতিচ্ছন্দকঃ প্রতিমূর্তিঃ ॥ ১৭ ॥

মদ । বৎসে ! স্থির হও, মাধবের অভিপ্রায় জানিতে আমি
মাধবীকে নিযুক্ত করিয়াছি, সে তোমার চিত্রফলক লইয়া
মাধবসন্নিধানে গিয়াছে ॥ ১৭ ॥

(চিত্রপট হস্তে করিয়া মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী । দেবী ! বন্দনা করি ॥ ১৮ ॥

মদ । বৎসে ! তোমার কুশল ত, অভিপ্রায় জানিতে
পারিয়াছ ? ॥ ১৯ ॥

মাধবী । তবে কি ? ॥ ২০ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

অলখি তাহার মন, আনন্দলহরী নীরে ভাসে ॥ ধ্রু ॥ চিরকাল
ধেয়াইয়া মেঘে রহে তাকাইয়া, তাহে বিধি হইল বিপরীতি ।
দারুণ সে ঝঙ্কাবাতে, মেঘ নিল অন্য পথে, চাতকিনীর কি
হইবে গতি ॥ সে মেঘ বিনা বাঁচে না, অন্য জল পিয়ে না,
তৃষ্ণায় মরে অবলা পরাণে । হায় বিধি এই কি কৈলা, দেখা-
ইয়া হরিলীলা, তোর বুদ্ধি অন্ধের সমানে ॥ ১৬ ॥

মদ । তদাবেদয় ॥ ২১ ॥

মাধবী । ফলকমাবেদয়তি ॥ ২২ ॥

রাধা । (সলজ্জঃ) ফলকং যাচতে ॥ ২৩ ॥

মাধবী । দেহি মে পারিতোষিকং ॥ ২৪ ॥

মদ । (স্বগতং)

ধ্রুবং তদশ্রু হৃদয়ং প্রতীক্য

ক্ষুণ্টং মুকুন্দোহপি চকার রাগং ।

ভগ্নঃ কদাচিদ্যদয়ং প্রমাদাৎ

প্রেমান্ধুরো বোজয়িতুং ন শক্যঃ ।

(প্রকাশং) বচ্ছে উপনয় ফলকং ॥ ২৫ ॥

মাধবী । মনোগদর্শয়িত্বাঞ্চলেনাচ্ছাদয়তি ॥ ২৬ ॥

উপনয় দেহি ॥ ২৫ ॥

মদ । বাছা ! বল দেখি ॥ ২১ ॥

মাধবী । অমনি চিত্রপটখানি প্রদান করিতে উদ্যত ॥ ২২ ॥

রাধা । (সলজ্জ) ! সখি দাও দাও, আমি একবার দেখি ॥ ২৩ ॥

মাধবী । আমাকে আগে পারিতোষিক দাও ॥ ২৪ ॥

মদ । (স্বগত) নিশ্চয়ই শ্রীরাধার হৃদয় স্পষ্টরূপে জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণও অনুরাগী হইয়াছেন, কেননা প্রমাদ বশতঃ প্রেমান্ধুর একবার ভগ্ন হইয়া গেলে আর তাহা সংযোজন করা দুঃসাধ্য । (প্রকাশ করিয়া) বাছা মাধবি ! শ্রীরাধাকে চিত্রফলকটি দাও ॥ ২৫ ॥

মাধবী । ঈষৎ দেখাইয়া পুনরায় বস্ত্রাঞ্চলে আচ্ছাদন করিলেন ॥ ২৬ ॥

শশি । বলাগ্দ্‌চীত্ৰাবলোকয়তি । অএ কথং এদাইং অক্খ-
রাইং ইতি বাচয়তি ।

মা শঙ্কিষ্ঠাঃ স্মৃখি বিমুখীভাবমেতস্ম ন স্মা-

দানন্দায় প্রথমমুকুলা পদ্মিনী কস্ম কামং ।

অ'স্মায়ৈব প্রশিখিলধৃতির্গন্ধমস্মাস্তথাপি

নালম্বেত ক্ষণমপি যুবা কিং নু মধ্যস্থভাবং ॥ ২৭ ॥

অয়ে কথমেতানি অক্ষরাণি । এতস্ম ন স্মাং অপি তু সৰ্ব্বশ্চৈব স্মাং ।
অস্মাঃ প্রথমমুকুলাঃ পদ্মিণীঃ । কিং নালম্বেত অপি তু আলম্বেত এব ।
মধ্যস্থভাবং তটস্থভাবং ॥ ২৭ ॥

শশি । বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া দেখিলেন, অয়ে ! কতক-
গুলি অক্ষরপঙক্তি । এই বলিয়া পড়িতে লাগিলেন ।
যথা—অয়ি স্মৃখি ! আমার বিমুখীভাব দেখিয়া হৃদয়ে
কোন শঙ্কা করিও না, প্রথম বিকশিতা নলিনী কাহার না
আনন্দের নিমিত্ত হয় ? যদিচ ঐ নববিকশিতা পদ্মিনীর
মনোহর মৌরভভরে তরুণ ব্যক্তির ধৈর্য্য শিথিল হয়
সত্য, তথাপি সে ক্ষণকালের নিমিত্তও কি তটস্থভাব
আশ্রয় করে না ? ॥ ২৭ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

যথা রাগ ।

শুনহ স্মৃখী, নহ মনছুখী, হৃদয়ে না ভাব ত্রাস । প্রথমে
মুকুলা, চটুল নলিনী, কারে না করে উল্লাসে ॥ ১ ॥ জন মনো-
হর, মৌরভ তাহার, যদি মধুকর পায় । শিথিল ধৈর্য্য, হই

মাধবী । সহি বড়টসে পিআগুরাএণ ॥ ২৮ ॥

রাধা । (দীর্ঘমুষ্ণ নিশ্বস্ত) হল্য কহিং দাগীং অক্ষাণং ঈরিসং
ভাঅধেঅং । (মদনিকাং প্রতি) এথ কো অথো ॥ ২৯ ॥

মদ । তবৈতদেব হৃদয়ং প্রতীত্য
ক্ষুটং মুকুন্দোহপি চকার রাগং ।

সখি স্তথং বন্ধসে প্রিয়ানুরাগেণ ॥ ২৮ ॥

অত্র কোহর্থঃ ॥ ২৯ ॥

মাধবী । (হাস্তবদনে) সখি ! আর কি ! এখন প্রিয়ানু-
রাগস্থখে বদ্ধিতা হও ॥ ২৮ ॥

রাধা । (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) হালো সখি ! কোথায়
এখন আমাদের ওপ্রকার ভাগ্য ! (অনন্তর মদনিকার
প্রতি) দেবি ! এ সকল অক্ষরপঙক্তির অর্থ কি ? ॥ ২৯ ॥

মদ । বাছা ! তোমার এরূপ হৃদয় জানিতে পারিয়া মুকুন্দও

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

অলিরাজ, আকুল হইয়া ধায় ॥ শুন শুন হে পরাণপ্রিয়া ।
তব গুণগ্রাম, শুনিয়া সে নাম, ছাড়ি উদাসীন হইয়া ॥ কপট
বিমুখ, তাহে মন দুখ, না ভাব সুন্দরি তুমি । তোমার
পিরিতি, নবীন আরতি, ছলেতে জানিল আমি ॥ আর না
ভাব পরাণ রাধা । তুমি হে আমার, আমি হে তোমার, ঘুচাও
মনের বাধা ॥ কৈতব তেজিল, এত লিখি দিল, বিনা মূলে
তব দাস । পড়িয়া লিখন, হাঁসে সখীগণ, লোচন মন
উল্লাস ॥ ২৭ ॥

ভগ্নঃ কদাচিৎ যদয়ং প্রমাদাং

প্রেমাস্কুরো যোজয়িতুং ন শক্যঃ ॥

তবৎসে মাতিবিক্রবাভুঃ । ফলিতোহস্মাকং মনস্কার-
তরুঃ ॥ ৩০ ॥

রাধা । অজ্জবি ণ পচ্ছেমি তা এথ ভোদী জ্জেকব সরণং ॥ ৩১

মদ । এষাং চলিতাস্মি তদনুমত্ত ॥ ৩২ ॥

রাধা । সপ্রণামং (সংস্কৃতমাশ্রিত্য) ভগবতি ।

নিকুঞ্জোহয়ং গুঞ্জমধুকরকদম্বাকুলতরঃ

চিত্তপরিপূর্ণতারূপতরুঃ । চিত্তভোগমনস্বার ইতামরঃ ॥ ৩০ ॥

অদ্যাপি ন প্রত্যেমি তদত্র ভবত্যেব শরণং ॥ ৩১ ॥

তোমার প্রতি স্পষ্ট অনুরাগ করিয়াছেন, কারণ প্রমাদ
বশতঃ যদি কথঞ্চিৎ প্রেমাস্কুর ভগ্ন হয়, তবে আর তাহা
পুনরায় সংযোজন করিতে পারিব না, ইহার এই অর্থ ।
অতএব বাছা ! তুমি আর অতিশয় ব্যাকুল হইও না,
আমাদের মনোরথতরু ফলিত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

রাধা । দেবি ! এখনও বিশ্বাস হয় না, তবে এবিষয়ে আপনি
এক বলবৎ আশ্রয় ॥ ৩১ ॥

মদ । বাছা ! চিন্তা কি ? এই আমি চলিলাম, অনুমতি
দাও ॥ ৩২ ॥

রাধা । (প্রণাম করিয়া সংস্কৃতভাষায় কহিলেন) ভগবতি !
দৃষ্টিপাত করুন, এই নিকুঞ্জ-গৃহ গুঞ্জিত-অলিপুঞ্জে অতি-

প্রয়াতঃ প্রায়োহয়ং চরমগিরিশৃঙ্গং দিনমগিঃ ।
 মরুগ্মন্দং মন্দং তরলয়তি মল্লীগধুকরান্
 কিমগ্নবক্তব্যং বিধুরপি বিধাতা সমুদয়ং ॥ ৩৩ ॥
 কর্ণটিরাগেণ ।

মঞ্জুতরগুঞ্জদলিকুঞ্জমতিভীষণং ।
 মন্দমরুদহুরগগন্ধকৃতদূষণং ॥
 সকলমেতদীরিতং ।

কিঞ্চ গুরু পঞ্চশরচঞ্চলং সম জীবিতং ॥ ধ্রু ॥
 মন্তপিক দত্তরুজমুত্তমাদিকরণং বনং ।

অধির্গানসীবাখ্য । পুষ্পাধির্গানসীবাখ্য ইত্যমরঃ ॥

শয় আকুল হইয়াছে, দিনমগিও অন্তাচলের শৃঙ্গে গত-
 প্রায়, মলয়সমীরণও আবার মল্লী-পুষ্পগত মধুপবৃন্দকে
 মন্দ মন্দ তরলিত করিতেছে, অধিক কি, বিধুও উদ্ভিত-
 প্রায় হইলেন, অতএব বাহ্য উচিত বিবেচনা হয় করি-
 বেন ॥ ৩৩ ॥

কর্ণটি রাগ ।

দেবি ! অবলোকন করুন । অলিপুঞ্জের মঞ্জুল-গুঞ্জে
 এই মিকুঞ্জ গৃহ অতিশয় ভীষণ হইয়াছে, মন্দ মারুত আবার
 ইহার অন্তর্গত হইয়া গন্ধ দ্বারা দূষিত করিতেছে । আর্যো !
 অধিক কি বলিব, পঞ্চশরের গুরুতর শরাঘাতে আমার এই

লোচনদ্বাপ ঠাকুরের গীত ।

কানড়া রাগ ।

গুঞ্জ অলিপুঞ্জ বহু কুঞ্জে মন মতিয়া । মন্তপিক দত্তরুষে

ভগ্নঃ কদাচিৎ যদয়ং প্রমাদাৎ

প্রেমাস্কুরো যোজয়িতুং ন শক্যঃ ॥

তবৎসে মাতিবিক্রবাভুঃ । ফলিতোহস্মাকং মনস্কার-
তরুঃ ॥ ৩০ ॥

রাধা । অজ্জবি ণ পচ্চেমি তা এত্থ ভোদী জ্জিব সরণং ॥৩১

মদ । এষাহং চলিতাস্মি তদনুমত্তম ॥ ৩২ ॥

রাধা । সপ্রণামং (সংস্কৃতমাশ্রিত্য) ভগবতি ।

নিকৃঞ্জোহয়ং গুঞ্জমধুকরকদম্বাকুলতরঃ

চিত্তপরিপূর্ণতারূপতরুঃ । চিত্তভোগমনস্কার ইতামরঃ ॥ ৩০ ॥

অদ্যপি ন প্রত্যোনি তদত্র ভবত্যেব শরণং ॥ ৩১ ॥

তোমার প্রতি স্পষ্ট অনুরাগ করিয়াছেন, কারণ প্রমাদ
বশতঃ যদি কথঞ্চিৎ প্রেমাস্কুর ভগ্ন হয়, তবে আর তাহা
পুনরায় সংযোজন করিতে পারিব না, ইহার এই অর্থ ।
অতএব বাছা ! তুমি আর অতিশয় ব্যাকুল হইও না,
আমাদের মনোরথতরু ফলিত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

রাধা । দেবি ! এখনও বিশ্বাস হয় না, তবে এবিষয়ে আপনি
এক বলবৎ আশ্রয় ॥ ৩১ ॥

মদ । বাছা ! চিন্তা কি ? এই আমি চলিলাম, অনুমতি
দাও ॥ ৩২ ॥

রাধা । (প্রণাম করিয়া সংস্কৃতভাষায় কহিলেন) ভগবতি !
দৃষ্টিপাত করুন, এই নিকৃঞ্জ-গৃহ গুঞ্জিত-অলিপুঞ্জে অতি-

প্রযাতঃ প্রায়োহয়ঃ চরমগিরিশৃঙ্গং দিনমণিঃ ।

মরুন্মন্দং মন্দং তরলয়তি মল্লীগধুকরান্

কিমন্মরুতব্যাং বিধূরপি বিধাতা সমুদয়ং ॥ ৩৩ ॥

কর্ণটিরাগেণ ।

মঞ্জুতরগুঞ্জদলিকুঞ্জমতিভীষণং ।

মন্দমরুদন্তরগগন্ধকৃতদৃশ্যং ॥

সকলমেতদীরিতং ।

কিঞ্চ গুরু পঞ্চশরচঞ্চলং সম জীবিতং ॥ ধ্রু ॥

মন্তপিক দত্তরুজমন্তমাধিকরণ বনং ।

আধির্মানসীবাখ্য । পুংসু আধির্মানসীবাখ্য ইত্যমরঃ ॥

শয় আকুল হইয়াছে, দিনমণিও অন্তাচলের শৃঙ্গে গত-
প্রায়, মলয়সমীরণও আবার মল্লী-পুষ্পগত মধুপবন্দকে
মন্দ মন্দ তরলিত করিতেছে, অধিক কি, বিধুও উদিত-
প্রায় হইলেন, অতএব বাহা উচিত বিবেচনা হয় করি-
বেন ॥ ৩৩ ॥

কর্ণটি রাগ ।

দেবি ! অবলোকন করুন । অলিপুঞ্জের মঞ্জুল-গুঞ্জে
এই নিকুঞ্জ গৃহ অতিশয় ভীষণ হইয়াছে, মন্দ মরুত আবার
ইহার অন্তর্গত হইয়া গন্ধ দারা দূষিত করিতেছে । আর্যো !
অধিক কি বলিব, পঞ্চশরের গুরুতর শরাঘাতে আমার এই

মোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

কানড়া রাগ ।

গুঞ্জ অলিপুঞ্জ বহু কুঞ্জে মন মতিয়া । মন্তপিক দত্তরুবে

সঙ্গসুখমগ্নমপি তুঙ্গভয়ভাজনং ॥

রুদ্ধ নৃপমাশু বিদধাতু সুখসঙ্কলং ।

রামপদ ধাম কবিরায়কৃতমুজ্জ্বলং ॥ ৩৪ ॥

মদ । বৎসে অস্মিন্ বকুলপাদপোপকণ্ঠে দ্রষ্টব্যাসীতি
নিজ্ঞাস্তা ॥ ৩৫ ॥

ইতরা অপি নিজ্ঞাস্তাঃ ॥

সঙ্গেন সুখং বস্ত । সঙ্কলং ব্যাপ্তং । ধাম আশ্রয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

জীবন অতিশয় চঞ্চল হইতেছে, এই সকল মত্ত-পিকের কুল-
রবে হৃদয় কোনক্রমেই স্থস্থ হইতেছে না । হা কষ্ট ! অঙ্গ ত
আবার সঙ্গসুখের নিমিত্ত তুঙ্গভয়ের ভাজন হইতেছে, অতএব
হে দেবি ! এই ত সমস্তই নিবেদন করিলাম যাহা ভাল
বোঝেন করিবেন । রামানন্দরায় বর্ণিত এই সঙ্গীত নৃপবর
প্রতাপরুদ্রের হৃদয়ে স্থখ বিস্তার করুক ॥ ৩৪ ॥

মদ । বাছা ! এই বকুলতরুতলে আমাকে দেখিতে
পাইবে ॥ ৩৫ ॥

(তৎপরে সকলের প্রস্থান) ॥

শোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

কাটে মঝু ছাতিয়া ॥ বল্লীযুক্ত মল্লীফুল গন্ধসহ মারুতা । কুন্দ-
কলি শৃঙ্গ অলি বৃন্দ কাঁছ নৃত্যতা । সখি মন্দ মঝু ভাগিয়া ।
কাস্তু বিনা ব্রাস্ত প্রাণ কাহে রছ কাঁচিয়া ॥ ৩৬ ॥ ভস্মতনু
পুষ্পধনু সঙ্গে রস পুরিয়া । অঙ্গ মঝু ভঙ্গ করু প্রাণ যাকু
ফাটিয়া ॥ পশু মঝু দুঃখ হেরি রোয়ে পশু পাখিরে । বল্লী
নবকুঞ্জ ভেল তুঙ্গভয় ভাঙ্গিরে ॥ গচ্ছ সখি পুচ্ছ কি বা আনি-
দেহ নাহরে । স্পর্শসুখ দর্শ লাগি শোচনক আশরে ॥ ৩৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটকে ভাবপ্রকাশ নাম
তৃতীয়েঃ ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামানন্দরায় বিরচিত জগন্নাথবল্লভনাটকে
শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে ভাবপ্রকাশ নাম তৃতীয়
অঙ্ক ॥ * ॥

জগন্নাথবল্লভ নাটকঃ ।

চতুঃপাংকঃ ।

ততঃ প্রবিশতি মদনিকা ।

মদ । অয়ে শ্রুতং মদনমঞ্জরীমুখাং বকুলপাদপোপকণ্ঠে
বটুদ্বিতীয়ো নিবসতি মুকুন্দঃ । ততঃ প্রবিষ্যৎ গচ্ছামীতি (পূর-
তোহবলোক্য) অয়ে মুকুন্দোহয়ং বটুনা সহ কিমপি মন্ত্র-
য়ন্ সবিষাদমাস্তে । তদ্বৎসবমেব বিলাসিতমত্র কুসুম-
শায়কেন । তন্মাধবীপুচ্ছান্তরিতা শৃণোমীত্যাশ্রানমপ-
বার্ধ্য স্থিতা ।

(অনন্তর মদনিকার প্রবেশ)

মদ । অয়ে ! মদনমঞ্জরীর মুখে শুনিলাম, মুকুন্দ বটুর (মধু-
মঙ্গলের) সহিত মিলিত হইয়া বকুলপাদপের তলে
বসিয়া আছেন । তবে সেই খানেই বাইতে হইল
(অগ্রে দৃষ্টিপাত পূর্বক) অয়ে ! এই যে মুকুন্দ বিষন্ন
চিত্তে বটুর সহিত কি মন্ত্রণা করিতেছেন, অতএব নিশ্চ-
য়ই জানিলাম, এখানে কুসুমশরাসন বিলাস করিতেছেন ।
মাহা হউক, এই মাধবীপুচ্ছের অন্তরালে থাকিয়া ইহাদের
পরামর্শটা শুনি । এই বলিয়া শরীর সঙ্গোপন পূর্বক
রাহিলেন ।

ততঃ প্রবিশতি মদনাবস্থাং নাটয়ন্ বিদুমকেণ মহালপন্
কৃষ্ণঃ ॥ ১ ॥

মদ । (স্বগতং)

মালবরাগেণ ।

বদনমিদং বিধুমণ্ডলমধুরং বিধুরং বত স্ফুটরেণ ।

কলয়দনঙ্গশরাহতিমনিশং মলিনমিবেন্দুকরেণ ॥ ১ ॥

মাধববপুরতিখেদং । জনয়তি চেতসি শতধা ভেদং ॥ ধ্রু ॥

চন্দ্রমণ্ডলানপি মধুরং । বিধুরং ম্লানং । চন্দ্রকিরণাহতি কলয়ং প্রাপ্নু-
বৎ পয়াং যথা বিধুবৎ তদ্বৎ । অতিখেদং দুঃখযুক্তং ॥

(অনন্তর স্ত্রীর মদনবিকার আবিষ্কার পূর্বক) বিদুমকের
মহিত আলাপ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ॥ ১ ॥

মদ । (স্বগত অর্থাৎ স্বয়ং কহিতে লাগিলেন)

মল্লার রাগ ।

অহো ! মাধবের এই সুখমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডল অপেক্ষাও
সুন্দর, ইহা কি না ইন্দুকিরণে মলিনা-মলিনীর ত্রায় নিরন্তর
মদন-শরাঘাতে চির-বিধুর হইয়া রহিয়াছে । হা কষ্ট !
বাছার এই বপুঃ দেখিয়াই যে আমার চিত্ত শত প্রকারে

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

পুরবীরাগ ।

অয়ে দেখিতে লাগয়ে সাধি । অনেক দিবস পরে অলখিনু
কালীচাঁদ পরমাদ ॥ ধ্রু ॥

পরিহৃতহারং হৃদয়মুদারং ধূমরিতং বিরহেণ ।

মরকতশৈলশিলাতলামাহতমহহ কিমিন্দুকরেণ ॥ ২ ॥

গজপতিরুদ্রং স্কৃতসমুদ্রং শশিকিরণাদপি শীতং ।

রামানন্দরায়কবিভণিতং সুখয়তু রুচিরং গীতং । ৩ ॥ ২ ॥

কৃষ্ণঃ । সা চেতুং পললোচনা সহচরীবক্ত্রেণ মে নির্ভরং

পরিহৃতস্তাক্তঃ । ঈষৎ পাণ্ডুস্ত ধূম ইত্যমরঃ ॥ ২ ॥

বিদীর্ণ হইতেছে, কি ছুঃখ ! বাছার সরলহৃদয়ে হারগাছটীও নাই, চন্দ্রকিরণাহত মরকত শিলাতলের ন্যায় বিরহে ধূমরিত দেখিতেছি । রামানন্দরায় বর্ণিত এই সঙ্গীত গজপতি প্রতাপ-রুদ্র যিনি পুণ্যসমুদ্র ও চন্দ্রকিরণ অপেক্ষাও স্নহীতল, তাঁহাকে চিরস্বখী করুক ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক) সখে ! যদিচ সেই কমলনয়না আপনার সহচরীর মুখে আমাতে নিরতিশয়

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

সে চাঁদ অধর, অতি স্নমধুর, এবে সে বিধুর দেখি । অনঙ্গ বিশিখে, অঙ্গ থর থর, বুয়ে কমলআঁখি ॥ উড়ুর নাগর, যেন তার কর, নলিনী মলিনী করে । তেমতি মলিন, কানুর বদন, প্রবল মদনশরে ॥ পরিহরি কেলি, সতত ব্যাকুলি, দেখিয়া । বিদরে বুক । বিরহে ধূমর, কানুর শরীর, তাহাতে উপযে স্নখ । এতেক বিচারি, মদনসুন্দরী, করয়ে ঈষত হাস । কর-জোড় করি, আশ্বাসে মুরারি, এ দীন লোচন দাস ॥ ২ ॥

যথা রাগ ।

সখা হে দেখ মোর দুর্দৈব বিলাস । হেলে হারাইয়া গণি, এবে বুড়ে মোর প্রাণি, মন মোর সতত উদাস ॥ ৩ ॥

প্রেমাণং প্রকটী চকার তদয়ং হাসো ময়া কল্পিতঃ ।

হা হা শুভি-দিয়া মহামণিরভূৎ ত্যক্তো ময়া দৈবতো

যায়াল্লোচনগোচরং পুনরিয়ং পুনোরগণৈর্যম ॥ ৩ ॥

বিদু। ভো বয়স্য ভণিতং জ্জ্বল মএ মা এসা অধুরাগিনী
পরিহরিঅহু ভি এহিং কীস উভল্লাসি। ভোঅণেচ্ছাএ

ভাবপ্রধাননির্দেশাং গোচরহমিতার্থঃ ॥ ৩ ॥

ভো বয়স্য ভণিতমেব নয় এয়া অনুরাগিনী পরিহরিতামিতি। ইদানীং

প্রেম প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে আমি উপ-

হাস করিয়াছি, হায়! শুভি জানে মহামণি ত্যাগ

করিলাম, দৈববশতঃ পুনরায় যদি তিনি আমার লোচন-

গোচর হয়েন, তাহা হইলে আর আমার ভাগ্যের পরি-

সীমা কি? ॥ ৩ ॥

বিদু। ভো বয়স্য! তোমাকে আগেই বলিয়াছিলাম, এই

অধুরাগিনীকে ত্যাগ করিও না, এখন কেন উতলা হই-

লোচননান ঠাকুরের গীত ।

যবে সেই পদ্মমুখী, অনঙ্গপত্রিকা লিখি, পাঠাইয়া দিল

দূতী হাতে। তবে কৈল উপহাস, এবে হয়ে সর্বনাশ, সম্ব-

রিতে নারি সখা চিতে ॥ করি মুঞি শুভিবুদ্ধি, তেজিলাম

গুণনিধি, না দেখি উপায় আর সখা। যদি থাকে পূর্ব পুণ্য,

নয়নগোচর পুন, তার সহ হবে মোর দেখা ॥ ৩ ॥

নিউভাএ লড্ডুঅ মোদএহিং কিং কাদবং তা এথ অহং
জ্জেকব উবাও ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণঃ । কথমিব ।

বিদূ । অহং বন্ধগো মন্তং আবট্টিঅ আবট্টিঅ ইমং আঅড্ড-
ইস্মং ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণঃ । জ্ঞাতং তে ব্রাহ্মণ্যং তদাকল্পয় মদনিকং ॥ ৬ ॥

মদ । প্রবিশ্য মদনিকা । যন্তি বৎসায় ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণঃ । পুরতোহবলোক্য কথমিয়ং মদনিকা (সপ্রশ্রয়ং)
দেব যাগতং তে ॥ ৮ ॥

কস্মাহুভামসি । ভোজনেচ্ছায়াঃ নিবৃত্তায়াঃ লড্ডুকনোদকৈঃ কিং কঠবাঃ
ভদ্রাহনেবোপায়ঃ ॥ ৪ ॥

অহং ব্রাহ্মণো মন্ত্যাবর্ত্য আবর্ত্য ইমানাকর্ষয়িষ্যামি ॥ ৫ ॥

তেহ ? ভোজনের ইচ্ছা না থাকিলে লড্ডুকে কি
করিবে, অতএব এখন এ বিমরে আমিই উপায় ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ । কি করিয়া ।

বিদূ । আমি ব্রাহ্মণ, মন্ত্র পড়িয়া মন্ত্র পড়িয়া ঐ হরিণাক্ষীকে
আকর্ষণ করিব ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণ । তোমার ব্রাহ্মণতা জানি, আর গর্ব করিও না, এক্ষণে
মদনিকাকে আহ্বান কর ? ॥ ৬ ॥

মদ । (প্রবেশ করিয়া) বাছার মঙ্গল হউক, এই বলিয়া
আশীর্বাদ করিলেন ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণ । (অগ্রে অবলোকন করিয়া) এই যে মদনিকা,

মদ । মহাভাগ মুখচন্দ্রদর্শনেন ॥ ৯ ॥

বিদু । কুসুমশরবেথিদো অক্ষাণং পিঅবঅস্স তা অণীঅহু
সা জ্জেক্স গোবকুমারিয়া ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণঃ । (সনচ্ছং) ধিঙ্মূর্থ মৈবং ভণ ॥ ১১ ॥

বিদু । অক্ষো বক্ষণা উজ্জুআ ফুড়ং জ্জেক্স ভণাম ॥ ১২ ॥

মদ । (সন্সিতং) বংস অপি নাগ অমিথ্যাবচনোহসি ॥ ১৩ ॥

কুসুমশরবাথিতোহ্যাকং প্রিয়বয়স্যস্তম্ভানানীয়তাং সা এব গোপকুমা-
রিকা ॥ ১০ ॥

বয়ং ব্রাহ্মণা শাজবঃ ক্ষুটমেব ভণানঃ ॥ ১১ ॥

অমিথ্যাবচনঃ সত্যবচনস্থবং ॥ ১৩ ॥

(প্রণয়ের সহিত) দেবি ! আস্তন আস্তন, আপনকার
কুশল ত ? ॥ ৮ ॥

মদ । মহাভাগ ! তোমার মুখচন্দ্র দর্শনেই সমস্ত কুশল ॥ ৯ ॥

বিদু । দেবি ! আমার প্রিয়বয়স্ক কুসুমশরাসনের শরে
জর্জরিত হইতেছেন, একারণ সেই গোপকুমারিকাকে
লইয়া আইসুন ? ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণ । দিক্ মূর্থ ! দেবির অগ্রে এ কথা বলিস্ না ॥ ১১ ॥

বিদু । আগরা ব্রাহ্মণ, সরলস্বভাব, স্পষ্টই বলিয়া থাকি ? ॥ ১২ ॥

মদ । (সহাস্ত্রে) বংস ! আমি নিশ্চয়ই জানি, তুমি সত্য-
বাদী ॥ ১৩ ॥

বিদু । অধাইং পেক্খধ পেক্খধ এদাইং পউমপভাইং

ইতি মর্মরপত্রাণি দর্শয়তি । (সংস্কৃতমাশ্রিত্য) ॥ ১৪ ॥

ছুঃখীবড়ারীরাগেণ ।

নলিনবনং বনমালিকূতে কৃতমুজ্জ্বিতকুসুমপলাসং ।

পল্লবমপি বৃন্দাবনম্ভু কলয়সি ললিতবিকাশং ॥ ১ ॥

সরলে পশ্যসি কিমু ন হি কৃষ্ণং । স্থয়ি নিহিতাশং গমিত-
বিলাসং চাতকমিব ঘনভৃষ্ণং ॥ ৫ ॥

বিদু । তবে কি ? দেবি ! দেখ দেখ, এই সকল পদ্মের

দল, এই বলিয়া মর্মর (অতি শুষ্ক) পত্র সকল দেখা-

ইতে লাগিলেন । (সংস্কৃতভাষায়) ॥ ১৪ ॥

ছুঃখীবড়ারীরাগ ।

দেবি ! বনমালির নিমিত্ত পদ্মবনের কুসুম সকলের একটা
দলও নাই, বৃন্দাবনে কি নববিকশিত পল্লবও দেখিতে পাই-
তেছেন ? হে সরলে ! আপনি কি বয়স্কের প্রতি দৃষ্টিপাত
করিতেছেন না, ইনি আপনার প্রতিই আশা নির্ভর করিয়া
বিলাস পরিত্যাগ পূর্বক জলদভৃষ্ণ চাতকের ন্যায় রছিয়াছেন,

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

: ছুঃখীবড়ারীরাগ ।

বিদু বলে দেবি বৃন্দাবন তরু চাই । নব নব পল্লব কিশ-
লয় দলচয় অলখি না পাওবি মাই ॥ ৫ ॥

বিধুমিব বীক্ষ্য বিধুস্তদমানয় চপলমিতি প্রতিবেলং ।

বদতি কথং বদ যদি মদনো হৃদি ন বসতি বিরচিতখেলং ॥২

গজপতিরু দ্রুমদং তনুতামিতি রামানন্দরায়সুগীতং ।

নিভৃতমনোভব-বিশিখপরাভব-হরিবিরহেণ সমেতং । ৩॥১৫

অথ কিং পশ্যত পশ্যত এতানি পয়পত্রাণি । অতিশুদ্ধপত্রাণি ॥ ১৪ ॥

কূতে নিমিত্তং । বিধুমিব কক্ষিকীক্য কিনুত বিধুং বীক্ষ্য । রাহমানর
ইতি প্রতিগ্গণং বদতি সতি । নিঃশেষং যথা স্মৃতিয়া ভূতো ধূতো মনোভবস্ত
কন্দর্পস্ত বিশিখস্ত বাণস্ত পরাভবো যেন তস্মৈ হরিবিরহেণ সমেতং
সংযুক্তং ॥ ১৫ ॥

অপর আপনি বলুন দেখি, মদন যদি ইহঁার হৃদয়ে বিবিধ
ক্রীড়া আবিষ্কার করিয়া বাস না করিত, তবে কেন ইনি চন্দ্র
দেখিয়া শীঘ্র রাহু লইয়া আইস, শীঘ্র রাহু লইয়া আইস, এ
কথা বারম্বার বলিবেন ? মদনশরাঘাতে গুরুতর আহত
হরিবিরহযুক্ত রামানন্দরায়ের এই সঙ্গীত গজপতি প্রতাপ-
রুদ্রের আনন্দ বিস্তার করুক ॥ ১৫ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

সরসিজ কানন, উপরি নিরমায়লু, তোড়ি তোড়ি কুসুম
পলাশে । সো সব কানন, অব ভেল মর্গর, কানুক বিরহ-
হতাশে ॥ সরলে অলখি না বুঝসি কাজ । দারুণ মনোভবে,
জর জর অন্তর, দূর ভেল ধৈর্য লাভ ॥ সতত কেলিসস,
পরিহরি মাধব, চিরদিন রহুঁ তুয়া আশে । যৈছে চাতকগণ,
নেহারই গগন, প্রবল পিয়াস পরকাশে ॥ হেরি চন্দন চাঁদ,

মদ । কিমেতাবতা ॥ ১৬ ॥

বিদু । তুমং পি পিঅবঅসুস জাদো জাণিদম্পি এ অঁগাসি
তা সমং জেব গহুঅ মএ আগিদববা অহম্পি গিসি-
ট্ঠাখো দূদো ইতি গল্লমিচ্ছতি ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণঃ । উত্তরীয়ে গৃহাতি ॥ ১৮ ॥

মদ । বৎস কৃষ্ণ কিমিতি ময়ে্যেব গোপয়সি ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণঃ । দেবি কিঞ্চিদ্রুস্তব্যাসি ॥ ২০ ॥

অনপি প্রিয়বরস্যো জাতঃ জ্ঞাপিতমপি ন জানাসি তৎ স্বয়মেব গতা ময়া
আনেতব্যা অহমপি নিস্ফলার্থে দূতঃ ॥ ১৭ ॥

মদ । (অনভিচ্ছার ন্যায়) বাছা ! এতাবতা কি হইল ? ॥ ১৬ ॥

বিদু । তুমি যে প্রিয়বরস্ব হইলে ? জানালেও যে জানিতে
পার না, তবে গিয়া লইয়া আসি, আমিও নিস্ফলার্থ দূত
অর্থাৎ ভণিত কার্য্যভার যুক্তি দ্বারা স্বয়ং সাধন করিতে
পারি । এই বলিয়া ঘাইতে উদ্যত ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণ । অম ন গিয়া উত্তরীয় ধরিলেন ॥ ১৮ ॥

মদ । বাছা ! কেন আমার নিকট গোপন করিতেছ ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণ । দেবি ! কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি ॥ ২০ ॥

লোচনদাস ঠা হরের গীত ।

গরলসম শঙ্কহি, আনল মলয়সমীরে । বদ বদ সুন্দরি, ইথে
কি মনোভব, না বিহরে শ্যাম শরীরে ॥ রতিপতিবিশিখে,
পরাভর নাগর, আনিদেহ সো প্রিয়া রাধা । লোচন সমীপে,
হেরব যব সো পদ, টুটব চিস্তন বাধা ॥ ১৫ ॥

মদ । বিশ্রদ্ধমভিধীরতাং ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণঃ । তবাস্তাদেতত্ত্বা বদনরুচমাকর্ষ্য শশিনঃ

কৃতাবজ্ঞা যস্মাদয়মপি রুজং তদ্বিনুনতাং ।

তদগ্গেনাসঙ্গং ভজত ইতি যো মে বহুমতঃ

কথং সোহপি প্রাণৈর্মম মলয়বাতো দিহরিত ॥ ২২ ॥

মদ । (স্বগতং) কৃতার্থাস্মাকং মনোরথেন সাক্ষিঃ রাধিকা

তদস্তা অপি বিরহাবস্থাং প্রকাশয়ামি । (প্রকাশং)

বৎস সাপি লাভণ্যমাত্র শেষা কল্যাণী ॥ ২৩ ॥

অয়ং শশী তত্ত্বাদ্বেতোঃ । তত্ত্বা আপায়াঃ । যো মলয়বতঃ বহুমতঃ
পূজিতঃ । প্রাণৈঃ সহ ॥ ২২ ॥

মদ । বাছা ! অব্যাজে বল ? ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণ । দেবি ! আপনার প্রণুখাৎ সেই সুবদনার বদনসৌন্দর্য্য

শ্রবণ করিয়া শশিকে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম, এজন্যই

তিনি আমাকে নির্দয়রূপে পীড়া দিতেছেন । অধিক কি

যাহাকে বিধুবদনার অঙ্গস্পর্শ করিয়াছে বলিয়া বহু সম্মান

করিয়াছিলাম, সেই দক্ষিণসমীরণই বা কি করিয়া আমার

প্রাণ হরণ করিতেছে ? ॥ ২২ ॥

মদ । (স্বগত) যাহা হউক, আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল,

এখন রাধা কৃতার্থা হইলেন, অতএব তাঁহারও বিরহাবস্থা

বর্ণন করি । (প্রকাশ করিয়া) বৎস ! সে কল্যাণীর

লাভণ্যমাত্র শেষ ॥ ২৩ ॥

তথাহি ।

শিলাপটে হৈমে তুহিং কিরণচন্দনরসৈ-
 রিয়ং তস্মী পিক্তা তনুমনু বিলেপং যুগয়তে ।
 ক্ষণং স্থিত্বা হাহা সরসবিসিনীপত্রশয়নে
 সমুত্তমৌ যাবজ্জলাতি ন চিরান্মর্মরামদং ॥ ২৪ ॥
 সামতোড়ী রাগেণ ।
 নিরবধি নয়নসলিলভবসাদে ।
 পততি কৃণা পরি চলতি চ পাদে ।
 মাধব গুরুতর মনসিজবাধা ।
 হরিহরি কথমপি জীবতি রাধা ॥ ধ্রু ॥

বিসিনী পদ্মিনী । ইদং বিদিনীপত্রং ॥ ২৪ ॥

সাদে কদম্বে । নিবদরস্ত জন্মালঃ পক্ষোহস্তী সাদকদমাভিত্যমরঃ । ইবেতি

বাছা ! তিনি অতিশয় ক্ষীণা হইয়াছেন, হিম-শিলায়
 চন্দন ঘর্ষন করিয়া তনুতে অনুলেপন দিতে চেষ্টা করিতে-
 ছেন, সখীগণ সজলনলিনীদলে শয্যা নির্মাণ করিয়া তদুপরি
 তাঁহাকে শয়ন করাইয়া রাখিলে, যাবৎ তনুতাপে কমলদল
 গুলি মর্ম্মর না হইতেছে, তাবৎ তাহাতে শয়ন করিতেছেন,
 ক্ষণকাল থাকিয়াই আবার হাহা করিয়া উঠিয়া যাইতে-
 ছেন ॥ ২৪ ॥

সামতোড়ী রাগ ।

মাধব ! মনসিজের বাধা অতি গুরুতর, হরি হরি ! রাধা
 অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন, তাঁহার নেত্রজলে ভ্রুগি

নিষসসি চেতসি কথমিব বাগং ।

শিবশিব সময়সি তদপি ন কাগং ॥

গজপতিরুদ্র নৃপতিগবিগীতং ।

সুখয়তু রামানন্দরায়সুগীতং ॥ ২৫ ॥

বাণ্যালঙ্কারে । বানং প্রতিকূলং ! সময়সি দবয়সি । তদপি তথাপি ।
অবিগীতং নির্দোষং ॥ ২৫ ॥

সকল সিন্ধু হইয়া কর্দম হওয়ায় বদ্বিচ-তিনি কোন স্থানে
পদব্রজে যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু ক্ষীণকায় হেতু
সেই কর্দমে গিয়াই পড়িতেছেন, হায় ! সেই সরলার চিত্তে
বক্র হইয়া কি প্রকারে বাস করিতেছ । শিব শিব ! তথাপি
তঁহার কাম উপশম করিতেছ না ! রামানন্দরায় বর্ণিত এই
মঙ্গীত বিশুদ্ধহৃদয় গজপতিরুদ্রনরপতির সুখ বর্দ্ধন করুক ॥২৫

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

সামতোড়ী রাগ ।

মাধব তুঁহু কঠিন পরাণ । সো কুলকামিনী, তুয়া গুণ
গনি গনি, নিশি দিশি বুড়হু বয়ান ॥ ধ্রু ॥

চম্পককুসুম, জিহ্বা তনু লাবণী, অব ভেল কালিমকারা ।
পূর্ণমিক চাঁদ, যৈছে ক্ষীণ অনুদিন, তৈছন হই পরচারী ॥ নির-
বধি নয়ন, সলিল ভব কর্দম, তাহে অতি ক্ষীণ তনু রাধে ।
চলই স্নমস্বর, চলই না পারই, প্রতিপদে পততিচ সাধে ॥
মনসিঙ্গ বিশিখে, বিষাদিত অন্তর, হরিহরি মাধব দারুণ বাধা ।
তব গুণগ্রাম, গরল সম জারল, শিবশিব কথমপি জীবতি
রাধা ॥ যৈছন চাতক, জলদ নেহারই, কাতর প্রবল পিয়াসে ।
তৈছন তুঁহু কর, পন্থ নেহারত, ভণে দীন লোচনদাসে ॥ ২৫ ॥

বিদু । ভোদী সাহসিআও গোবিআও হোন্তি ত্তি তকেমি ।
 জং চন্দচন্দনেহিং অণুলেবণং মগ্গেগন্তি । অস্মাণং পিঅ-
 বঅস্মো উণ চন্দং পেচ্ছাঅ দিগ্গঅরং বিঅ উলুঅ কহিং
 বি উবারিদসরীরো ণঅণজুঅলং মুদ্ধিঅ চিট্ঠদি চন্দণাণং
 বাঅং পি লন্তিঅ সিদ্ধতঃ বিঅ ভুয়স ইদো উদো ওস-
 রেদি ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণঃ । (স্বগতং) সাধু ভণিতং (প্রকাশঃ) বিদ্বাৰ্থ মাতি
 বাচালো ভব ॥ ২৭ ॥

ভবতি সাহসিকা গোপিকা ভবন্তি ইতি তদ্ব্যয়ামি যচ্চন্দ্র (কপূর) চন্দন-
 রত্নলেপনং মগ্গন্তি অস্মাং প্রিয়বয়স্য পুনঃ চন্দ্রং প্রেক্ষ্য দিনকরমিব উলুকঃ
 কুত্ৰাপি অপবারিতশরীরো নয়নমৃগলং মুদ্রয়িত্বা তিষ্ঠতি । চন্দ্রনানাং বাতমপি
 লক্কা সিদ্ধতম্বমিব ভুজঙ্গ ইত্যন্ততোহপসরতি ॥ ২৬ ॥

বিদু । হউক, আমি অনুমান করিলাম, গোপিকা সকল
 সাহসিকা হইয়া থাকিবে। যে হেতু এখনও তাহারা
 চন্দ্র চন্দনের দ্বারা তনুতে অলুপন দিতে ইচ্ছা করি-
 তেছে, কি আশ্চর্য্য ! আমার প্রিয়বয়স্য চন্দ্র দেখিলেই
 সূর্য্যকিরণতাপিত পেচকের ন্যায় কোন স্থানে শরীর
 সংগোপন পূর্ব্বক নেত্র দুইটী মুদ্রিত করিয়া অবস্থিতি
 করেন, অকস্মাৎ চন্দ্রনবায়ু অঙ্গে লাগিলে সিদ্ধমন্ত্র জপে
 ভুজঙ্গের ন্যায় ইত্যন্ততঃ দৌড়িয়া পলায়ন করেন ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণ । (স্বগত) এ যে সত্য কথাই বলিল । (প্রকাশে)
 অরে মূৰ্খ । আর অধিক বাচলতা করিস্ না ॥ ২৭ ॥

মদ । এতখানি হৃদয়পরীক্ষণায় কতি কতি প্রকাশিতা
না ধর্ম্মাঃ ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণঃ । (স্বগতঃ শাশঙ্কঃ) অপি নাম নিবৃত্তেয়ং মদভি-
লাষতঃ ॥ ২৯ ॥

মদ । তদন্তু ।

যদা নাসৌ দোষং গণয়তি গুরুণাং কুবচনে
ন বা তোষং পভে সরসবচনে নর্শস্বহৃদাং ।
বিষাভং শ্রীখণ্ডং কলয়তি বিধুং পাবকসমং
তদস্তাস্তদ্বৃত্তং হৃদি গদিতুনত্রাহমগমং ॥ ৩০ ॥

অসৌ রাধা । শ্রীখণ্ডং চন্দনং । কলয়তি পশুতি । পাবকসমং অগ্নি-
তুলাং । গদিতুং বক্তুং ॥ ৩০ ॥

মদ । বাছা ! তুমি শ্রীরাধার হৃদয় পরীক্ষা করিতে কত কত
না ধর্ম্ম প্রকাশ করিলা ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণ । (মনে মনে আশঙ্কা করিয়া) দেবি ! তিনি কি
আমার অভিলাষ ত্যাগ করিলেন ? ॥ ২৯ ॥

মদ । বাছা ! তাই বটে, তাঁহাকে যখন দেখিলাম গুরু-
জনের কুবচনে দোষ গণ্য করিতেছেন না, সখীজনের
পরিহাসবাক্যে সুখানুভব করেন না, চন্দনে বিষ দেখি-
তেছেন, চন্দ্র দেখিয়া অগ্নি বোধ করিতেছেন, তখন
তোমাকে তাঁহার সেই সকল অবস্থা বলিতেই এই স্থানে
আসিলাম ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণঃ । (সোচ্ছ্বাসং)

হৃৎশ্বেদবঞ্চনপরে স্মরবারিরাশে-

রুদ্ধক্লুমেষি তদকারণবৎসলাসি ।

তৎ কেশরদ্রুমনিবুজ্জগৃহে প্রসাদ্য

তাগানায়স্ব নয়কোবিদতাং তনুশ্ব ॥ ৩১ ॥

মদ । বৎস সত্যমেবেদং ॥ ৩২ ॥

বিদু । ভোদি উজ্জুএ সচ্চকং জ্জেকব এদং এথ অহং জ্জেকব

পড়িভু বন্ধণো ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণঃ । অলগ্ন্যথা সম্ভাবনয়া কুরু মৎপ্রতীকারং ॥ ৩৪ ॥

ভবতি ঋজুকে সত্যকমেবেদং তত্রাহনেব প্রতিভূবাক্ষণঃ ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণ । (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) দেবি ! আপনকার চিত্তে

কোন বঞ্চনা নাই, আপনি যখন আমাকে কন্দর্পসমুদ্ভ

হইতে উদ্ধার করিতে আসিলেন, তখন এ আপনকার

নির্হেতু বাৎসল্য । অতএব তাঁহাকে প্রসন্না করিয়া এই

কেশরকুঞ্জে লইয়া আসুন, ইহাতেই আপনকার নীতি-

জ্ঞতা বিস্তার হইবে ॥ ৩১ ॥

মদ । বাছা ! সত্যই আনিয়া দিতেছি ॥ ৩২ ॥

বিদু । দেবি ! তুমি সরলা, মিথ্যা মনে করিও না, যাও

তাহাকে শীঘ্র লইয়া আইস । আমি ব্রাহ্মণ এ বিষয়ে

প্রতিভু (জামীন) রহিলাম ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণ । দেবি ! অন্য সম্ভাবনার প্রয়োজন নাই, শীঘ্র আমার

প্রতীকার করুন ? ॥ ৩৪ ॥

মদ । ইয়ং প্রস্থিতান্মি স্মৃতি বৎসায় ॥ ৩৫ ॥

ইতি নিক্রান্তাঃ ।

(ততঃ প্রবিশতি সঙ্কেতোচিতবেশা রাধিকা)

রাধা । সহি মাদবি বিপ্রলম্বী দক্ষিভবদীহিং ॥ ৩৬ ॥

রামকেলিরাগেণ ।

তিমিরতিরোহিতমরণী ।

গিরিষু দরীষু সমেব হি পরণী ॥

চিরয়তি কিং সখি দেবী ।

বিধিরপি ময়ি কিমু ন হি হিতসেবী ॥ ৩৭ ॥

সখি মাদবি বিপ্রলম্বিতান্মি ভবতীতিঃ ॥ ৩৬ ॥

তিমিরেতি অন্ধকারাচ্ছন্নমার্গঃ ॥

মদ । এই আমি চলিলাম, বাছার মঙ্গল হউক ॥ ৩৫ ॥

এই বলিয়া সকলের প্রস্থান ।

(অনন্তর সঙ্কেতযোগ্য বেশে শ্রীরাধার প্রবেশ)

রাধা । সখি মাদবি ! তোমরা কি আমাকে বঞ্চনা করিলা ? ॥ ৩৬ ॥

রামকেলিরাগ ।

সখি ! এই ত পথ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, গিরি গুহা কিছুই লক্ষ্য হয় না, সকল স্থান সমান দেখিতেছি, এখনও ত কই দেবীর আগমন হইল না, তিনি সেখানে কি করিতেছেন, হায় ! বিধাতা কি আগার প্রতি অহিতকারী হইলেন ?

অতিবাহিতমতিভীমঃ ।

বিফলমিদং কিমু গহনমসীমং ॥

স্বথয়তু রুদ্রগজেশং ।

রামানন্দরায়কৃতমনিশং ॥ ৩৭ ॥

মাধবী । সখি অলমন্তথা সম্ভাবনয়া আগতামিব দেবীমব-
ধারণয় ॥ ৩৮ ॥

অতিবাহিতমতিক্রান্তং । গহনং বনং ॥ ৩৭ ॥

কি ককট ! আমার এই অসীম দুর্গম কানন লঙ্ঘন করাই যে
বিফল হইল ? রামানন্দরায় বর্ণিত এই সঙ্গীত গজপতি
প্রতাপরুদ্রের নিরতিশয় আনন্দ বর্দ্ধন করুক ॥ ৩৭ ॥

মাধবী ! প্রিয়সখি ! আর অন্তথা সম্ভাবনা করিও না, দেবী
আগত প্রায় ॥ ৩৮ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

রামকিরিরাগ ।

এই ত দুর্গম পথ, তিমিরেতে আচ্ছাদিত, গিরি দরী
নাহি হয় জ্ঞান । রুথা হৈল আগমন, হারাইল জীবন, বল
সখি কিসে বাঁচে প্রাণ ॥ ৩৯ ॥

হরি বড় নিরদয়, নারী বধে নাহি ভয়, পাষাণ সমান তার
বুক । না করিল অঙ্গীকার, নিশ্চয় জানিল সার, কোন
লাঞ্জে দেখাইব মুখ ॥ মরিব গরল ভুকি, না রাখিব প্রাণ
সখি, নিশ্চয় বলিল তোরে সার । লোচন বচন শুন, না
ভাবিহ অন্য মন, আনি দিব নন্দের কুমার ॥ ৩৭ ॥

(ততঃ প্রবিশতি মদনিকা)

মদ । বৎসে দিষ্ট্যা বর্ধসে ॥ ৩৯ ॥

রাধা । (সহর্ষোচ্ছ্বাসং) দেবি অধ কো তথ বৃত্তান্তো ॥ ৪০ ॥

মদ । বলবতি মদনজ্বরে যঃ স্ম্যং ॥ ৪১ ॥

রাধা । কথম্ভিঅ ॥ ৪২ ॥

মদ । ইন্দুঃ নিন্দতি চন্দনং বিকিরতি প্রালম্বকং মুঞ্চতি
প্রালেয়াব্রসতি প্রিয়ং পরিজনং নাভাবতে সম্প্রতি ।

অথ কন্তত্র বৃত্তান্তঃ ॥ ৪৩ ॥

কথমিব ॥ ৪২ ॥

প্রালম্বকং ঋতুলম্ভিমালাং । প্রালেয়াং নীহারং ॥ ৪৩ ॥

(অনন্তর মদনিকার প্রবেশ)

মদ । বৎস ! অদৃষ্টের গুণেই বুদ্ধি পাইতেছ ? ॥ ৩৯ ॥

রাধা । (হর্ষ এবং উচ্ছ্বাস পূর্বক) দেবি ! আশ্বন আশ্বন,
সেখানকার বৃত্তান্ত কি ? ॥ ৪০ ॥

মদ । বাছা ! আর বৃত্তান্ত কি ! প্রবল মদনজ্বরে বা হইয়া
থাকে ॥ ৪১ ॥

রাধা । আর্য্যে ! সে কি প্রকার ? ॥ ৪২ ॥

মদ । বৎসে ! গোবিন্দ তোমার বিরহে বিধুর হইয়া কি কি
বা না চেষ্টা করিতেছেন, তিনি এক্ষণে চন্দ্র দেখিয়া
তাহাকে নিন্দা করিতেছেন, চন্দ্র দেখিলেই ফেলাইয়া
দিতেছেন, দোতুল্যমান সরল হার গলদেশ হইতে দূরে
নিষ্ক্ষেপ করিতেছেন, নীহার দেখিলেই তাঁহার ত্রাস হই-

অতিবাহিতমতিভীমঃ ।

বিফলমিদং কিমু গহনযমীমং ॥

সুখয়তু রুদ্রগজেশং ।

রামানন্দরায়কৃতমনিশং ॥ ৩৭ ॥

মাধবী । সখি অলমন্মথা সম্ভাবনয়া আগতামিব দেবীমব-
ধারণয় ॥ ৩৮ ॥

অতিবাহিতমতিক্রান্তং । গহনং বনং ॥ ৩৭ ॥

কি ককট ! আমার এই অসীম দুর্গম কানন লঙ্ঘন করাই যে
বিফল হইল ? রামানন্দরায় বর্ণিত এই সঙ্গীত গজপতি
প্রতাপরুদ্রের নিরতিশয় আনন্দ বর্দ্ধন করুক ॥ ৩৭ ॥

মাধবী ! প্রিয়সখি ! আর অন্মথা সম্ভাবনা করিও না, দেবী
আগত প্রায় ॥ ৩৮ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

রামকিরিরাগ ।

এই ত দুর্গম পথ, তিমিরেতে আচ্ছাদিত, গিরি দরী
নাহি হয় জ্ঞান । বুথা হৈল আগমন, হারাইল জীবন, বল
সখি কিসে বাঁচে প্রাণ ॥ ৩৯ ॥

হরি বড় নিরদয়, নারী বধে নাহি ভয়, পাষণ সমান তার
বুক । না করিল অঙ্গীকার, নিশ্চয় জানিল সার, কোন
লাজে দেখাইব মুখ ॥ মরিব গরল ভুকি, না রাখিব প্রাণ
সখি, নিশ্চয় বলিল তোরে সার । লোচন বচন শুন, না
ভাবিহ অন্য মন, আনি দিব নন্দের কুমার ॥ ৩৭ ॥

(ততঃ প্রবিশতি মদনিকা)

মদ । বৎসে দিষ্ট্যা বর্ধসে ॥ ৩৯ ॥

রাধা । (সহর্ষোচ্ছ্বাসং) দেবি অধ কো তথ বৃত্তান্তো ॥ ৪০ ॥

মদ । বলবতি মদনজ্বরে যঃ শ্র্যাং ॥ ৪১ ॥

রাধা । কথম্বিঅ ॥ ৪২ ॥

মদ । ইন্দুঃ নিন্দতি চন্দনং বিকিরতি প্রালম্বকং মুঞ্চতি
প্রালেয়াভ্রসতি প্রিয়ং পরিজনং নাভাষতে সম্প্রতি ।

অথ কন্তত্র বৃত্তান্তঃ ॥ ৪৩ ॥

কথমিব ॥ ৪২ ॥

প্রালম্বকং ঋজুলম্বিনাং । প্রালেয়াং নীহারাং ॥ ৪৩ ॥

(অনন্তর মদনিকার প্রবেশ)

মদ । বৎস ! অদৃষ্টের গুণেই বুদ্ধি পাইতেছ ? ॥ ৩৯ ॥

রাধা । (হর্ষ এবং উচ্ছ্বাস পূর্বক) দেবি ! আশ্বন আশ্বন,
সেখানকার বৃত্তান্ত কি ? ॥ ৪০ ॥

মদ । বাছা ! আর বৃত্তান্ত কি ! প্রবল মদনজ্বরে যা হইয়া
থাকে ॥ ৪১ ॥

রাধা । আর্য্যে ! সে কি প্রকার ? ॥ ৪২ ॥

মদ । বৎসে ! গোবিন্দ তোমার বিরহে বিধুর হইয়া কি কি
বা না চেষ্টা করিতেছেন, তিনি এক্ষণে চন্দ্র দেখিয়া
তাহাকে নিন্দা করিতেছেন, চন্দন দেখিলেই ফেলাইয়া
দিতেছেন, দোহুল্যমান সরল হার গলদেশে হইতে দূরে
নিষ্ক্ষেপ করিতেছেন, নীহার দেখিলেই তাঁহার ত্রাস হই-

গোবিন্দস্তুব বিপ্রয়োগবিধুরঃ কিং কিং ন বা চেষ্টতে
ত্বং কুঞ্জোদরতল্লকল্লনপরং রাধে তমাঁরাধয় ॥ ৪৩ ॥

(অথ নিকুঞ্জে কৃষ্ণঃ)

কৃষ্ণঃ । সখে কথং চিরয়তি মদনিকা । (সাতক্কে)

চিরয়তি বিলম্বং করোতি ॥ ৪৪ ॥

তেছে, সম্প্রতি কোন প্রিয়পরিজনবর্গের সহিত আলা-
পও করিতেছেন না, কেবল তোমার কুঞ্জগৃহে শয্যা রচনা
করিতেছেন, অতএব হে রাধে ! শীঘ্র গিয়া সেই মাধবের
আরাধনা কর ॥ ৪৩ ॥

(এদিকে নিকুঞ্জ মধ্যে)

কৃষ্ণ । সখে ! মদনিকা কেন বিলম্ব করিলেন ? (সাতক্কে)

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

সিন্দুড়া রাগ ।

নিন্দতি শশধর, পরিহরি চন্দন, দূতীক নব বনমালা ॥
মলয়সমীর, পরসে ভেই আকুল, মুকুলিত নয়ন বিলাসা ॥
পরিহরি কি কহব সো দুখ রাধে । ইন্দীবরবরজিতি তনু
লাবণী, অব ভেল জর জর মনমথফাঁদে ॥ ফুল্লিত সরসিজ,
নিন্দিত বদনে, পততি সদা মকরন্দ । দারুণ মদন, হতাশনে
জারল, মঝু মনে লাগল ধন্ধ ॥ বাঙ্কব পরিজন, না ভাষত
সম্প্রতি, স্থানু সদৃশ রহুঁ কান । তুঁহুঁক নিকুঞ্জে, শয়ন বর
মাধব, কহইতে বিদরে পরাণ ॥ ব্যাজ নাহি কর, আশু চল
সুন্দরী, ভেটহ নবীন কিশোর । তুয়া মুখ দরশ, পরশ যব
পাওব, তবহুঁ লোচন মন ভোর ॥ ৪৩ ॥

ইয়ং তন্বী পীনস্তনজঘনভারালসগতি-

বিদূরে কুঞ্জোহয়ং মম রচিতসঙ্কেতবসতিঃ ।

স্বতো ভীরুবালা গহনমপি ঘোরান্ধতমসং

কথং কারং সা মামভিসরতু কা মেহত্র শরণং ॥ ৪৪ ॥

(ক্ষণং চিন্তাং নাটয়িত্বা দীর্ঘমুঞ্চঞ্চ নিঃশ্বস্ত্য)

কিমেষা মত্বা মামপরিচিতভাবং বিমুখতাং

প্রযাতা বিশ্বাসং কিম্ব সহচরী বাচি ন গতী ।

অথ ভ্রান্তা বর্জন্যতিনিগিরভাজীহ বিপিনে

ন শল্লা তদ্বস্পী স্মরশরহতা বা প্রচলিতুং ॥ ৪৫ ॥

মত্বা বুদ্ধা ॥ ৪৫ ॥

একে ত তিনি কৃশাপ্রী, তাহাতে আবার তাঁহার পীন-
স্তন ও গুরু জঘনের ভরে গমন অতি মন্দ্র, আমার রচিত
সঙ্কেতকুঞ্জও অতিদূরে, অধিকন্তু বালা রমণী সকল
স্বভাবতই ভীরু হয়, হা কন্ট ! অরণ্যও আবার ঘোর
অন্ধকারময়, কি প্রকারে সেই বালা আমার নিকটে
আসিবেন, হরিহরি ! এ বিষয়ে কে আমার আশ্রয়
হইবে ? ॥ ৪৪ ॥

(অনন্তর ক্ষণকাল চিন্তার পর দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ
করিয়া) তিনি কি আমাকে অপরিচিত মানিয়াই আমার
প্রতি বিমুখী হইলেন ? সহচরীদিগের বাক্যেতে কি তাঁহার
বিশ্বাস জন্মিল না, অথবা এই অরণ্য ঘোরান্ধকারময়, পথ-
ভ্রমেই বা অন্তদিকে চলিয়া গেলেন, কিম্বা তিনি অতি-
ক্লীণাপ্রী পঞ্চবাণের বাণে আহতা হইয়াই বা চলিতে পারি-
লেন না ? ॥ ৪৫ ॥

(পুরোহবলোক্য)

অয়ে কথমুদিত প্রায়োহয়ং চন্দ্রঃ ।

তথাহি ।

যথৈদং কোকানাং প্রসরতিতরাং কাকুবিকৃতং

যথা স্ফীতং স্ফীতং ভবতি পরিতঃ কৈরবকুলং ।

যথা মূচ্ছন্নমূচ্ছন্নং প্রতিপদমিদং বারিজবনং

তথা শঙ্ক্রে চন্দ্রঃ প্রথমগিরিবীথ্যাং বিহরতি ॥ ৪৩ ॥

(সখেদং)

সখ্যা বাচি কথঞ্চন প্রতীয়ন্তী বালান্নকারোচিতে-

নৈষা বেষাভরেণ বা গতবতী বর্তন্যথান্নৈ মম ।

স্ফীতং স্ফীতং অতিকুলং । মূচ্ছন্নমূচ্ছন্নং অভিন্নানং । প্রতিপদং প্রতিস্থানে ।
বারিজবনং পদ্মবনং ॥ ৪৩ ॥

(সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) অয়ে ! চন্দ্র উদিত হইলেন
না কি ?

তথাহি ।

যখন এই চক্রবাক্ সকল আর্ভনাদ করিতেছে, যখন এই
কুমুদকুল বিকাশ দেখিতেছি, যখন এই পদ্মবন স্থানে স্থানে
মূচ্ছিত হইতেছে, তখন নিশ্চয় বোধ হইল, শশধর উদয়-
শৈলের পথে জীড়া করিতেছেন ॥ ৪৬ ॥

(অনন্তর খেদ করিয়া) হা ! সেই বাল্য সখীজনের
বাক্যে কথঞ্চিৎ প্রত্যয় করিয়া অন্ধকারোচিত বেষা ধারণ
পূর্ব্বক আমার সঙ্কতকুঞ্জের অর্দ্ধপথে আসিয়াছেন, 'এমত

অগ্নিন্ শক্রদিশং শশাঙ্কহতকে সংদুষয়তুগ্মনা

নাগন্তং ন চ গন্তুমদ্য চতুরা কিম্বা করিষ্যত্যসৌ ॥ ৪৭ ॥

(সবিনয়াঞ্জলিং বন্ধা)

রে পূর্বপর্বত সখে কৃপয়া মম হং

তুঙ্গান্ধমূনি তন্তু শৃঙ্গশতানি কানং ।

যাতে বিলোচনপথঃ শশিনি প্রয়াগে

বিহ্নো ভবেন্মৃগদৃশো মম জীবিতে চ ॥ ৪৮ ॥

অগ্নিন্ সমরে শক্রদিশং পূর্বদিশং । উগ্মনা উৎকলিতমানসা ॥ ৪৭ ॥

সময়ে এই ছুট চন্দ্র আপনার চন্দ্রিকা দ্বারা পূর্বদিক্ দ্রুত করিল ? হায় ! তাহাতে তিনি উগ্মনা হইয়া না আসিতেই পারিতেছেন, না বাইতেই পারিতেছেন অর্থাৎ তিনি যখন অভিসার করিয়াছিলেন, বোধ হয় তখন অন্ধকারময় রজনী ছিল, অন্ধপথে আসিয়াই অকস্মাৎ চন্দ্রের উদয় হওয়াতে তাঁহার মনে এই আশঙ্কা হইল, অহো ! আমি অন্ধকারোচিত বেশে আসিয়াছি, এই জ্যোৎস্নী রজনীতে কি প্রকারে এ বেশে বাইব, পাছে বা কোন গুরুজন আমাকে দেখিতে পান, অতএব বোধ করি, এই চিন্তায় তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইয়া থাকিবেন ॥ ৪৭ ॥

(অনন্তর বিনয়পূর্বক কৃতাজলিপুটে) অহে পূর্বশৈল ! তুমি আমার পরম বন্ধু, আমার প্রতি কৃপা করিয়া আপনার এই শত শত শৃঙ্গ যথেষ্ট উচ্চ কর । চন্দ্র যদি লোচনপথ-গামী হয়েন, তাহা হইলে হরিণলোচনার আগমন এবং আমার এই জীবন এতদুভয়েরই বিষয় ঘটিবে ॥ ৪৮ ॥

বিদু। (কর্ণং দত্বা) ভো স্ত্রীগীতাদু কিং রুণু রুণু সদং
কুণই ॥ ৪৯ ॥

[কৃষ্ণঃ । (শ্রুতিমভিনীয় নেপথ্যে)

তন্মঞ্জীররবঃ কিমেষ কিমু বা ভৃঙ্গাখলীনিস্বন-
স্তৎ কাঞ্চীরনিতং নু গন্মথবতাং কিং সারসানাং রুতং ।
এবং কল্পয়তো বিকল্পমচিরাদালস্য সখ্যাঃ করং
গোবিন্দস্য নিকুঞ্জকেলিসদনে ভূষাভবদ্রাধিকা ॥ ৫০ ॥

২ ভো শ্রয়তাং কিং রুণু রুণু শব্দং করোতি ॥ ৪৯ ॥

নজীরঃ নূপুরঃ । পাদাঙ্গদং তুলাকোটিনজীরো নূপুরোহস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ ।
কাঞ্চীরনিতং ক্ষুদ্রঘণ্টিকাধ্বনিঃ । স্ত্রীকট্যাং মেথলা কাঞ্চী সপ্তকী রসনা
তথা । ক্লীবে সা রসনক্যাং পুংস্কট্যাং শৃঙ্খলং ত্রিন্ । কলায়তঃ কুর্কতঃ ॥ ৫০ ॥

বিদু। (কর্ণ পাতিয়া) বয়স্য ! শুন শুন, এ কি রুণু রুণু
শব্দ করিতেছে ? ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণ । (নেপথ্যের দিকে কর্ণপাত করিয়া) ভাই ! এ কি
সেই খঞ্জনাঙ্গীর নূপুর-রব, না এ ভৃঙ্গনিকরের নিস্বন,
না তাঁহার কাঞ্চীর শব্দ, অথবা স্মরাতুর সারসকুলের
কলরব ? কিছুই যে স্থির হয় না, দামোদর যখন এরূপ
তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, এমত সময়ে অকস্মাৎ শ্রীরাধা
সখী-করে কর প্রদান পূর্বক আসিয়া গোবিন্দের নিকুঞ্জ-
কেলিগৃহ অলঙ্কৃত করিলেন ॥ ৫০ ॥

মালবশ্রীঃ ।

চিকুরতরঙ্গককেনপটলমিব কুসুমং দধতী কামং ।

নটদপসব্যদৃশা দিশতীব চ নর্তিতুমতনুম বামং ॥

রাধা মাধববিহারী । হরিমূপগচ্ছতি মম্বরপদগতি লঘু-
লঘু তরলিতহারী ॥ ধ্রু ॥

শঙ্কিত-লজ্জিতরসভরচঞ্চলমধুরদৃগন্তলবেন ।

মধুমথনং প্রতি সমুপহরন্তী কুবলয়দামরসেন ॥

গজপতিরুদ্রনরাধিপমধুনাতনমদনং মধুরেণ ।

রামানন্দরায়কবিভণিতং সুখয়তু রসবিসরেণ ॥ ৫১ ॥

অপসব্যদৃশা দক্ষিণদৃশা । বামং শরীরং সবার স্যাদপসব্যস্ত দক্ষিণমিত্যমরঃ ।
রসেন কোতুকেন । অধুনেতি ইদানীন্তনকন্দর্পঃ ॥ ৫১ ॥

মালবরাগ ।

আহা ! শ্রীরাধা আপনার কুঞ্চিতচিকুরে যমুনাতরঙ্গে
রঙ্গায়মাণ ফেনসমূহের স্রায় কুসুমসকল ধারণ করিয়া নর্তনশীল
দক্ষিণ-নয়নবারী কন্দর্পকে যেন নৃত্য করিতে আদেশ করিতে
করিতে মধুরবেশে হরিসমীপে অভিসার করিতেছেন । কি
আশ্চর্য্য ! ইহার মম্বরপদ সঞ্চারে হৃদয়োপরি হার মন্দ মন্দ
আন্দোলিত হইতেছে, শঙ্কা ও লজ্জা বশতঃ রসভরে সুমধুর
চঞ্চল নয়নাঞ্চলের লেশ দ্বারাই যেন সকৌতুকে মধুমথনের
প্রতি কুবলয় দাম উপহার দিতেছেন । কবির রামানন্দরায়
ভণিত এই সঙ্গীত ইদানীন্তন মদনরূপ গজপতিরুদ্র নরা-
ধিপকে মধুর রস বিস্তার দ্বারা আনন্দিত করুক ॥ ৫১ ॥

বিদূ। (পুরতোহবলোক্য) ভো বঅনস্ আক্কাহিং জিদং এষা
তথ ভোদী আঅচ্ছদি ত্তি লক্ষীঅদি ॥ ৫২ ॥

ভো বয়স্য জিতমস্মাভিঃ এষা তত্র ভগবতী আগচ্ছতীতি লক্ষ্যতে ॥ ৫২ ॥

বিদূ। (অগ্রে দৃষ্টিপাত পূর্বক) অহে ভাই ! আমাদেরই
জয় হইল, এই উজ্জ্বলাঙ্গী কেশর-কাননেই আসিতেছেন,
লক্ষ্য হইতেছে ॥ ৫২ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

মালবঙ্গী রাগ ।

হরির সদনে, খঞ্জননয়নী, রসভরে ছলী যায় । সে রূপ
দেখিয়া, আকুল হইয়া, মদন মূরুছা পায় ॥ ধ্রু ॥

কুটিল কুন্তল, করে বালমল, বেষ্টিত মালতীমালা । যমুনা-
তরঙ্গে, ভাষয়ে সুরঙ্গে, যেমত কমল জালে ॥ ললাটে
সিন্দূর, তমঃ করে দূর, নাসায় বেশর দোলে ! উদয় শিখর,
যেন শশধর, রবির সহিত মিলে ॥ পঙ্কজ নয়নে, অতুল
বয়ানে, অমিয়া লহরী হাঁসি । তাহাতে উপমা, তাহাতেই
সীমা, কি ছার শরদ শশী ॥ কনক কঠোর, গীন পয়োধর,
বিচিত্র অম্বর তায় । কণ্ঠে অনুপাম, মুকুতার দাগ, সঘনে
ছুলিয়া যায় ॥ নব জলধর, বিচিত্র অম্বর, কটিতে কিঙ্কিণী
সাজে । চরণ পঙ্কজে, শোভে বঙ্করাজে, কনক নূপুর বাজে ॥
হেরি মকুরন্দ, ধায় অলিবৃন্দ, না ছারে তিলেক পাশ । নূপু-
রের গানে, ভ্রমরের তানে, লোচন মন উল্লাস ॥ ৫১ ॥

(ততঃ প্রবিশতি মদনিকা ,

মদ । বৎসৌ সম্পন্নশিচরেণ স্নানদাং মনোরথঃ ।

তন্মামনুমগ্নস্য স্থানান্তরবাসগমনায় ॥ ৫৩ ॥

বিদু । কিমপি নিউজ্ঞান্তরগমনায়েতি ॥ ৫৪ ॥

(ইতি নিক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ * ॥ ইতি রাধাভিসারশচতুর্থোহঙ্কঃ ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

বৎসৌ রাধাক্ষেপো । সমাপি নিকুঞ্জান্তরগমনায় ॥ ৫৩ ॥

(অনন্তর মদনিকার প্রবেশ)

মদ । অহে বৎসবৃগল ! বহু বিলম্বেই স্নানদ্বর্গের মনোরথ

সিদ্ধি হইল । এখন আজ্ঞা দাও, স্থানান্তরে বাই ॥ ৫৩ ॥

বিদু । সখে ! আমাকেও কুঞ্জান্তর বাইতে অনুমতি দাও ॥ ৫৪ ॥

(এই বলিয়া সকলের প্রস্থান)

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামানন্দরায়বিরচিত্তে জগন্নাথবল্লভনাটকে
শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকুতানুবাদিতে রাধাভিসার নাম চতুর্থ
অঙ্ক ॥ * ॥

বিদু। (পুরতোহবলোক্য) ভো বঅস্‌স আন্ধাহিং জিদং এষা
তথ ভোদী আঅচ্ছদি তি লক্ষীঅদি ॥ ৫২ ॥

ভো বয়স্য জিতমস্মাভিঃ এষা তত্র ভগবতী আগচ্ছতীতি লক্ষ্যতে ॥ ৫২ ॥

বিদু। (অগ্রে দৃষ্টিপাত পূর্বক) অহে ভাই ! আগাদেরই
জয় হইল, এই উজ্জ্বলাঙ্গী কেশর-কাননেই আসিতেছেন,
লক্ষ্য হইতেছে ॥ ৫২ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

মালবস্ত্রী রাগ ।

হরির সদনে, গঞ্জননয়নী, রসভরে ছলী যায় । সে রূপ
দেখিয়া, আকুল হইয়া, মদন মূরুছা পায় ॥ ধ্রু ॥

কুটিল কুন্তল, করে ঝলমল, বেষ্টিত মালতীমালে । যমুনা-
তরঙ্গে, ভাষয়ে সুরঙ্গে, বেগত কমল জালে ॥ ললাটে
সিন্দূর, তমঃ করে দূর, নাসায় বেশর দোলে ! উদয় শিখর,
বেন শশধর, রবির সহিত মিলে ॥ পঙ্কজ নয়নে, অতুল
বয়ানে, অমিয়া লহরী হাঁসি । তাহাতে উপমা, তাহাতেই
সীমা, কি ছার শরদ শশী ॥ কনক কঠোর, পীন পয়োধর,
বিচিত্র অম্বর তায় । কণ্ঠে অনুপাম, মুকুতার দাগ, সঘনে
ছলিয়া যায় ॥ নব জলধর, বিচিত্র অম্বর, কটিতে কিঙ্কিণী
সাজে । চরণ পঙ্কজে, শোভে বঙ্করাজে, কনক নুপুর বাজে ॥
হেরি মকুরন্দ, ধায় অলিবৃন্দ, না ছারে তিলেক পাশ । নুপু-
রের গানে, ভ্রমরের তানে, লোচন মন উল্লাস ॥ ৫১ ॥

(ততঃ প্রবিশতি মদনিকা ,

মদ । বৎসৌ সম্পন্নশিচরেণ স্নানদাং মনোরথঃ ।

তন্মামনুমত্য স্নানান্তরবাসগমনায় ॥ ৫৩ ॥

বিদু । কিমপি নিউজ্ঞান্তরগমনায়েতি ॥ ৫৪ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সৰ্ব্বের)

॥ * ॥ ইতি রাধাভিসারশ্চতুর্থোহঙ্কঃ ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

বৎসৌ রাধাকৃষ্যে । সনাপি নিকুঞ্জান্তরগমনায় ॥ ৫৩ ॥

(অনন্তর মদনিকার প্রবেশ)

মদ । অহে বৎসবৃগল ! বহু বিলম্বেই স্নানদ্বর্গের মনোরথ

সিদ্ধি হইল । এখন আজ্ঞা দাও, স্নানান্তরে যাই ॥ ৫৩ ॥

বিদু । সখে ! আমাকেও কুঞ্জান্তর যাইতে অনুমতি দাও ॥ ৫৪

(এই বলিয়া সকলের প্রস্থান)

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামানন্দরায়বিরচিত্তে জগন্নাথবল্লভনাটকে
শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারভূতানুবাদিতে রাধাভিসার নাম চতুর্থ
অঙ্ক ॥ * ॥

জগন্নাথবল্লভ নাটকং ।

পঞ্চমোহকঃ ।

ততঃ প্রবিশতি শশিমুখী ।

শশি । অয়ে অজ্ঞ নিউজ্ঞে কল্যাণাহি নিবেশাণং কো
বৃত্তন্তো ভি ন জাগীঅদি । তা দেঈং অণুসরিঅ জাণিসং
(পূরতোহবলোক্য) অএ কথং এষা শিদ্দামূউলিদ নোঅণা
লহু লহু ইধ জ্জব্ব আঅচ্ছদি ॥ ১ ॥

অয়েহদ্য নিকুজ্ঞে কল্যাণাভিনিবেশয়োঃ কো বৃত্তান্ত ইতি ন জায়তে তৎ
দেবীমহুসৃত্য জ্ঞাত্বামি । অয়ে কথমেষা নিদ্রা মুকুলিতলোচনা লঘু লঘু
ইহৈবাগচ্ছতি ॥ ১ ॥

অনন্তর শশিমুখীর প্রবেশ ।

শশি । (উৎকণ্ঠিত মনে) আঃ ! নিকুঞ্জমধ্যে অদ্য মঙ্গল
কার্য্য ব্যাপৃত রাধামাধবের কি বৃত্তান্ত হইল, কিছুই যে
জানিতে পারিলাম না, তবে দেবীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা
করি । (অগ্রে অবলোকন করিয়া) অহো ! , এই যে
বনদেবী নিদ্রা মুকুলিত লোচনে ধীরে ধীরে এই খানেই
আসিতেছেন ॥ ১ ॥

(সংস্কৃতমাশ্রিত্য)

স্বৈরং স্বৈরং কথমপি দর্শো মন্দ নিষ্পন্দতাবে

বিন্যশ্যন্তী শিথিলিতভুজবন্দসন্মাসিতাং সা ।

মন্দন্যাস স্থলিতচরণ ব্যস্ত মঞ্জীরদোষা

দেবী নিদ্রাকুলতরতল্লুর্গেদমাবিস্করোতি ॥ ২ ॥

সুখসিন্দুড়া রাগেণ ।

দর মুক্লারুণ লোচননানন উহ গত কান্তিবিকাশে ।

কমলমিবারুণমুসি বিদ্যাবল্লুবিম্বিতমম্মুসকাশে ॥

স্বৈরং স্বৈরং মন্দং মন্দং বদ্যং স্যাত্তপা । মন্দং অল্পং । শিথিলিতেনং
শিথিলীভূতেন ভুজবন্দেন সন্মাসিতোহংসৌ বদ্যঃ সা ॥ ২ ॥

দরং দ্বৈমুদ্রিতং । উষসি প্রাতঃকালে ভল্লনিকটস্থচন্দ্রে প্রতিবিম্বিত
পদ্মমিব । ইদং কিমাশ্চর্য্যং ভজতি আনন্দয়তি ॥ ৩ ॥

(সংস্কৃত ভাষায়) অয়ে ! ইহাঁর নয়ন দুইটী কেমন ঢুলু
ঢুলু করিতেছে, চক্ষের দুইটী তারার স্পন্দন নাই, ছোট
ছোট দেখাইতেছে, বাহুবল্লী শিথিল হওয়াতে স্কন্দদেশ যেন
নাগিয়া পড়িতেছে, কি আশ্চর্য্য ! মন্দ গমনে চরণ স্থলিত
হওয়াতে নূপুর বিপরীত শব্দ করিতেছে, আহা ! দেবী যে
আপনার এই নিদ্রাকুলিত তনু দ্বারা আমাদের আনন্দ বিস্তার
করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

সুখসিন্দুড়া রাগ ।

কি আশ্চর্য্য ! রতির বিরামে যেমন যামিনী যাপন করিয়া
কোন কামিনী চলিয়া যায়, তাহার ন্যায় যে মদনিকা আসিতে-

কিমিদমিয়ং প্রবিশন্তী । ভজতি মনো মম রতিবিরতা-
বিব বনিতা কাপি চলন্তী ॥ ৬ ॥

শিথিলভুজা মৃদু রণিত কণকমণি কঙ্কনমিদমনুবারং ।

বিসকল পাদ নিবেশ নিবারিত নূপুর ললিত বিহারং ॥

গজপতি রুদ্র নরাধিপহৃদয়ে মূদমিদমাতনুতেতি ।

রামানন্দরায়কবিভণিতং বিলসতি রসিকজনেতি ॥ ৩ ॥

ছেন? ইহাঁকে দেখিবামাত্রই আমার মন আনন্দিত হইল,
উষাকালে যেমন সলিলসমীপবর্তি চন্দ্রমণ্ডলে প্রতিবিম্বিত
অরুণবর্ণ কমল দেখা যায়, তদ্রূপ ইহাঁর লোচন ঈষৎ মুকুলিত
ও বদন মলিন দেখিতেছি। আহা! বাহুযুগল শিথিল হইয়া
পড়াতে তত্রস্থ কনকমণিময় কঙ্কণ সকল ঝুন্ঝু শব্দ করি-
তেছে। চরণ বিষমরূপে পাত হওয়াতে নূপুরের মনোহর
রব নিবারণ হইতেছে। অতএব ইহাঁকে নিদ্রাকুলা দেখি-
তেছি, রামানন্দরায় বর্ণিত এই সঙ্গীত গজপতিরুদ্র নরাধি-
পের হৃদয়ে আনন্দ বিস্তার পূর্বক রসিকজন সকলে বিলসিত
হউক ॥ ৩ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

সুখসিন্দুড়া. রাগ ।

ঈষৎ মুকুল, নয়নযুগল, যিনি উতপল রাতা । ঢুলিয়া
ঢুলিয়া, পড়য়ে ঘুরিয়া, মধুপানে যেন মাতা ॥ বিকচপঙ্কজ,
জিতি মুখাম্বুজ, মলিন হয়েছ দেখি । নিশি অবশেষে, সরসি

ততঃ প্রবিশতি যথোল্লবেশা মদনিকা ।

মদ । (চক্ষুযৌ বিমূঢ়্য পুরতোহবলোক্য) অহো রমণীয়তা
বসন্তবাসিনীপরিণামস্ত ॥ ৪ ॥

তথাহি ।

ইতো মন্দং মন্দং সরসিজবনী বাতলহরী

ততশ্চূতাস্বাদপ্রমুদিতপিকানাং কলকলঃ ।

(অনন্তর উল্লিখিত বেশে মদনিকার প্রবেশ)

মদ । (চক্ষু দুইটী মুছিতে মুছিতে অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া)
অহো ! বসন্ত বাসিনীর অবসান কি রমণীয় ॥ ৪ ॥

তথাহি । (উল্লেখ্যের প্রমাণীকরণ)

কোন স্থানে কমল কানন আলিঙ্গিত দক্ষিণ সমীরণ মন্দ
মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে, কোন স্থানে আশ্রমুকুল আশ্রাদন
করিয়া আনন্দিত কোকিলকুল কুহু কুহু করিতেছে, কোথাও

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

সকাশে, নলিনী যেমতি দেখি ॥ উদয় অরুণে, শশির গমনে,
দর মঝুলিত প্রায় । দেবীর বদন, তেমতি মলিন, কিহেতু
হইল হায় ॥ সখি এই এই, মোর মনে লয় । রতি রতি
রঙ্গরসে, নিশি অবশেষে, কামিনী যেমতি যায় ॥ শিথিলিত
পাণি, কঙ্কণের ধ্বনি, কনক কিঙ্কণী বাজে । অলস আবেশে,
চরণ বিচ্যাসে, জিতি কলহংস রাজে ॥ গতি স্তমধুর, গলিত
অম্বর, শিথিল কুন্তল পাশে । উমত ঝুগত, চলই রঙ্গে,
ভগয়ে লোচনদাসে ॥ ৩ ॥

কচিৎ ফুল্লং বল্লীগনু মধুকরাণাং স্রবকথা
 কুতশ্চিৎ কোকানাং মদুমধুরমানন্দলপিতং ॥ ৫ ॥
 (দ্বিত্রাণি পদানি পরিক্রম্য আনন্দমভিনীয)
 উদ্ভাগ স্রবচাতুরী পরিচয়াদন্যোন্মরাগাদিমাং
 রাত্রিঃ জাগরিতানি সন্ধানি যুবধ্বন্দ্বানি যচ্ছেরতে ।
 তন্ত্বেবাং স্মৃতিতানিলেন তুলনাগাসাদয়িম্যমিব
 প্রোক্ষীলৎ কমলাবল্লীষু বলতে শ্রীখণ্ডবীথীমক্লৎ ॥ ৬ ॥
 (পুরতোহবলোকা সনিস্ময়ং)
 চকিতচকিতং কাপি কাপি প্রমোদনিস্তুরং

রাত্রিমিতি অবিচ্ছেদ দ্বিতীয়ঃ ॥ ১০ ॥

বা ফুল্লবল্লী (লতা) দেখিয়া অলিপুঞ্জ গুঞ্জন করিতেছে, কোন
 স্থানে বা চক্রবাক্যুগল প্রফুল্লচিত্তে স্বকোমল মধুর আলাপ
 করিতেছে ॥ ৫ ॥

(দুই তিন পদ গমন পূর্বক আনন্দ প্রকাশ করিয়া)

অয়ে ! উদ্ভীষ্ট স্রব-চাতুর্যের পরিচয় হেতু পরস্পর
 অনুরক্ত যুবকযুবতীগণ রজনী জাগরণ করিয়া যে গৃহে নিদ্রা
 যাইতেছে, তাহাদেরই নিশ্বাসসহ তুলনা লাভ করিব বলিয়া
 এই মলয়ানিল ঈষদ্বীলিত কমলবনের আশ্রয় লইতে যাই-
 তেছে ॥ ৬ ॥

(অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া বিষয় প্রকাশ পূর্বক)

অহো ! এই চক্রবাকী প্রভাত সময়ে চকিত চকিত

কচন বনিতাকুণ্ডোৎকণ্ঠঃ নিধায় বিলোচনে ।

কলয়তি তথাবস্থামেষা রথাপকুটুম্বিনী

ভবতি ন যয়া চান্তেবাসী বিদগ্ধবধূজনঃ ॥ ৭ ॥

(ক্ষণমন্ততো গত্ত্বা মাশ্চর্য্যং)

অয়ে অতিরমণীয়মিদং বর্ততে ।

তথাহি ।

উন্মীলং কমলোদরে মধুভরে দৃষ্টানুবিস্মং নিজঃ

গম্ভীরা দয়িতং কথঞ্চিদধুনা নোৎকণ্ঠয়া ধাবতি ।

রথাপকুটুম্বিনী চক্রবাকী । যয়াবস্থয়া বিদগ্ধবধূজনঃ অন্তেবাসী শিষ্যা
ন ভবতীতি ন অপিতু ভবত্যেবেত্যর্থঃ । ছাত্রান্তেবাসিনো শিষ্য ইত্যমরঃ ॥ ৭ ॥

হইয়া কখন কখন দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, কখন বা
গাঢ় প্রমোদপূর্ণা হইয়া কান্তকে আলিঙ্গন করিয়া রহিতেছে,
কখন কখন বা অকুণ্ঠ উৎকণ্ঠায় কান্তের প্রতি নেত্রদ্বয়
নিষ্ফেপ করিতেছে, আহা ! চক্রবাকীর এই অবস্থা দেখিয়া
কোন্ রসজ্ঞা বধূজন না ইহার শিষ্যতা লাভ করিয়াছে, বোধ
হয় রসজ্ঞা বধূজন উদ্যাকালে এতদ্রূপই ব্যবহার করিয়া
থাকে ॥ ৭ ॥

(ক্ষণকাল অগ্রদিকে গমন করত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া)

অয়ে ! এই ভ্রমরী ঈষৎ বিকশিত শতদলে মধুরাশি
দেখিয়া পানেচ্ছায় গমন করিয়াছিল, দৈবাৎ ঐ কমলের
মকরন্দে আপনার প্রতিবিস্তৃত মূর্ত্তি দেখিয়া স্বীয় স্বামী বলিয়া

উৎকণ্ঠোপনতং পুনঃ সহচরং দৃষ্ট্বা বিলম্বা মুছ-

র্ন স্নাতুং ন চ গন্তুমত্র চতুরা ভৃঙ্গী চিরং ভ্রাম্যতি ॥ ৮ ॥

শশি । ইয়মতি প্রাভাতিক-রামণীয়কালতচিত্ততয়া ন যামব-
লোকয়তি । (তদুপস্থত্য বন্দে ইতু্যপস্থত্য) দেবি
বন্দ্যসে ॥ ৯ ॥

মদ । কথং শশিমুখি বৎসে মে চিরমন্যচিত্ততয়া নাকবারি-
তাসি ॥ ১০ ॥

ইয়ং দেবী । উপস্থত্য নিকটং গম্বা ॥ ৯ ॥

নিশ্চয় করিয়াছিল, উৎকণ্ঠিতহৃদয়ে আর পিতার অন্বেষণে
যাইতেছিল না, এমনত সময়ে ব্যগ্রচিত্তে পতিকে (মধুকরকে)
ধাবমান হইয়া আসিতে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশপূর্বক সন্দিগ্ধা
হইল । আহা ! ভ্রমরী না যাইতেই পারিতেছে, না থাকি-
তেই পারিতেছে, কে যে পতি কিছুই নিশ্চয় করিতে পারি-
তেছে না, কেবল বারম্বার ঘুরিয়াই বেড়াইতেছে ॥ ৮ ॥

শশি । দেবী ত প্রভাতকালের রমণীয়তা দেখিয়াই চিত্ত
হারাইয়াছেন, আমাকে দেখিতে পান নাই, অতএব
কাছে গিয়াই প্রণাম করি । (নিকটে উপস্থিত হইয়া)
দেবি ! বন্দনা করি ॥ ৯ ॥

মদ । ও কে, শশিমুখি ! বাছা । আমি অনেকক্ষণ অন্য-
মনস্ক থাকাতে তোমাকে জানিতে পারি নাই ॥ ১০ ॥

শশি । দেবি কথং নিদ্রাকুলামিব ভগবতীং তর্কয়ামি ॥ ১১ ॥

মদ । বৎসে ইবেতি কথং তথৈব ॥ ১২ ॥

শশি । অথ কথমিব ।

মদ । রাধামাধবয়োরদ্য নিকুঞ্জমধিতিষ্ঠতোঃ ।

তত্তং কুহুকিতালোকান্নিশেষমতিবাহিতা ॥ ১৩ ॥

শশি । অথ কীদৃশস্তত্রত্যো বৃভান্তঃ ॥ ১৪ ॥

মদ । শৃণু (নয়নে প্রমুজ্য) বৎসে জানাসি নিকুঞ্জপ্রবেশা-
বধি ॥ ১৫ ॥

শশি । অধ কিং ॥ ১৬ ॥

অতিবাহিতা লজ্জিতা ॥ ১৩ ॥

অথ কিং ॥ ১৬ ॥

শশি । দেবি ! আপনাকে কেন নিদ্রাকুলার ন্যায় দেখি-
তেছি ? ॥ ১১ ॥

মদ । বাছা ! ন্যায় কেন, সত্যই বটে ॥ ১২ ॥

শশি । কি হেতু ?

মদ । বাছা ! রাধামাধব আজ্ নিকুঞ্জগৃহে অবস্থিতি করিয়া
যে যে কৌতুক করিয়াছিলেন, তাহাই দেখিতে আগার
রাত্রি প্রভাত হইল ॥ ১৩ ॥

শশি । দেবি ! কি প্রকার সেখানকার বৃভান্ত ? ॥ ১৪ ॥

মদ । শ্রবণ কর । (চক্ষুর্দ্বয় মার্জন করিয়া) বাছা ! নিকুঞ্জ
প্রবেশ পর্য্যন্ত বৃভান্ত ত অবগত আছ ? ॥ ১৫ ॥

শশি । হাঁ, তাহার পর ? ॥ ১৬ ॥

মদ । তদনন্তরং ।

যন্তুস্তো মুরবিদ্বিষঃ সমভবন্তেনাপি তস্যা মনো-

মাপ্যস্থং পরিশক্তে ভয়মনোজন্মত্রপানির্ভরং ।

কামেষু ব্রজপক্ষবাতবিসর প্রাপ্তোদয়ো ন ক্ষণা-

দশ্বাসং হরিণীদৃশো বিতলুতে তস্য প্রকম্পো যদি ॥ ১৭ ॥

শশি । প্রিয়ং য়ে প্রিয়ং কৃতার্থাহস্মি ॥ ১৮ ॥

মদ । ইতঃপরমপি স্তুহদাং কৃতার্থতা ॥ ১৯ ॥

শশি । অপি নাম দৃষ্টং দেবা অন্যদপি ॥ ২০ ॥

মধ্যস্থং স্তুহেন রাধারাঃ তাটস্থ্যং । শক্তে তদা ইতুহ্যং । মনোজনাঃ
কন্দর্পঃ । বিসরঃ সমুহঃ । ব্রজঃসমুহঃ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ ১৭ ॥

মদ । বাছা ! তার পর শ্রীরাধার রূপ দেখিয়া মুররিপু
স্তম্ভিত হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীরাধার মনও
উদাস্য অবলম্বন পূর্বক লজ্জিত হইয়া মনোভবের ভয়ে
শঙ্কাবহন করিতে লাগিল, হে বৎসে ! তবেই শ্রীরাধার
তাটস্থ্য ভাব চিরস্থায়ী হইত, যদি মনোভবের বাণ স-
কলের পক্ষবাতে মুররিপুর উদিত কম্প ঐ মৃগাক্ষীর আশ্বাস
বিস্তার না করিত ! ॥ ১৭ ॥

শশি । কি আনন্দ ! কি আনন্দ ! আমি কৃতার্থা হই-
লাম ॥ ১৮ ॥

মদ । বাছা ! ইহার পরও বন্ধুজনের কৃতার্থতা আছে ! ॥ ১৯ ॥

শশি । দেবি ! ইহার পর অন্য কিছুও কি আপনার দৃষ্ট
হইয়াছে ? ॥ ২০ ॥

মদ ।, সমস্তমেব ॥ ২১ ॥

শশি । ততস্ততঃ ॥ ২২ ॥

মদ । বৎসে ।

শাশঙ্কং সমনোভবপ্রহসিতং সাপত্রপং সম্ময়ং

মাসুয়ং সমনোহরাজ্ঞকপদং সপ্রেমসৌক্যকণ্ঠিতং ।

রাধায়াঃ মধুসূদনস্য চ তদা কুঞ্জে তদাসীদ্রতং

যেনাসীন্মদনোচপি বিজয়রসম্বিন্ধাস্তুরো নির্ভরং ॥ ২৩ ॥

দেব্যা হুয়া । সম্ময়ং সগর্ভং । তং বিহরণং । যেন রতেন ॥ ২৩ ॥

মদ ! বাছা ! সমস্তই ॥ ২১ ॥

শশি । তার পর আর ? ॥ ২২ ॥

মদ । বৎসে ! প্রথমতঃ দুই জনে শঙ্কিত হইলেন, পরে
মনোভবের দুর্ব্বার শরাঘাতে ব্যগ্রহৃদয় হইয়া দুই
জনেই লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু শ্রীরাধা অধোবদনী
হইয়া মনে মনে গর্ব্ব করিলেন, আমি ত রূপবতী নারী
নাগরকে কি প্রকারে স্তব করিব, অবশ্য ইহাতে আমার
দুর্ঘশ রটনা হইবে । অনন্তর অসূয়া প্রকাশ পূর্ব্বক মনে
করিলেন, দেখি ত ইনি কেমন বিদগ্ধ । আমি মান দ্বারাই
সমস্ত কার্য্য সাধন করিব, এই ভাবিয়া বদন উতোলন না
করাতে, শ্রীকৃষ্ণেরও সহসা হৃদগম্য হইল, ইনি ত মান-
বশতঃ অধোবদনী হইলেন অতএব মনোজ্ঞ বচন দ্বারাই
ইহাকে সম্ভাষা করি । তদনন্তর প্রেমপুলকচিত্তে উৎ-
কণ্ঠিতহৃদয় হইয়া শ্রীরাধার কর ধারণ পূর্ব্বক নিকুঞ্জাভ্য-

মদ । তদনন্তরং ।

যন্তুস্তো মুরবিদ্বিষঃ সমভবন্তেনাপি তস্য মনো-

মাধ্যস্থং পরিশক্তে ভয়মনোজন্মাত্রপানির্ভরং ।

কামেষু ব্রজপক্ষবাতবিসর প্রাপ্তোদয়ো ন ক্ষণা-

দশ্বাসং হরিণীদৃশো বিতলুতে তস্য প্রকম্পো যদি ॥ ১৭ ॥

শশি । প্রিয়ং মে প্রিয়ং কৃতার্থাহস্মি ॥ ১৮ ॥

মদ । ইতঃপরমপি স্তূহদাং কৃতার্থতা ॥ ১৯ ॥

শশি । অপি নাম দৃষ্টং দেবা অন্যদপি ॥ ২০ ॥

মধ্যস্থং স্তূহন রাধায়াঃ তাটস্থ্যং । শক্তে তদা ইতুস্থ্যং । মনোজন্মঃ
কন্দর্পঃ । বিসরঃ সমূহঃ । ব্রজঃসমূহঃ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ ১৭ ॥

মদ । বাছা ! তার পর শ্রীরাধার রূপ দেখিয়া মুররিপু

স্তম্ভিত হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীরাধার মনও

ঔদাস্য অবলম্বন পূর্বক লজ্জিত হইয়া মনোভবের ভয়ে

শঙ্কাবহন করিতে লাগিল, হে বৎসে ! তবেই শ্রীরাধার

তাটস্থ্য ভাব চিরস্থায়ী হইত, যদি মনোভবের বাণ সক-

লের পক্ষবাতে মুররিপুর উদিত কম্প ঐ মৃগাক্ষীর আশ্বাস

বিস্তার না করিত ! ॥ ১৭ ॥

শশি । কি আনন্দ ! কি আনন্দ ! আমি কৃতার্থা হই-

লাম ॥ ১৮ ॥

মদ । বাছা ! ইহার পরও বন্ধুজনের কৃতার্থতা আছে ! ॥ ১৯ ॥

শশি । দেবি ! ইহার পর অন্য কিছুও কি আপনার দৃষ্ট

হইয়াছে ? ॥ ২০ ॥

মদ । সমস্তমেব ॥ ২১ ॥

শশি । ততস্ততঃ ॥ ২২ ॥

মদ । বৎসে ।

সাশঙ্কং সমনোভবপ্রহসিতং সাপত্রপং সম্ময়ং

সামুয়ং সমনোহরান্নকপদং সপ্রেমসৌক্যকণ্ঠিতং ।

রাধায়াঃ মধুসূদনস্য চ তদা কুঞ্জে তদাসীদ্রতং

যেনাসীন্মদনোভপি বিজয়রসম্মিশ্রান্তরো নির্ভরং ॥ ২৩ ॥

দেব্যা হুয়া । সম্ময়ং সগর্ভং । তং বিহরণং । যেন রতেন ॥ ২৩ ॥

মদ ! বাছা ! সমস্তই ॥ ২১ ॥

শশি । তার পর আর ? ॥ ২২ ॥

মদ । বৎসে ! প্রথমতঃ দুই জনে শঙ্কিত হইলেন, পরে
মনোভবের দুর্ভার শরাঘাতে ব্যগ্রহৃদয় হইয়া দুই
জনেই লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু শ্রীরাধা অধোবদনী
হইয়া মনে মনে গর্ব করিলেন, আমি ত রূপবতী নারী
নাগরকে কি প্রকারে স্তব করিব, অবশ্য ইহাতে আমার
দুর্ঘর্ষ রটনা হইবে । অনন্তর অসূয়া প্রকাশ পূর্বক মনে
করিলেন, দেখি ত ইনি কেমন বিদগ্ধ । আমি মান দ্বারাই
সমস্ত কার্য্য সাধন করিব, এই ভাবিয়া বদন উত্তোলন না
করাতে, শ্রীকৃষ্ণেরও সহসা হৃদগম্য হইল, ইনি ত মান-
বশতঃ অধোবদনী হইলেন অতএব মনোজ্ঞ বচন দ্বারাই
ইহাকে সম্ভাষা করি । তদনন্তর প্রেমপুলকচিত্তে উৎ-
কণ্ঠিতহৃদয় হইয়া শ্রীরাধার কর ধারণ পূর্বক নিকুঞ্জাভ্য-

আহির রাগেণ ॥

মৃদুমঞ্জীর রবানুগতং গতমনয়া শয়নমসীপং ।

মধুরিপুণাপিপদানি ক্রিয়ন্ত্যপি চলিতং ক্রিয়দনুরূপং ॥

শশিমুখি কিং তব বত কথয়ামি ।

রাধামাধবকেলিভরাদহমদ্রুতমাকলয়ামি ॥ ধ্রু ॥

মিলিতমিদং ফিলতনুযুগলং পুনরাপ ন কঞ্চন ভেদ ॥

ক্রিয়ন্তি পদানি বাপ্য ॥

স্তরে প্রবেশ করিলেন । বাছা! তথায় প্রবেশমাত্র
রাধামাধবের যে অশ্চর্য্য বিহার হইয়াছিল, তাহাতে
মদনের চিত্তও বিস্ময়রসে ম্লিঙ্গ হইতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

আহির রাগ ।

বাছা শশিমুখি ! তোমাকে আর কি বলিব, রাধামাধবের
অদ্রুত লীলাই দেখিয়াছি, শ্রীরাধা মৃদু মৃদু মঞ্জীর রব আবিষ্কার
করত শয়ন সমীপে যখন গগন করিতে লাগিলেন, মাধবও
তদনুরূপ কতিপয় পদ সঞ্চরণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া গমন
করিলেন । তৎপরে উভয় তনু একরূপে মিলিত হইল যেন,

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

আহির রাগ ।

কি কহব রে সখি রাধামাধব বিলাস । নিরুপম কেলি
কলাকুল অলখিতে ভৈগেল রজনী উদাস ॥ ধ্রু ॥ মৃদু মৃদু
মঞ্জীর, রব করি স্তন্দরী, মিলল কানু সমীপে । হরি পুন
আদরি, কতিপয় অঙ্গুসারি, রাই ভেটল অনুরূপে ॥ মধুর

বিষমশরাশুগ-কীলিতমিব সখি গলিতচিরস্তনখেদং ॥

নখররদাবলি খণ্ডিতমপি গুরু নিশ্বাসিতায়ত ভীতং ।

রুদ্রগজাধিপমুদমাতনুতাং রামানন্দরায়সুগীতং ॥ ২৪ ॥

বিষমশরাশুগঃ কন্দর্পবাণঃ । কীলিতং বদ্ধং । বন্ধে কীলিতসংযতা-
বিত্যময়ঃ । গলিতো দূরীভূতচিরস্তনঃ খেদো যত্র তৎ তনুযুগলং ক্রিয়া-
বিশেষণস্থা ॥ ২৪ ॥

তঁাহাদের কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ লক্ষ্য হয় নাই, বিষমশরের
(কন্দর্পের) শর দ্বারা যেন কীলিত হইয়া রহিল । বাছা !
তার পর খরতর নখর ও দশনাঘাতে ঐ তনুযুগল অত্যর্থ
খণ্ডিত হইয়া ভয়বিস্তারপূর্বক গুরুতর নিশ্বাস বহন করিতে
লাগিল । অতএব হে সখি ! তাহাতেই তনুযুগলের চিরস্তন
খেদ দূরীভূত হইয়াছিল । রামানন্দরায় বর্ণিত এই সঙ্গীত
গজপতি রুদ্র নরাধিপের আনন্দ বিস্তার করুক ॥ ২৪ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

দৃগঞ্জে, নিরখি বরনাগরী, অধরে ঈষত করু হাস । চতুর
সুনাগর, করে ধরি নাগরী, যতনে আনল নিজপাশ ॥ নিধু-
বনে গাতল, তনু তনু মিটল, টুটল চিরস্তন খেদ । মনসিজ
বিশিখ, খিল যনু লাগল, তনু তনু লখই না ভেদ ॥ নখর
রদাবলী, অলখিত তনুযুগ, ঘন ঘন বহই নিশ্বাস । গুরুতর
সমরে, ভীরু বরনাগরী, নাগর করু আশো আশ ॥ শ্রম-
জলে ভিজল, সকল কলেবর, রাই ঘুমাওল শ্যাম কি কোর ।
যেছন নব মেহে, মিলল সুদামনী, অলখি লোচন মন
ভোর ॥ ২৪ ॥

শশি । দেবি অসম্বন্ধমিবেদং প্রতিভাতি মাং ॥ ২৫ ॥

মদ । কথমিব ॥ ২৬ ॥

শশি । তয়োঃ কথমীদৃশং সৌরতকৌশলং জাতং ॥ ২৭ ॥

মদ । অয়ি সরলে ।

উপদিশতি গুরুগুরুপ্রযত্না-

ভুদপি চ কালবশাৎ প্রযাতি পাকং ।

ইতি কিল নিয়তাঃ সমস্তবিদ্যাঃ

স্বরতকলাঃ স্বতএব সম্ভবন্তি ॥ ২৮ ॥

অত্রান্তরে স্বরতকেনিকলাসু তাসু

অসম্বন্ধঃ অসঙ্গতঃ ॥ ২৫ ॥

অন্তরে অবসরে ॥ ২৯ ॥

শশি । দেবি ! ইহা ত আমাকে অসঙ্গতের আয় বোধ
হইতেছে ? ॥ ২৫ ॥

মদ । বাছা ! কেন ? ॥ ২৬ ॥

শশি । তাঁহাদের এ প্রকার কন্দর্প-কৌশল কিরূপে
জন্মিল ॥ ২৭ ॥

মদ । অয়ি সরলে ! তুমি কি কিছুই জান না ! লোকে বহু
বহু যত্ন করিয়া গুরুর নিকট শাস্ত্র উপদিষ্ট হয়, ঐ উপ-
দেশ আবার কালবশতঃ পরিপক্ব হইয়া থাকে । বাছা !
এইরূপ সকল বিদ্যারই রীতি জানিবে, কিন্তু কন্দর্পশাস্ত্র
কেহ কাহারও নিকট উপদিষ্ট হয় না, এ বিদ্যা স্বভাঁই
সিদ্ধ হয় ॥ ২৮ ॥

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমনত সময়ে শশির

প্রায়েণ শিক্ষিত ইবৈষ শশী চিরেণ ।

যোগ্যাং ততঃ কিমপি কৰ্ত্তুমিব প্রকামং

সংসেবতে স্ম চরমাং দিশমাদরেণ ॥ ২৯ ॥

শশি । সম্প্রতি চ কল্যাণিনোঃ ।

অভিমত স্মরত প্রমোদ লক্ষ্মী-

পরিচয় নিৰ্বৃত্তমায়তোশ্চিরেণ ।

নখপদদশনাক্ষচাকুভূষা-

ললিততমং বপুরীক্ষিতুং মনো মে ॥ ৩০ ॥

ততঃ প্রবিশতি সত্বরা রাধিকা কতিচিদূরে কৃষ্ণঃ ।

রাধা । (পুরতোহবলোক্য) আপসন্মাইং দিসা মুহাইং । তা

আ ঈষৎ প্রসন্নানি দিশাং মুখানি তৎকণমপবারিতশরীরা গমিষ্যামি ॥ ৩১ ॥

রাধামাধবের স্মরতলীলা সকল চিরদর্শনে অশিক্ষিত হইয়া
অভ্যাস করিতে করিতেই যেন পশ্চিম দিক্ রূপ অঙ্গনায়
কোন আন্তরিক ভাব নিবারণার্থ সাদরে সঙ্গত হইলেন ॥ ২৯ ॥

শশি । অহো ! সম্প্রতি বহুকালের পর রাধামাধবের স্মরত
প্রমোদ লক্ষ্মীর পরিচয়জনিত নিৰ্বৃত্তিলাভ হইল । দেবি !
সেই নখদশনচিহ্নভূষিত তনুযুগল দর্শনার্থ আমারও মন
উৎকণ্ঠিত হইতেছে ॥ ৩০ ॥

(অনন্তর সত্বরে রাধিকার ও কিয়দূরে শ্রীকৃষ্ণেরও প্রবেশ)
রাধা । (অগ্রে অবলোকন করিয়া) অহো ! দিক্ সকলের
মুখ যে ঈষৎ প্রসন্ন হইল, এখন কেমন করিয়া অনাবৃত

কথং উব্বারিদসরীরা গমিস্‌সং । সত্ত্বরং দ্বিত্রাণি পদানি
পরিক্রম্য বলিতগ্রীবমবলোকতে ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণঃ । ক্ষণং নির্ব্বণ্য অহো ভয়মন্যথসম্বলনা মুগাক্ষী ।

দ্বিত্রাণ্যেব পদানি গচ্ছতি জবাং দ্বিত্রাণি মন্দং পুন-
স্ত্রাসোৎকম্পমথাপি পশ্যতি দিশঃ সাকূতমেতা পুনঃ ।

যো ন স্মাদপি গোচরে নয়নয়োর্নেদিক্টমেতং জনং
সম্প্রত্যেতি পদে পদে ব্যবহিতং মাগন্তিকেহপিপ্রিয়া ॥ ৩২

রাধা । পুনঃ সত্ত্বরং পরিক্রামতি ॥ ৩৩ ॥

এতান্দিকরণীভূতা দিশঃ । অন্তিকে নিকটে স্থিতমপি মাং ব্যবহিতং
জানতি । প্রিয়া রাধা ॥ ৩২ ॥

শরীরে গমন করিব ? (এই বলিয়া) দুই তিন পদ গমন
পূর্ব্বক গ্রীবা বক্র করিয়া দেখিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণ । (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া স্বগত) অহো ! এই মুগাক্ষীর
ভয় ও মদন উভয়ই বলবান্‌ রহিয়াছে । আহা ! ইনি
দুই তিন পদ অতিবেগে যাইতেছেন, দুই তিন পদ
আবার অতি ধীরে ধীরে চলিতেছেন, ভয় বশতঃ ইহঁার
অঙ্গ কাঁপিতেছে, কখন বা চকিত চকিতের ন্যায় হইয়া
দৃষ্টিপাত করিতেছেন, কি আশ্চর্য্য ! যে কখন নয়ন-
গোচর হয় নাই, তাহাকেই বা এই দেখিলাম মনে করি-
তেছেন এবং আমি নিকটবর্ত্তি থাকিলেও আমাকে পদে
পদে দূরবর্ত্তি বলিয়া জানিতেছেন ॥ ৩২ ॥

রাধা । পুনরায় সত্ত্বর পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

মদ । বৎসে পশ্য পশ্য পুরতো রাধিকাং কতিচিদদূরে
মাধবঞ্চ ।

ইয়ং হি ।

ন ব্যালাদপি সম্বিভেতি পুরতঃ স্থাণোর্যথা দূরতো
নোদ্বিগ্না করিগর্জিতাদপি যথা কাকাবলীনিষ্মনাৎ ।
নৈবেয়ং তিমিরেহপি মুহুতিতরাং কামং প্রকাশে যথা
তন্মন্ড্রে বিরহেহপি নৈব বিধুরা কান্তস্ত্র যোগে যথা ॥৩৪॥

ললিতরাগেণ ।

অভিমতগাঢ়মনোরথ-সমুচিতরতিপতি-সমরবিশেষে ।

মদ । বৎসে ! দেখ দেখ সম্মুখে রাধিকা এবং কতক দূরে
মাধবও আসিতেছেন ।

পুল্লি ! এই দেখ রাধা বিষধর দেখিয়া যত ভয় না হয়,
দূরবর্তি স্থাণু (শাখা পল্লবরহিত শুষ্ক বৃক্ষ) দেখিয়া তত
ভীতা হইতেছেন । কাকের নিষনে যত উদ্বিগ্না হইতেছেন,
করি-গর্জনেও এত ভয় হয় না, ইনি অদ্য প্রকাশেতে যত
শঙ্কিতা হইতেছেন, ঘোরান্নকারেও এত মোহ হয় না, অত-
এব হে শশিমুখি ! বোধ করি ইনি কান্তবিরহেও এমত কখন
দুঃখিতা হন নাই, অদ্য যেমন কান্তসংযোগে ব্যথিতা হইতে-
ছেন ॥ ৩৪ ॥

ললিতরাগ ।

শশিমুখি ! দেখ দেখ ক্রীরাধার কি আশ্চর্য্য মূর্তি !

বিজয়পরাজয়-পরিচয়বিমূষিত-চেতসি বলদভিলাষে ॥

লুলিতমনোহরদেহা । কথয়তি পরিচয়মিয়মতিনিপুণং
মুদুপদকমললবেহা ॥ ৩৪ ॥

কুন্তুমশরাসনশরনিকরধ্বনি-গণিতমনোহরঘোষে ।

গুণপরিপাটিতয়া পরিকল্পিত নখদশনক্ষতদোষে ॥

গজপতিরুদ্রনরাধিপবিদিতে রসিকজনাহিততোষে

রামানন্দরায়কবিভণিতে হৃদয়ং কুরুত বিদোষে ॥ ৩৫ ॥

মণিতং রতিকুজিতং । বিদোষে নির্দোষে ॥ ৩৫ ॥

যাহাতে জয়পরাজয়ের পরিচয় দ্বারা পরস্পরের চিত্ত অপ-
হরণ করিতে বলবৎ অভিলাষ হয়, যাহাতে কুন্তুমশরাসনের
শর সকলের শব্দতুল্য মণিমঞ্জীর মনোহর শব্দ করে, যাহাতে
নখর ও রদন ক্ষতাদি দোষ গুণপরিপাটিরূপে কল্পিত হয়,
সেই অভিমত গাঢ় মনোরথের সমুচিত রতিপতির সময়
বিশেষে ইহাঁর মনোহর দেহ লুলিত (নিদ্রাকুলিত) হইয়াছে,
আহা ! সুকোমল পদকমলের ঈষৎ চেফাতেই নিশ্চয়রূপে
পরিচয় হইল । রামানন্দরায় বর্ণিত এই নির্দোষ সঙ্গীত যাহা
গজপতিরুদ্র নরাধিপের বিদিত ও রসিকজনের সন্তোষপ্রদ,
তাহাতে মনোভিনিবেশ কর ॥ ৩৫ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

ললিতরাগ ।

রাধা মধুর মনোহর দেহা । নখর রদাবলী, চিল্ল কলেবর,

মদ । তদতিভয়ে কাতরেয়ং বৎসা । তৎ উপস্থ্য সম্ভাব-
য়ামস্তাবদেনাং । ইতি (উপস্থ্য) বৎসে স্বাগতং
তে ॥ ৩৬ ॥

মদ । বাছা শশিগুণি ! রাধা অতিশয় কাতরা হইয়াছেন,
তবে চল আমরা নিকটে গিয়া আশ্বাস দিই । (কাছে
গিয়া) বৎসে ! তোমার কুশল ত ? ॥ ৩৬ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

কনককমলে যেন মিন্দুররেহা ॥ জাগরি রজনী, ঝুমত বর-
মোহিনী, চলিতে চরণে মনিম্বপুর বাজে । কিক্লিণী বলিত,
সুগোহন মণিত, মণিগয় বলয় বিরাজে ॥ শিথিলিত কুন্তল,
বলিত পটাকুল, পরাজয় মন্যমসমরবিশেষে । বিজয় সুনাগর,
হেরি বরনাগরী, সখীগণে কহে দীন লোচনদাসে ॥ ৩৫ ॥

ভৈরবীরাগ ।

দেখ দেখ সগি, অয়ে শশিগুণি, ঐ দেখ রাই শ্যাম ।
নিশি জাগরণে, বদন মলিন, তহু জিতে শত কাম ॥ ৩৬ ॥

তুলিয়া পড়য়ে ঘুরিয়া চাহয়ে, অলসে মুদিত আঁখি ।
রতিরঙ্গরসে, সমরবিশেষে, জয়পরাজয় দেখি ॥ মনসিজ বাণ,
নখর দশন, তাহে সুঅঙ্কিত তনু । উদয় অচলে, যেন এক
কালে, প্রকাশিল শশি ভানু ॥ ভয়েতে কাতর, চলেয়ে সত্বর
দেখিয়া উপজে হাস । তরুণ তরুণে, মগন হইয়া, লোচন
মন উাস ॥ ৩৬ ॥

রাধা । (সসম্ভ্রমমবলোক্য) অএ কথং এষা দেঈ সলজ্জং
বন্দতে ॥ ৩৭ ॥

নেপথ্যে কলকলঃ । অত্রক্ষণ্যং অত্রক্ষণ্যং ।

সর্বাঃ শ্রুতিমভিনয়ন্তি ॥ ৩৮ ॥

পুনর্নেপথ্যে ।

শৃঙ্গাভ্যাক্ষ খুরাঞ্চলেন চ বলাদেশে ক্ষমামুল্লিখন্

কল্পান্তস্তনয়িত্ব গর্জিতঘনধ্বানৈর্দিশো দারয়ন্

অয়ে কথমেবা দেবীতি ॥ ৩৭ ॥

অত্রক্ষণ্যমবধোক্তৌ ॥ ৩৮ ॥

ক্ষমাং ভূমিং ।

রাধা । (সসম্ভ্রমে অবলোকন করিয়া) অয়ে ! দেবী এখানে
কি প্রকারে আসিলেন । এই বলিয়া সলজ্জে বন্দনা
করিলেন ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর নেপথ্যে কোলাহল উপস্থিত । কিসের শব্দ
কিসের শব্দ এই বলিয়া সকলের কর্ণ নেপথ্যের দিকে
হইল ॥ ৩৮ ॥

(পুনরায় নেপথ্যে)

এমত সময়ে শৃঙ্গাগ্র ও খুরাঞ্চল দ্বারা বলপূর্ব্বক ভূমি
খনন করিতে করিতে তথা প্রলয়জ্বলদের তুল্য ভয়ঙ্কর গর্জন

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

সিন্ধুড়া রাগ ।

হেন কালে রুমাস্বর, প্রবেশি গোঁকুলপুর, মহাস্বর করে
মহামার । শৃঙ্গ অগ্রে খুরাঞ্চলে, পৃথিবী খনন করে, দেখি

উল্কার্চিঃপ্রতিমল্লমক্ষিযুগলং ক্রোধাদিবান্দোলয়-
 ন্নেষ ব্যাপদি মজ্জয়ন্ ব্রজমভূদৈবদরিকৌহগ্রতঃ ॥
 সর্কে । নিকুঞ্জোদরে আত্মানমপবার্য্য পশ্চন্তি ॥ ৩৯ ॥

অর্চিঃ শিখা । প্রতিমল্লং সদৃশং । ব্যাপদি বিশিষ্টবিপত্তৌ ॥ ৩৯ ॥

করিতে করিতে দিক্ সকল বিদীর্ণ করত সহসা অরিষ্ঠাসুর
 অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার অগ্নিশিখা সদৃশ সকোপ
 নয়নরয় দেখিয়া সমস্ত ব্রজজনই বিপদাৰ্ণবে আন্দোলিত হইতে
 লাগিলেন । অনন্তর সকলে বিব্রত হইয়া কুঞ্জাভ্যন্তরে আত্ম-
 সংগোপন পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

লোকঁ করে হাহাকার ॥ প্রলয়ের মেঘ জিনি, তর্জন গর্জন
 শুনি, দশদিক্ কম্পে থর থর । প্রভাতের দিবাকর, চক্ষু দেখি
 লাগে ডর, নিশ্বাসে বহিয়া যায় ঝড় ॥ ক্রোধেতে কম্পিত গা,
 ধরণী না ধরে পা, মহাবল ঘোর পরাক্রম । তনু উচ্চ গিরি-
 বর, ঘোরতর ভয়ঙ্কর, সমরে তিলেক নাহি শ্রম ॥ হেরি ব্রজ-
 বাসিগণ, অঙ্গ করি আচ্ছাদন, লুকাইল কুঞ্জের ভিতরে । হেরি
 হরি যুছুহাঁসি, ব্রজবাসী আশ্বাসি, প্রবেশিল সমর ভিতরে ॥
 প্রবল অস্তর দুক্ট, কৃষ্ণে হেরি হইল রুক্ট, শৃঙ্গধাণি সাজে
 গারিবারে । দেখি গোপ গোপীগণ, উচ্চ করে ক্রন্দন,
 আশ্বাসয়ে নন্দের কুমারে ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণঃ । সাটোপমুপসর্পন্ অভয়ং ঘোষনিবাসিনাং ।

সগর্ভং বাহুযুদ্যম্য ॥ ৪০ ॥

দৃপ্যদানবশীর্ণ শৈলবলয়কৌণীমহালম্বনে

বৈরিব্যাকুলশক্রশান্তিকমথপ্রোদামযুপেহপি চ ।

অস্মিন্ কৃষ্ণভুজেহপি জাগ্রতি ভয়ং নিত্যং তদেকাশ্রয়ান্

যোনস্থানপি সংস্পৃশেদহহ কিং প্রাণৈর্মম ক্রীড়তি ॥

ইতি সাটোপং পরিক্রামতি ॥ ৪১ ॥

নেপথ্যে ।

ভোঃ কচ্চৎ কচ্চৎ ।

যান্ত্যাং গিরিণামপি শৃঙ্গবদ্বং

গিরীণাং শৃঙ্গবদ্বং ।

কৃষ্ণ । (সাটোপে নিকটাগত হইয়া কহিলেন) অহে ব্রজ-
বাসিগণ ! ভয় নাই ভয় নাই । (অনন্তর সগর্ভে বাহুদ্বয়
উত্তোলন করিয়া) ॥ ৪০ ॥

অহো ! এই যে কৃষ্ণবাহু যাহা দর্পিত দানবকুলের বল
দ্বারা ক্ষীণা সত্বধরধরার আলম্বন স্বরূপ, যাহা শত্রুকুলে
আকুলিত অমরাধিপের শান্তিকর, যজ্ঞের উচ্ছ্রিত যুপসদৃশ,
কি আশ্চর্য্য ! ইহা জাগরিত থাকিতে ইহারই একান্তাশ্রিত
ব্রজজনকে স্পর্শ করিবে । হায় ! এই বৃষাসুর আমার
প্রাণের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল না কি ? ॥

এই বলিয়া সাটোপে পাদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৪১

নেপথ্যে ।

অহে ! কি কচ্চৎ ! কি কচ্চৎ ! পর্বত সকলের উচ্চ

সোড়ুং স্বশক্তেন বিদারিতাস্তে ।

তযোরেনেনোংপলকোমলাঙ্গো

লক্ষ্যকৃতো বালতনু মুকুন্দঃ ॥ ৪২ ॥

(বিলোকা মদনিকা শাস্ত্রং)

অদ্য ক্ষৌণি সহস্র ভারমতুলং দেবা জয়াশা কুতঃ

শ্রীদেবি ব্রতমাচর ব্রজজনাঃ কানন্দবার্তাপি বঃ ।

মাতর্দেবকি কিং ভবিষ্যসি গতা নন্দাদয়ো রাধিকে

শূন্যং তে জগদদ্য জাতমধুনা হা হা হতাঃ স্মো বয়ং ॥ ৪৩ ॥

হু বিতর্কে । সোড়ুং স্বশক্তেন অনেন যাভাং তে পিরয়ো বিদারিতাঃ ।

তয়োঃ শৃঙ্গয়োঃ । অনেন অরিষ্টেন ॥ ৪২ ॥

দেবকি যশোদে । রে নারী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতিচেতি বচ-
নাৎ ॥ ৪৩ ॥

শৃঙ্গ দেখিয়া অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পূর্বক যে অরিষ্ট স্বীয় শৃঙ্গ-
দ্বয়ে ভূধর সকল বিদীর্ণ করিয়াছিল, সেই এই ভীষণ বিষণ্ণ
দ্বারা উৎপল কোমলাঙ্গ বালতনু মুকুন্দের প্রতি লক্ষ্য করিল।
হায় ! কি সর্বনাশ ! ॥ ৪২ ॥

(অবলোকন করিয়া অশ্রু মোচন পূর্বক) হে ধরণি !
অদ্য তোমাকে অতুল ভার সহ করিতে হইল । দেবগণ !
তোমাদেরই বা আর জয়াশা কোথায় ? হে লক্ষ্মীদেবি !
তুমি অদ্যাবধি ব্রত ধারণ কর ? অহে ব্রজবাসিগণ ! অদ্য
হইতে তোমাদেরই বা আনন্দের কথা কি ! হে মাতর্দেবশোদে !
তোমার আজ্জ কি হইবে ? নন্দাদি গোপগণ ! তোমরা

রাধা । (শ্রুতিমভিনীয় সাতক্কে) হৃদ্ধি মহ মন্দভাগিণী ।

এআরিসং ছুদেব বিলসিতং জাদং ॥ ৪৪ ॥

শশি । সখি সমান্সসিহি সমান্সসিহি এব খলু মুকুন্দঃ ॥ ৪৫ ॥

নেপথ্যে ।

যত্রোন্মীলতি গীলিতং ত্রিভুবনং যত্রোন্মত্যানতং

যস্মিন্ ভ্রাম্যতি ন ভ্রমন্তি বিয়তি প্রায়েণ বাতা অপি ।

ক্ষিপ্ত্বা কন্দুকলীলয়া তমধুনা বৃন্দাবনাদুরতো

হস্তারিষ্টগরিষ্টমেতদকরোং শ্রীমান্ মুকুন্দো জগৎ ॥ ৪৬ ॥

হা ধিক্ মন মন্দভাগিণী এতাদৃশং হৃদৈববিলসিতং জাতং ॥ ৪৪ ॥

যত্র যস্মিন্ অরিষ্টে প্রকাশমানেন সতি ত্রিভুবনং প্রকাশরহিতং । রিষ্টং
দেনশুভাভাবেষরিষ্টেতু শুভাশুভে ইত্যমরঃ ॥ ৪৬ ॥

যে একেবারেই গেলে ? হে রাধে ! তোমার দশায় কি
হইবে ? তোমার সম্বন্ধে যে অদ্যাবধি জগৎ শূন্য হইল ?
হায় ! অদ্য যে আমরা সকলেই হত হইলাম ? ॥ ৪৩ ॥

রাধা । (কর্ণ পাতিয়া সাতক্কে কহিলেন) হা ধিক্ ! এ'মন্দ
ভাগিনীর এতাদৃশ হৃদৈববিপাক উপস্থিত হইল ? ॥ ৪৪ ॥

শশি । সখি ! স্থির হও, ইনি নিশ্চয় মুকুন্দ ॥ ৪৫ ॥

নেপথ্যে । যে ছুফ্ট একবার নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিলে
ত্রিভুবন নিগীলিত হয়, একবার উন্নত হইলে ত্রিজগৎ নত
হইয়া পড়ে, একবার ভ্রমণ করিলে আকাশে প্রায় বায়ুও
পরিভ্রমণ করে না, এক্ষণে শ্রীমান্ মধুরিপু সেই ছুফ্ট অরি-

(ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ)

সৰ্ব্বাঃ । সম্পূহমালোকয়ন্তি ॥ ৪৭ ॥

মদ । অহো রামণীয়কং জয়শ্রীভূষণশ্চ বৎসশ্চ ।

তথাহি ।

কিশস্তালকবল্লরীপরিমিলৎসেদোদবিন্দুংকর-

ভ্যালিগুালিকচন্দনঃ ক্রমগলং কেকিচ্ছদোভংসকঃ ।

পাদক্ষেপসমুচ্ছলং ক্ষিতিরজো রম্যাপরাগশ্চিরা-

দানন্দং বিতনোত্যয়ং নয়নয়োরাবিভবন্যাধবঃ ॥ ৪৮ ॥

অলিকং ললাটং ॥ ৪৮ ॥

ক্টের প্রাণ সংহার পূর্বক কন্দুক ক্রীড়ার আয় বৃন্দাবন প্রদেশ
হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া জগৎকে নিরুপদ্রব করিলেন ॥৪৬

(অনন্তর হৃদয়চিহ্নে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

সকল লোক মহুঃ নেত্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত
করিতে লাগিল ॥ ৪৭ ॥

মদ ! অহো ! জয়শ্রী ভূষিত বৎসের কি রমণীয়তা ।

তথাহি ।

আহা ! বাছার চূর্ণকুস্তল গুলি স্থলিত হইয়া ঘর্ম্মাম্মুর
সহিত মিলিত হইয়া পাড়িয়াছে, নিরন্তর শ্রমবারির বিন্দুপাতে
ললাটের চন্দন লিগু হইয়া গিয়াছে, ময়ূরপুচ্ছের চূড়া ক্রমে
ক্রমে খসিয়া পরিতেছে এবং বহুক্ষণ যাবৎ পাদবিক্ষেপ
করাতে ধূলি সকল উখিত হইয়া অপের রমণীয় শোভা
বিস্তার করিতেছে । কি আশ্চর্য্য ! মাধব যে এইরূপে
আবিভূত হইয়া আমার নেত্রদ্বয়ের আনন্দ বিস্তার করিতে
লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

(উপস্থিত্য) দিষ্ট্যা দৃষ্টোহসি বৎস জয়শ্রীস্বয়ম্বর-
লিপ্ততঃ ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণঃ । দৃষ্ট্বা সহর্ষং) দেবি স্বাগতং তে ॥ ৫০ ॥

মদ । স্বাগতমধুনা বৎসেন জয়শ্রীভূষণেন দৃষ্টেন ।

তদ্বৎস ক্ষণমিহ বকুলপাদপোপবীথ্যাং বিশ্রাম্যতাং ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণঃ । যদভিরুচিতং দেবৌ ইত্যুপবিশতি ॥ ৫২ ॥

মদ । সন্নেহমগ্নং স্পৃশতি বৎস কৃতদৃষ্করকর্মণঃ ।

কিমপি পারিতোষিকং দিৎসামি ॥ ৫৩ ॥

দিৎসামি দাতৃমিচ্ছামি ॥ ৫৩ ॥

(নিকটে গিয়া) বাছা ! ভাগ্যক্রমে তোমাকে স্বয়ম্বর
জয়লক্ষীর সহিত আলিপ্তিত দেখিলাম ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণ । (মদনিকাকে দেখিয়া সহর্ষে) দেবি ! আসুন আসুন,
কুশল ত ? ॥ ৫০ ॥

মদ । বাছা ! সস্পৃশিত তোমাকে জয়শ্রী ভূষিত দেখিয়াই
আমার মঙ্গল, অতএব বৎস ! কিয়ৎক্ষণ এই বকুলতরু-
তলে বিশ্রাম কর ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণ । দেবি ! আপনার যাহা অভিরুচি, এই বলিয়া মুকুন্দ
বকুলপাদপতলে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৫২ ॥

মদ ! (সন্নেহে হস্ত দ্বারা কৃষ্ণাপ মার্জন করিতে করিতে)
বাছা ! তুমি অতিশয় দুষ্কর কর্ম করিয়াছ, অতএব
তোমাকে কিছু পারিতোষিক দিতে ইচ্ছা করি ॥ ৫৩ ॥

কৃষ্ণঃ । বদভিরুচিৎ দেবৈব্য ॥ ৫৪ ॥

মদ । (নিষ্ক্রম্য রাধামাদায় প্রবিষ্ট) বৎস ।

নবাভিসঙ্গবিধুরাং ত্রাসোন্মীলিতলোচনাং ।

মধুরালোকেনৈনৈনাং সম্ভাবয় চিরাদিব ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণঃ । সম্পৃহমালোকয়তি ॥ ৫৬ ॥

মদ । বৎসে ।

ক্রূড়মধুরপরিপ্রায়োল্লসৎশ্বেদবিন্দুনিকরৈঃ করন্সিতং ।

অঞ্চলেন নিষ্ঠবাসসঃ প্রিয়ং বীজয় প্রিয়গিরাতিনন্দ্য চ ॥ ৫৭ ॥

রাধা । সম্পৃহং বীজয়তি ॥ ৫৮ ॥

কৃষ্ণ । আপনার বাহা ইচ্ছা ॥ ৫৪ ॥

মদ । (দীপ্যমান পূর্বক শ্রীরাধাকে লইয়া আসিয়া কহিলেন) বৎস ! এই শ্রীরাধাকে তোমায় পারিতোষিক দিলাম, উনি নবসঙ্গম ভয়ে ব্যথিতা হইয়াছেন, ভয়হেতু ইহঁার লোচনবয় মুকুলিত হইয়াছে, অতএব মধুরাবলোকন দ্বারা চিরকালের নিমিত্ত ইহঁাকে সম্ভুক্ত কর ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণ । সমৃদ্ধনেত্রে অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥

মদ ! বৎসে ! ক্রূর অশ্বরের সহিত সংগ্রাম করাতে, শ্রমহেতু তোমার এই প্রিয়তমের অঙ্গ হইতে শ্বেদবিন্দু ক্ষরিত হইতেছে, অতএব প্রিয়সম্ভাসা দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া স্বীয় বসনাঞ্চল দ্বারা অঙ্গে বীজন কর ॥ ৫৭ ॥

রাধা । সাদরে বীজন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮ ॥

মদ । ইতঃপরং কিস্তে প্রিয়ং সম্পাদয়ামি ॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ণঃ । দেবি ইতঃপরং কিমপি প্রিয়মস্তু ।

পঞ্চেষোর্বিশিখাবলীভিরভিতো নিস্তক্ষ্যমাণেন চে-

দানন্দৈকনিদানমেণনয়না প্রাপ্তা প্রসাদাতব ।

ভূয়ঃ সেয়মলস্তি কাচন দৃশোঃ পীযুষধারা ময়া

কিস্মাতঃ পরমস্তু দেবি ভুবনে কিঞ্চিৎ প্রিয়ং মাদৃশাং ॥ ৬০

মঙ্গলগুঞ্জরীরাগেণ ।

পরিণত-শারদশশধরবদনা ।

মিলিতা পাণিতলে গুরুমদনা ॥

মদ । বৎস কৃষ্ণ ! বল ইহার পর আর তোমার কি প্রিয়
সম্পাদন করিব ? ॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ণ । দেবি ! ইহার পর আরও কি প্রিয় আছে ? পঞ্চ-
শরের শর সমূহে আগার এই তনু সর্ব্বতোভাবে ক্ষীণ
হইতেছিল, এমনত সময়ে যদি আনন্দের এক নিদান
স্বরূপা মৃগনয়নাকে আনয়ন করিলেন এবং আপনার
প্রসাদাৎ পুনরায় যদি আমার চক্ষুর অমৃতধারা লাভ
হইল, তবে এই ত্রিভুবন মধ্যে মাদৃশজনের আর কি
কিছু প্রিয় অবশিষ্ট রহিল ! ॥ ৬০ ॥

সামগুঞ্জরী রাগ ।

দেবি ! যদি এই অকলঙ্ক শারদশশাঙ্কবদনা গুরুতর
মদনে প্রমুদিতা হইয়া আমার করতলে আসিয়া মিলিতা হই-

দেবি কিমিহ পরমস্তি মদিক্টং ।
 বহুতর স্কৃত ফলিতমনুদিক্টং ॥ ৬০ ॥
 পিকরিধুমধু-মধুপাবলি চরিতং ।
 রয়তি মামধুনা স্কৃতভরিতং ॥
 প্রণয়তু রুদ্র নৃপে স্কৃতমমৃতং ।
 রাগানন্দভণিত হরিরমিতং ॥ ৬১ ॥

অনু লক্ষীকৃত্য ॥ ৬১ ॥

লন, তরে অতঃপর আর কি অভীষ্ট রহিল। বোধ হয়
 সৌভাগ্যবশতঃ আমার পূর্বসঙ্কিত পুণ্যসকল ফলিত হই-
 যাচ্ছে, অতএব এক্ষণে কোকিলকলরুত, শারদশশধর, বসন্ত
 ও মধুকর প্রভৃতি নিরতিশয় সুখ বিস্তার করুক। রাগানন্দরায়
 কবিভণিত অমৃতময় এই হরিবিহার রুদ্র নরাধিপের সুখ বর্জন
 নিমিত্ত হউক ॥ ৬১ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

গুজ্জরী রাগেণ ।

নির্মাল-শারদ-শশধরবদনী । বিদলিত-কাঞ্চননিন্দিতবরণী ॥ ৬২ ॥
 পিকরুতগঞ্জিত স্কৃতধুর বচনা । মোহনকৃতকরি শত শত
 মদনা ॥ দেবি শৃণু বচনং মম সারং । কিল গুণধাম মিলিত
 মনুবারং ॥ চিরদিন বাঞ্ছিত যদিহ মদিক্টং । তব রূপয়াপি
 ফলিতমনোহীক্টং ॥ ইদমনু কিং মম যাচিতমস্তি । নিখিল-
 চরাচরে প্রিয়মপি নাস্তি ॥ প্রণয়তু রমিকহৃদয়স্কৃতমমৃতং ।
 লোচনমোহন মাধবচরিতং ॥ ৬১ ॥

তথাপীদমস্ত ।

শ্রদ্ধাবদ্ধমতির্মম প্রতিদিনং গোপাললীলশ্চ যঃ

সংসেবেত রহস্যমেতদতুলং লীলামৃতং লোলধীঃ ।

তস্মিন্ মদগতমানসে কিল কৃপা দৃষ্ট্যা ভবত্যা সদা

ভাব্যং যেন নিজেপ্সিতাং ব্রজবনে সিদ্ধিং সমাপ্নোতিসঃ ॥৬২॥

মদ । তথাস্তু ॥ ৬৩ ॥

ইতি নিক্রান্তাঃ সর্কে ॥ ৬৪ ॥

॥ * ॥ ইতি রাধাসঙ্গমো নাম পঞ্চমোহঙ্কঃ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামানন্দরায়বিরচিতং শ্রীজগন্নাথবল্লভ-
নাটকং সমাপ্তং ॥ * ॥

লোলধীঃ সতৃষ্ণবুদ্ধিঃ । লোলশ্চলসতৃষ্ণয়োরিত্যমরঃ । যেন কৃপাদৃষ্টেন ॥৬২॥

দেবি ! যদিচ আমার এইরূপ প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন হইল,
তথাপি আপনি ইহাই করিবেন । যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত
হইয়া গোপাললীলাবলম্বি আমার এই অতুল রহস্য সতৃষ্ণ
অন্তঃকরণে সেবা করিবে, সেই মদগত চিত্ত ব্যক্তির প্রতি
সর্ব্বদা এই কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করুন, যেন তাহার এই বৃন্দা-
বনে অতীক্ট সিদ্ধি হয় ॥ ৬২ ॥

মদ । তথাস্তু ॥ ৬৩ ॥

অনন্তর সকলের প্রস্থান ॥ ৬৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামানন্দরায় বিরচিত জগন্নাথবল্লভ-
নাটকে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃতানুবাদে রাধাসঙ্গম নাম
পঞ্চম অঙ্ক ॥ * ॥

১৩২৯ সাল ভাদ্রে ।

সম্পূর্ণ ।

1

2